সপত্নী নাটক।

প্রথম অঙ্ক

নান্দী।

ত্রিপদী।

জয় জয় দয়াময় !, বিশ্বময় দৃশ্য নয়,
কে বর্ণিবে তোমার স্বরূপ।
নমঃ প্রভু জগদীশ !, তুমি সুধা তুমি বিষ,
বেদে বলে তোমারে অরূপ॥
তন্ত্র চিন্তা পারতন্ত্র, করে কত ষড়যন্ত্র,
মন্ত্রণা যন্ত্রণা পায় ভাবি।
ব্যস্ত হয়ে দরশন, করে সূক্ষ্ম দরশন,
তথাপি ও ভাবে নয় ভাবী॥
ন্যায় পাগলের ন্যায়, কত করে ন্যায়ান্যায়,
সাংখ্য করে অসংখ্য সন্ধান।
যিনি পুণ্য পাতঞ্জলী, হইলেন কৃতাঞ্জলি,
তমূ তব না পান সন্ধান॥

সপত্নী নাটক।

[illegible] যে কিছু কয়, তাহাতো মীমাংসা নয়,
বৈশেষিক না জানে বিশেষ।
তবে আর কার ঠাঁই, বল তব তত্ত্ব পাই,
সত্তা মাত্র মানি অবশেষ॥
ব্রহ্মা চতুর্মুখ হয়্যে, তোমার মহিমা কয়্যে,
না পারিলা করিবারে শেষ।
কি কব সুধাল্যে জীব, এই ভাবি সদাশিব,
লইলেন পাগলের বেশ॥
অনন্ত না অন্ত পেয়্যে, পাতালে পলান ধেয়্যে,
মাথায় করিয়া বিশ্বপুর।
বলেন "অজ্ঞাত শিব, এই বিশ্ব দেখ জীব!,
তাঁহার মহিমা কত দূর"॥
আমরা কি করি খেদ, বেদ নাহি জানে ভেদ,
পুরাণেতে ফুরাণ না যায়।
তাই বলি দয়াময়!, দীনে যদি দয়া হয়,
তবে তরি এ ঘোর মায়ায়॥
তান্ লয় রাগ ভূমি, নটের নাগর তুমি,
পুরাও ডাগর আশা ডোর।
হর হর বিঘ্ন হর, ওহে প্রভু স্মর হর!,
আসরে বাসর কর ভোর॥

সূত্রধার।

নান্দী পাঠ সমাপন হইলে সূত্রধার বলিল "অতি প্রসঙ্গে প্রয়োজন নাই, তাহাতে নাট্যরস বিরস হয়"।

(সভার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে)

হাঁ সভাস্থগণের অন্তঃকরণাকর্ষণ হইয়াছে !।

("হাঃ হাঃ হাঃ" দীর্ঘ হাস্য করিয়া) না হইবে কেন !।

পয়ার।

ধৈর্য্য চন্দ্র, সুকবি কেশরী যাঁর নাম।

রসের বাসের স্থান যাঁর চিত্ত ধাম॥

করিলেন অনুমতি সেই গুণাকর।

রচিলেন সভাসদ সুকবি প্রবর॥

সপত্নীর বিবরণ অতি মনোহর।

সভাস্থ রসিক সবে সুবিদ্যা সাগর॥

আমরা নিতান্ত নই নটের অধম।

কেননা সফল হবে এ সকল শ্রম !॥

যাই, এক্ষণে গৃহিণীকে ডাকিয়া নাট্য আরম্ভ করি।

(নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)

প্রিয়ে ! যথোপযুক্ত সজ্জা সমাপন করিয়া ত্বরায় আইস।

(নটীর প্রবেশ)

নটী। আর্য্যপুত্র ! এই এল্যেম, বলুন কি কর্ব্বো।

সূত্র। (হাস্য বদনে)। প্রিয়ে, এসো এসো, অহহ ! কি আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছে, প্রিয়তমে! ঐ দেখ দেখ "তোমার অপূর্ব্ব সজ্জা দেখিয়া সৌদামিনী লজ্জায় তাড়া তাড়ী মেঘাম্বরে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিতেছে, মলয়াচল, মন্দ মন্দ গন্ধ বহ দ্বারা তোমার অঙ্গ সৌগন্ধ্যের নিমিত্ত পবিত্র চন্দন গন্ধ উপহার দিতেছে।" অহহ ! কি চমৎকার বেশ !।

প্রণয়িনি! আজি আমরা এই যে সভায় আসিয়াছি, এ সভা সামান্য সভা নহে, মহা সভা। শুনিয়াছি "সভ্যতা নদীর পরপারবর্ত্তী সুখময় নগরে সারল্য দেশের শিরোভূষণ স্বরূপ মহারাজ ধৈর্য্য চন্দ্র বসতি করেন"। তিনিই এই মহাসভার অধীশ্বর, এ তাঁহারি নাট্যালয়।

নটী। (বিস্মিতা হইয়া)। হাঁ হাঁ সেই সেই?। যাঁহাকে আমাদের ইংরেজ রাজারা বড় মান্য করেন? আমাদের দেশের কৃতবিদ্য যুবকেরা যাঁহার নাম শুনিলে এককালে পুলকিত হন;।

(কর্ণপাত করিয়া কৌতুহলে)

তার পর! তার পর!।

সূত্র। ঐ দেখ "তারকাবলী বিরাজিত পূর্ণশশধর সদৃশ শ্রীল শ্রীযুক্ত অধিরাজ পণ্ডিত মণ্ডলী বিরাজিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

নটী। (রাজদর্শনে আহ্লাদিতা হইয়া, প্রসন্ন বদনে)।

পয়ার।

হায় রে সারল্য দেশ কি সুখের দেশ!
দেখি নাই শুনি নাই এমন সুদেশ॥
সুখময় সুখময় নগর প্রধান।
হেরিলে হরিষ চিত্ত জুড়ায় পরাণ॥
সভ্যতা সুখের নদী নির্ম্মলতা বারি।
পার্শে পুলকিত অঙ্গ, যাই বলিহারি॥

তাহাতে সুধৈর্য্যশীল ধৈর্য্য মহারাজ।
দেবরাজ জিনি যিনি করেন বিরাজ॥
বামদিকে পাটরাণী বসিয়া সুমতি।
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী জিনি যাঁর দেহ জ্যোতিঃ॥
ইচ্ছা হয় কিঙ্করী হইয়া করি সেবা।
যায় যাবে জাতিকুল যা বলুক যেবা॥
স্বামি, কর কিঙ্কর হইয়া পদ সার।
পোড়া ভারতের মুখ না হেরিব আর॥
কি কায কি লাজ আর কিবা লোক ভয়।
মরুক্ সে দেশ হোক্ এদেশের জয়॥
এদেশের প্রতি দ্বেষ দ্বেষ করি তুমি!
বাস করি নাশ কর ভারতের ভূমি!॥
সরলতে! সরলতা করিয়া প্রকাশ।
করিতেছ এদেশেতে বারোমাস বাস?॥
হিংসে: কেন এদেশেতে এত হিংসা তোর?
কেবল করিলি বঙ্গে এ বয়স ভোর?॥
মাৎসর্য্য! মাৎসর্য্য তোর ভারতের প্রতি?।
এই হেতু করিলি না সারল্যে বসতি?॥
তোদের না দেখি হেথা, রাজ্য পূর্ণ সত্তে।
মদ! তোর মত্ত ভাব কেবল ভারতে?॥
দূর হোক্ সে সব কথায় কায নাই।
পেয়েছি সুখের দেশ ছাড়া ছাড়ী নাই॥
এদেশ ছাড়িয়া আর নাহি যাব দেশে।
এদেশে করিব বাস ভিখারীর বেশে॥

এদেশে বিক্রোম বল মনোহর অতি।
না হয়, তথায় গিয়া করিব বসতি॥
পল্বলে কি জল নাই গাছে নাই পাতা?।
বাহু বল্লী উপধানে থাকে না কি মাতা?॥
বাস করি গিরি গুহা হব ফল ভুক্।
কাননে কি নাহি হয় আননের সুখ?॥
আর্য্যপুত্র! তার পর? তার পর?।

সূত্র। মহোদয়ের সভাসদ্গণ সকলেই স্বং স্বামীর অনুমত তাঁহার সভাসদ্ কবি প্রবর প্রণীত সপত্নী নাটক যাত্রা দেখিতে উৎসুক! অতএব তুমি ত্বরায় সভাকে সন্তুষ্টা করিতে যত্ন বতী হও। আর, সংপ্রতি সুখময় বসন্ত সময় সমাগত। অত এব ইহাঁরা তোমার মুখে একটী বসন্ত সংকীর্ত্তন শুনিতে বাসনা করেন। তুমি বসন্ত বিষয়ে একটু আলাপ কর।

নটী। যে আজ্ঞা আর্য্যপুত্র!।

ত্রিপদী।

কালের প্রধান কাল, আসিয়া বসন্ত কাল,
ধরাপাল হইল ধরায়।
স্বভাবের ভাব যত, হয়ে তারা অনুগত,
অবিরত রাজগুণ গায়॥
কোকিল নকীব বেশে, চরিয়া গগণ দেশে,
দেশে দেশে করিছে প্রচার।
এই সসাগরা ধরা, হলো এবে সুখভরা,
বসন্ত রাজার অধিকার॥

আর কারে করি ভয়, অরি হয় পরাজয়,
সুখময় ভরতের দেশ।
ছিল হিম ভীম বেশী, শিশির তাহার দ্বেষী,
ধরাধরে করেছে প্রবেশ॥
দল মল ছিল বল, কার বলে করে বল,
হত বল করে পলায়ন।
বিপক্ষ পাইলে জয়া, ভূপাল হইলে ভয়া,
সেনাগণ কোথা করে রণ?॥
দিনকর মহাতেজা, দেখিয়া নূতন রাজা,
করেন দ্বিগুণ কর দান।
সুবংশ সম্ভব যারা, অভিমানী নড় তারা,
প্রাণের সমান দেখে মান॥
কৃতান্ত বৃত্তান্ত শুনি, চিন্তারে অন্তরে গুণি,
লভিতে রাজার পুরস্কার।
হয়ে তাঁর আজ্ঞাবহ, গন্ধ বহ গন্ধ বহ,
অহরহ দেয় উপহার॥
কি আর বর্ণিব শেষ, সুখময় হলো দেশ,
অদ্বেষ হইল দেশময়।
করে সবে কুতুহল, ত্যজি হিংসা হলাহল,
দুঃখ দল হৈল পরাজয়॥
আপনি আনন্দ আসি, নাশিল ক্লেশের রাশি,
হাসি হাসি ভ্রমে দিগ্দশ।
কি ভাব হইল ভবে, পশু পক্ষী আদি সবে,
হইল রাজার আজ্ঞাবশ॥

কেহ নাচে কেহ গায়, পাছু নাহি ফিরো চায়,
আগুধায় সুধাইতে বাণী।

(নটীর বসন্ত সংকীর্ত্তন সমাপন না হইতে হইতেই)

সূত্র। প্রিয়ে! সাধু সাধু; অতি উত্তম সংগীত করিয়াছ! প্রিয়তমে! আহা! ঐ দেখ দেখ, তোমার বিধু বদন বিগলিত সংগীত সুধা গ্রহণ করিয়া সভাস্থগণ সকলেই পুলকিত হইতেছেন; তাবতেই নিস্তব্ধ, চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া আছেন! যাহা হউক, প্রণয়িনি! চল চল; এক্ষণে আমরা বিদায় হই; ঐ দেখ কুশীলবেরা কাদম্বিনী, নিতম্বিনীর ও চঞ্চলার বেশ ধারণ করিয়া আসিতেছে।

উভয়ের প্রস্থান।

(জয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর) (১)

(কাদম্বিনী, নিতম্বিনী ও চঞ্চলার প্রবেশ) (২)

চঞ্চলা। (এক যোড়া তাস হাতে করিয়া, হাস্য বদনে)। কোথা লো বড় বৌ? আজ্ বড় যে তোকে আর দেখ্তে পাই না! হোক্ না ভাই; আর কার্ কি কেউ কখন চাক্রী কর্য়ে বাড়ী আসে না? তা হল্যেই কি এত ঘুমুতে হয় লা! মিটে পেল্যেই কি আঁটী শুদ্ধ গিল্তে হয়! সন্ধ্যে হলো যে, তবে আজ্ আর কখন খেল্বি?।

---

(১) বংশজ ব্রাহ্মণ।

(২) প্রতি বাসিনী কুলীন কন্যাগণ, সধবা, কাদম্বিনী জ্যেষ্ঠা, নিতম্বিনী মধ্যমা, চঞ্চলা কনিষ্ঠা, তিন সহোদরা, নিয়ত পিতৃ কুল বাসিনী।

কাদম্বিনী। (সবিস্ময়ে)। সে কি লো! ওমা কোথা যাব মা! দেখ্যে দেখ্যে যে আর বাঁচিনে! বৌ মানুষ, দিনের বেলা এত ঘুম কি লো! তায় আবার দাদা কাল বাড়ী এস্যেছেন! কেমন মেয়্যে লা! ওমাঁ লোকে শুনলে বল্‌বে কি লা! কি বলে, নেঙ্গ্‌ঠকে চেয়্যে নেঙ্গ্‌ঠকে যে দেখে তার বেশী নজ্জা, এ যে তোর তাই হলো লো!।

নিতম্বিনী। (হাসিতে হাসিতে)। রোস্‌ ভাই! রোস্‌, শুধু শুধু ফিরে্য যাওয়া হবে না বোন! আয় আমরা সকলেই গিয়া ওর ঘরের ভেতর গোলমাল করি, দেখি, বৌ ঘুম ভেঙ্গ্যে উঠ্যে আমাদের দেখ্যে জড়সড় হয় কি না?।

মনের কথা বল্‌তে কি ভাই! আজ খেলা হোক্‌বা না হোক্‌, ভূধর দাদা কি এনে্য বৌকে দেয়্যেছে; তা কিন্তু সকল দেখ্‌তে হবে বোন!।

চঞ্চলা }
কাদম্বিনী } একত্র। (গৃহদ্বারের নিকটে গিয়া গৃহমধ্যে দৃষ্টি বিনিবেশিত করিয়াই সবিস্ময়ে।)
নিতম্বিনী }

ওমা ঐ যে দাদা রয়্যেছে লো! কথা কচ্চে নয়?। (জিব কাটিয়া হাসিতে হাসিতে নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে তাড়াতাড়ী গবাক্ষ নিকটে প্রস্থান।)

(শয়নাগার)

---

(১) (ভূধর ও সৌদামিনীর প্রবেশ)।

ভূধর। (সৌদামিনীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বাষ্পকণ্ঠে)। প্রিয়ে ! উঠ উঠ, শান্ত হও, রোদন সম্বরণ কর, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আমি আর তোমার এ দুঃখ দেখিতে পারি না, শিরীষ কুসুমাপেক্ষা তোমার কোমল কলেবর ধূলি শয্যায় কি এ কষ্ট সহিতে পারে ? চল চল, শয্যায় চল, বল বল, কি কারণ এত রোদন করিতেছ :—কি কারণ ধরা শয়ন অবলম্বন করিয়াছ ? ।

প্রিয়তমে ! তুমি তিলার্দ্ধ আমাকে বিরস বদন দেখিলে একেকালে দশদিক শূন্য দেখ, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ কর, কিন্তু এখন আমি তোমার রোদন দেখিয়া এত ব্যাকুল হই য়াছি, চক্ষের জলে বক্ষঃপর্য্যন্ত ভাসিয়া যাইতেছে, অন্তঃকরণ অস্থির হইয়াছে, তথাপি তুমি কথা কহিতেছ না কেন ? হে অভিমানিনি ! কে তোমাকে কি বলিয়াছে ? কে তোমার কি অবমাননা করিয়াছে ? কি জন্যই বা তোমার এ অভিমান জন্মিয়াছে ? বল তো শুনি।

হে মৃদুভাষিণি ! এই মাত্র প্রাতঃকালে যখন আমি শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে যাই, তুমি হাস্য পরিপূর্ণ বদনে প্রণয় বচনে বলিলে, “নাথ ! অনেক দিনের পর তোমার চরণ সরোজ সন্দর্শন করিয়া আমার চিত্ত ভ্রমর চরিতার্থ হইয়াছে,

(১) * জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ও জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রথমা স্ত্রী।

আর তোমাকে তিলার্দ্ধ চক্ষের আড়াল করিতে ইচ্ছা হয় না, প্রণয়িনি! আমিও তোমার মত অধৈর্য্য ও বিহ্বল হইয়াছি, এই মাত্র বাহিরে বসিয়া অনেক দিনের পর প্রিয় বন্ধু বান্ধব গণে বেষ্টিত হইয়া, কত নূতন নূতন প্রস্তাব লইয়া, আমোদ প্রমোদ করিতেছিলাম, হঠাৎ যেমন তুমি আমার স্মৃতিরূপ সিংহাসনে অধ্যাসীনা হইলে, অমনি আমি সে সকল কৌতূহল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কোন কার্য্য চ্ছলে তোমার বদন সুধা-কর সন্দর্শন করিতে আসিলাম।

হে জীবিতেশ্বরি! কোথায় তোমার অধর সুধা পান করিয়া দুর্দ্দান্ত প্রদ্যুম্নের বিষাক্ত বিষম শরজ্বালা পরিহার করিব, কোথায় তোমার শারদীয় জ্যোৎস্নালোকে বিশ্ব সংসার একবারে সুপ্রসন্ন হেরিব, কোথায় তোমার বসন্ত কোকিলা-লাপ বিনির্জ্জিত মৃদুমধুর বয়ান পরম্পরায় পরিতৃপ্ত হইতে থাকিব, না, ততোধিক কষ্ট পাইতে লাগিলাম?। হায় হায়! কি করি; এখন কিসে তোমাকে সান্ত্বনা করি? বলতো।

হে প্রণয় প্রিয়ে! এই দেখ, প্রজ্বলিত হুতাশন শিখাবলী সদৃশ, প্রদীপ্ত বিষধরের দশন বিগলিত বিষবিন্দুর ন্যায়, তোমার বাষ্পবিন্দু আমার শরীর দগ্ধ করিতেছে।

(কোলে লইয়া শয্যার এক পার্শ্বে বসাইয়া)

হে মিতভাষিনি! বল বল, কেন এ বিষম বিষ দহন জ্বলিয়াছে?। এ সময়ে এখানে আর আমার অধিকক্ষণ বিলম্ব করা ভাল দেখায় না, বন্ধু বান্ধবেরা লজ্জা দিবেন, গুরুজনের নিকট নিন্দিত হইব, মাতা, ভগিনী প্রভৃতি গুরুজনও গঞ্জ-

(শয়নাগার)

(১) (ভূধর ও সৌদামিনীর প্রবেশ)।

ভূধর। (সৌদামিনীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বাষ্পকণ্ঠে)। প্রিয়ে! উঠ উঠ, শান্ত হও, রোদন সম্বরণ কর, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, আমি আর তোমার এ দুঃখ দেখিতে পারি না, শিরীষ কুসুমাপেক্ষা তোমার কোমল কলেবর ধূলি শয্যায় কি এ কষ্ট সহিতে পারে? চল চল, শয্যায় চল, বল বল, কি কারণ এত রোদন করিতেছ:—কি কারণ ধরা শয়ন অবলম্বন করিয়াছ?।

প্রিয়তমে! তুমি তিলার্দ্ধ আমাকে বিরস বদন দেখিলে এককালে দশদিক শূন্য দেখ, আহার নিদ্রা পরিত্যাগ কর, কিন্তু এখন আমি তোমার রোদন দেখিয়া এত ব্যাকুল হইয়াছি, চক্ষের জলে বক্ষঃপর্য্যন্ত ভাসিয়া যাইতেছে, অন্তঃকরণ অস্থির হইয়াছে, তথাপি তুমি কথা কহিতেছ না কেন? হে অভিমানিনি! কে তোমাকে কি বলিয়াছে,? কে তোমার কি অবমাননা করিয়াছে? কি জন্যই বা তোমার এ অভিমান জন্মিয়াছে? বল তো শুনি।

হে মৃদুভাষিণি! এই মাত্র প্রাতঃকালে যখন আমি শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে যাই, তুমি হাস্য পরিপূর্ণ বদনে প্রণয় বচনে বলিলে, "নাথ! অনেক দিনের পর তোমার চরণ সরোজ সন্দর্শন করিয়া আমার চিত্ত ভ্রমর চরিতার্থ হইয়াছে,

---

(১) * জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ও জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রথমা স্ত্রী।

আর তোমাকে তিনাক্ষ চক্ষের আড়াল করিতে ইচ্ছা হয় না, প্রণয়িনি! আমিও তোমার মত অধৈর্য্য ও বিহ্বল হইয়াছি, এই মাত্র বাহিরে বসিয়া অনেক দিনের পর প্রিয় বন্ধু বান্ধব গণে বেষ্টিত হইয়া, কত নূতন নূতন প্রস্তাব লইয়া, আমোদ প্রমোদ করিতেছিলাম, হঠাৎ যেমন তুমি আমার স্মৃতিরূপ সিংহাসনে অধ্যাসীনা হইলে, অমনি আমি সে সকল কৌতুহল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কোন কার্য্য চ্ছলে তোমার বদন সুধা-কর সন্দর্শন করিতে আসিলাম।

হে জীবিতেশ্বরি! কোথায় তোমার অধর সুধা পান করিয়া দুর্দ্দান্ত প্রদ্যুম্নের বিষাক্ত বিষম শরজ্বালা পরিহার করিব, কোথায় তোমার শারদীয় জ্যোৎস্নালোকে বিশ্ব সংসার এককালে সুপ্রসন্ন হেরিব, কোথায় তোমার বসন্ত কোকিলা-লাপ বিনির্জ্জিত মৃদুমধুর বচন পরম্পরায় পরিতৃপ্ত হইতে থাকিব, না, ততোধিক কষ্ট পাইতে লাগিলাম?। হায় হায়! কি করি; এখন কিসে তোমাকে সান্ত্বনা করি? বলতো।

হে প্রণয় প্রিয়ে! এই দেখ, প্রজ্জলিত হুতাশন শিখাবলী সদৃশ, প্রদীপ্ত বিষধরের দশন বিগলিত বিষবিন্দুর ন্যায়, তোমার বাষ্পবিন্দু আমার শরীর দগ্ধ করিতেছে।

(কোলে লইয়া শয্যার এক পার্শ্বে বসাইয়া)

হে মিতভাষিণি! বল বল, কেন এ বিষম বিষ দহন জ্বলি-য়াছে?। এ সময়ে এখানে আর আমার অধিকক্ষণ বিলম্ব করা ভাল দেখায় না, বন্ধু বান্ধবেরা লজ্জা দিবেন, গুরুজনের নিকট নিন্দিত হইব, মাতা, ভগিনী প্রভৃতি গুরুজনও গৃহ-

জনেরা চারিদিকে রহিয়াছেন। (ক্ষণকাল স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া)। ঐ বুঝি, প্রিয় বয়স্যেরা রহস্য করিতেছেন, শীঘ্র গিয়া প্রিয় সম্ভাষণ করি, কিন্তু প্রিয়ে! তোমার আজ্ঞা না পাইলে যাইতে পারি না, বল বল, আর যাতনা দিওনা।

নিস্তারিণী। (গবাক্ষ ব্যবধানে দাঁড়াইয়া কাণে কাণে)। দিদি, দেখ্লি ভাই! দেখ্লি? কেমন ভাতার দেখ্লি? আহা! স্বামী কেমন নামগ্‌গিরী দেখ্ দেখি বোন! এমন না হলে কি ঘর ঘরকন্না কর্‌্যে সুখ জন্মে, না, ভাতার বল্যে সাধ মেটে? আহা! হাই ভুল্‌লে হাত পাতে না? পোড়া কপাল, ভাতার বল্যে কি এক দিন চক্ষেও দেখ্‌তে পেলুম না! যে যেন মিটায়? আজন্মকালটা কেবল বাপের বাড়ী দাসীপানা কত্তে কত্তেই মারা গেলোম! তাই বলি, বলি বোন! যার পূর্ব্ব জন্মে তপস্যে ভাল হয়, সে না হল্যে কি এমন মনের মতন স্বামী পায়?।

দিদি! আর বল্‌বো কি? অমনি গুমুর্‌্যে গুমুর্‌্যে মর্‌্যে যাচ্ছি।

জানিস্‌তো ভাই! সব্বাইকেরি তো এই এক দশা। পোড়া বল্লুম, মর, কি বলে গা, বল্লেন, না, দূর হোক্, (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) না ভাই! নামটা ভাল মনেহচ্চে না, ঐ যে পুরুষ গুলো কি বলে, কি একটা যেন পুর্‌্যো বাঙাল থলীধরা মর! সে আবার রাজা হয়েছিল ঐ বোদ্যাটা না, মর্‌বে, আমাদের না এ যন্ত্রণা হবে, বল্‌বো কি বোন! যেন টাঁড় বকুনের মতন ঘুর্‌্যে ঘুর্‌্যে মরে গেলোম! মেয়্যে মানুষের প্রাণে কি এত সয় গা;।

মর্, তখনকার পরমেশ্বরও কি এত কানা ছিল না! যে এমন সোণার ইঙ্গ্রেজ্‌রা থাক্‌তে কোথাকার অমলটাকে আহা! এত বড় এক দেশের রাজা কর্য়ে দেছিল! মর্, বল্‌তে লজ্জা পায়! যাব কোথা মা! পোড়া রাজারও কি কখন এমন হুকুম বের্ হয় গা! যেঁ একটা পুরুষের পঞ্চাশ টা, ষাট টা, এক্‌শটা মাগ, আর কেউ কোপ্নী আর আপ্‌নি, লোটা আর সোটা নিয়্যে ঘুর্য়ে ঘুর্য়ে মরুক! এমন পোড়া রাজার মাথায় বজ্রাঘাত পড়ুক, মর্, হাসিও পায় দুঃখও ধরে।

বাবাকে আর বল্‌বো কি, একটা পরমান্নচাটা নেশা-খোর বায়াত্তুরের হাতে পড়্য়ে জন্ম কালটা মিথ্যা নষ্ট কল্লেম বোন! ইহকাল পরকাল দুটো কালই খোয়ালেম। যার লক্ষীশ্রী না থাকে, সে কি কখন স্ত্রী কেমন সামগ্‌গিরী তা চিন্ত্যে পারে? । আহা! দেখ্‌লি নে ভাই! দাদার মুখখানী এক্‌কালে যেন তুল্‌সী পাতা হয়্যে গেলো না, যেন কেঁদীয়্যে পড়্য়ে গেলেন।

চঞ্চলা। (হাসিতে হাসিতে)। দিদি! শুন্‌লি, নিতু যেন এক্‌কালে খেপ্যে উঠ্‌লো মা, ওর আগুন জ্বল্যে উঠ্যেছে, ও আর থাক্‌তে পারে না, ওমা! চেনা দায়! নিতুতো সা-মান্যী মেয়ে নয়! এখনি কি বল্‌তে কি বলে, না জানি, আবার কবে কি কত্তে কি কর্য়ে বসে দেখ্ ভাই!।

ছি ছি! ওমা! যাব কোথা মা। কি পোড়া! আ মর্। ওছুঁড়ি! ওলো! ও যে দাদা হয় লো! ও কি বলিস্! দিনে কেন সিঁধ, না, গেচ্‌কা ভারী, এ যে তুই তাই কল্লি লা!।

নিতম্বিনী। (কিঞ্চিৎ রাগোন্মুখী হইয়া)। যা ভাই! তোদের মেনে কেমন রোগ, কেবল ছল ধাত্তেই শিক্যেছিস্, তোদের জ্বালায় যে কথা কওয়াই দায় হলো! আমি কি বল্লুম, তা হোক্ না দাদা, কথা বল্‌তেও কি এত দোষ! তোরা বড় মুখড় মেয়্যে ভাই যাঃ!।

কাদম্বিনী। (সক্রোধে, আস্তে আস্তে)। আঃ, চুপ কর্ না, শুন্তে দেনা না! ছুঁড়ী গুলো যেন এক্‌কালে মেত্যে উঠ্যেছে।

সৌদামিনী। (অল্প ঘোম্‌টা টানিয়া, সজল নয়নে)। কি বল্‌বো ভাই! বল্‌বার কি আর কথা রেখ্যেছ, সব্ ফুরুয়্যে গ্যেছে, তা এখন মৈলেই বাঁচি, আর কি বাঁচ্‌তে সাধ্ আছে? এ অভাগীর আর কে আছে ভাই! তা কাকে কি বল্‌বো বল? পূর্ব্ব জন্মে যেমন তপস্যা কর্য্যে এস্যেছি ভাই ভুগ্‌তে হবে, বিধাতার কলম, পোড়া কপালে তিনি যা আঁচ্‌ড়্যে রেখ্যেছেন, তা কি কেউ নয় কত্তে পার্‌বে, ভাই! তা বল্‌বো কি হাতের পোছে, পায়ের পোছ, কপালের তো পুছ্‌বার নয়! তা তোমার কি দোষ দিব বল? (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে২)। হা জগদীশ্বর! হা বিশ্বনাথ! হা দয়াময়! হা করুণানিধান? তোমার মনে কি এই ছেলো!।

অভিপ্রায়।
চৌপদী।

পৃথিবীর সুখ, আমাতে বিমুখ, কহিতে সে দুঃখ,
শোকানলে জ্বলে বুক।
বিষধর ধরি, বিষপান করি, আহা! মরি মরি,
হইয়া রয়েছি মূক॥

সুধার আশয়, মথে সুধাশয়, দেবাসুর চয়,
লয়ে মথনী গিরীশ।
কারু ভাগ্যে সুধা, নিবারিল ক্ষুধা, জিনিল বসুধা,
কাহারো কপালে বিষ॥
ছিল আশা মনে, ধনী হব ধনে, প্রিয় পতি সনে,
সুখে রব দিবারাতি।
ঘুচিল সে সব, হইলাম শব, রটিল কুরব,
জ্বলিল বিষের বাতি॥

(এই ভাবিয়া অধোবদনে রোদন।)

ভুধর। (ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ধুতি ধরিয়া।)

কেন; কেন? কি হয়েছে? কি হয়েছে? হর বুঝি ঝক্‌ড়া করেছে? মা কি কিছু বকেছেন? বল না? বল না? সব ভেঙ্গে বল না? যাদু শুনি? ছিঃ! অমন করিয়া কি কান্দিতে আছে?।

সৌদামিনী। (দ্বিগুণ অভিমানিনী হইয়া, একটু ঘোমটা টানিয়া, রোদন করিতে করিতে)। কাঁদ্‌বো কিসে ভাই! আমার কে আছে, তা কার কাছে কাঁদ্‌বো। ঝক্‌ড়া কেন হবে! যেমন তপুস্যা করে এস্যেছি, ঝক্‌ড়া কল্লে আর কি হবে বল? কারু ভালতেও থাকিনে, কারু মন্দতেও থাকিনে, তা ঝক্‌ড়া হবে, পর্‌মেশ্বর যেমন রেখ্যেছেন, তেম্‌নি আছি, কার জন্যে ঝক্‌ড়া কর্‌বো বল, ঝক্‌ড়ার সে সব ফুরিয়ে গ্যেছে, বিধাতা সৈতে করেছেন, সচ্ছি, তা আর বল্‌বো কি, মেয়ে জাত ছার জাত, দশ হাত কাপড়েও নেঙ্গ্‌টো, বুদ্ধি শুদ্ধি নিয়ো,

তা থেকেও নেই, শুন্যে অব্দি অমনি প্রাণটা যেন ধড় পড় করে উঠতেছে, আর চুপ্ করে থাক্‌তে পালুম না, তাই বস্তেং কাঁদেছিলুম। তাই বলি, বলি হে বিধাতা! তোমার মনে কি এই ছেলো!।

পোড়াকপাল! কে আছে ভাই! কোথা যাব, কাকে বল্‌বো, বড় মানুষের ঘরে জন্মেছিলুম বটে, বাপ বড় মানুষ, এক জন মান্য গণ্য নোক ছিলেন, তা মিথ্যা নয় কিন্তু আমার নিতান্ত পোড়া কপাল! পর্‌মেশ্বর তাও সব্ কি রেখেছেন! মা নেই! বাপ নেই! তেমন একটা বোঁন নেই! যে সেখানেগে পাঁচ দিন জুড়ুয়ে আসি! শস্তুরের মুখে ছাই দিতে ভাই বড় মানুষ ভাগ্যমন্ত নোক বটেন, তা কি অভাগীর! সেখানেও সুখ আছে? এখনকার বৌয়েরা কি ভাই! ভাই রাখে?।

তোমরা পুরুষ মানুষ, নিষ্ঠুর জাত, সব্ কত্তে পার, আজ আমাকে ফাঁকী দিতে বসেছ, তা বোস, কিন্তু তোমার সঙ্গে তো আর আমার আজকার এক দিনের আলাপ নয়, সকলি জান, ভাই! তিনি কি এমাগাদ এক দিন একটা কাগের মুখেও তত্ত্ব করে পেঠোছেন? যে কথা থাক্‌বে!।

ভূধর। কেন? কেন? এত হাড়ভাঙ্গা খেদ কেন? তুমি কার মুখে কি শুনেছ?।

সৌদামিনী! শুন্‌বো কি আর ছাই! যা শুন্‌লুম, তা কি আর তুমি জান না? যার বে তার মনে নাই, পাড়াপড়সীর ঘুম্‌ নাই কামাই, এও কি কখন হয়ে থাকে? তা

আর কি বল্‌বো? তুমি সুখে থাক্‌লেই ভাল, তাই আমার সুখ। তবে মনটা কেমন কেমন করে, নিতান্তই প্রবোধ মানে না, তাই সকল দিক্ একবার২ ভাব্‌তে হয়, সব্ রকমই দেখ্‌তে হয়।

(একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অধোবদনে রোদন করিতে করিতে মনে মনে।)

হে বিধাতঃ! তোমার মনে কি এই ছিল! এই নিরাশ্রয় হতভাগিনীকে সংসার আশ্রমের সুখ সম্ভোগ হইতে এতকালে বঞ্চিত করিলে? হায় হায়! পূর্ব্ব জন্মে কতই দুষ্কৃতি করিয়াছিলাম, বলিতে পারি না, তাহাতেই এই যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ পাইতে হইল। হে দয়াময়! এ অভাগিনীর প্রতি দয়া করিয়া তাহা কি মার্জ্জনা করিতে নাই! এমন কন্দর্পের মত পতিরত্ন দিয়াও পুনর্ব্বার পথের ভিখারিণী করিলে! হায় হায়! যে শক্রটা, দুর্দ্দান্ত কালস্বরূপ বদন বিস্তার করিতেছে, দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। হে বিশ্বনাথ! তোমার অপার মহিমা, বুঝিতে পারে, সাধ্য কার।

অভিপ্রায়।

পদ্য।

হইয়া সদয়, ওহে দয়াময়, হইলে নির্দ্দয়,
কেন না এবে।
অবলার গতি, দিয়া হেন পতি, করিলে দুর্গতি,
মরিনু ভেবে॥

পিতা মাতা ভাই, অন্য কেহ নাই, বল কোথা যাই,
করুণাময়।
শুনিতেছি যত, হই জ্ঞান হত, সব, বল কত,
দেহে না সয়॥
ননদিনী কুড়ী, করি দুড়াদুড়ী, মারিতেছে তুড়ী,
এখনি হেন।
পরে ঠাকুরুণ, হইয়া বিগুণ, করিবেন খুন,
বাঁচিব কেন?॥
যত প্রতিবাসী, অনলের রাশি, সব সর্ব্বনাশী,
বসিবে মেলি।
হাসিবে যখন, জীব কি তখন, বলিবে কেমন,
ভাতার পেলি?॥
হেন পোড়া দেশে, রমণীর বেশে, জন্মেছিনু এসে,
মরিনু জ্বলে।
হেন অবিচার, না হেরি রাজার, কোন দেশে আর,
জুড়াই মলে॥
এদেশের নরে, যত মনে ধরে, তত বিয়ে করে,
বারণ নাই।
ভাল বাসে যারে, তোষে শুধু তারে, অন্য বনিতারে,
বাসে বালাই॥
রমণীর বেলা, সকলের হেলা, নাহি সেই খেলা,
সবাই কাল।
মরিলেও পতি, তবু নাহি গতি, ভুগিবে দুর্গতি,
জীবন কাল॥

এমন আচার, বলিব কি ছার, কোন দেশে আর,
না শুনি কাণে।

বাঙ্গালির ঠাট, হেয়ো হই কাঠ, নাটুয়ার নাট,
না সয় প্রাণে॥

ভূধর। (মনে মনে) কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য! শাস্ত্র কর্ত্তারা যথার্থ আজ্ঞা করিয়াছেন "মন্ত্রণা ষট্‌কর্ণ হইলে আর তাহা কোন ক্রমেই গোপনে থাকে না।" আমার দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের ব্যাপার ইতোমধ্যেই ইহার কর্ণগোচর হই-য়াছে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে রহস্য বাক্য দ্বারা ইহাকে এক রূপ সান্ত্বনা করিয়া বাহিরে যাইতে পারিলেই বাঁচি। ("হাঃ হাঃ হাঃ" একটা হাস্য করিয়া, প্রকাশে)। ভাই! এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, তাই কেন ভেঙ্গে বল না যাদু!। বাবা আমার আর একটা বিবাহের নিমিত্ত উদ্যোগ করি-তেছেন, তুমি বুঝি তাই শুনিয়া এত দুঃখ করিতেছ। ("হাঃ হাঃ হাঃ" হাসিয়া)।

হইবেইতো না হইবে কেন? তা না হইলে মেয়ে মানুষ দশ-হাত কাপড়ে উলঙ্গ বলিবে কেন? হারে পাগল! বাবা যেন সম্বন্ধই করিলেন, তিনি তো আর আমার হয়ে বিবাহ করিতে পারিবেন না, তা তো আমাকেই করিতে হইবে?। ("হাঃ হাঃ হাঃ" হাস্য করিয়া)। যাও, যাও, এখন গৃহস্থলীর কর্ম্মকাণ্ড দেখ, অনেকক্ষণ বিলম্ব হইয়াছে, আমিও এখন বাহিরে চলিলাম।

(থুতি ধরিয়া হাসিতে হাসিতে।)

পত্ত।

ছিছি ছিছি মিছামিছি ভেবো না রে, ভেবো না।
অকূল অসুখ নদে নেবো না রে, নেবো না॥
মিছাছলে ঘোলাজলে গেবো না রে, গেবো না।
বিফল বিবেক মীন চেবো না রে, চেবো না॥
বিচ্ছেদ কণ্টক বনে যেও না রে, যেও না।
শুনিয়া পরের কথা তেও না রে, তেও না॥
অভিমান সরোবরে নেও না রে, নেও না।
চটাচটী মাঠে এত ধেও না রে, ধেও না॥
নবীন প্রেমের ফল খেও না রে, খেও না।
বিরাগ বিষম তরি বেও না রে, বেও না॥
বিরস কুযশঃ গান গেও না রে, গেও না।
থেক্যো থেক্যো রাঙ্গা চক্ষে চেও না রে, চেও না॥

(পুনর্ব্বার থুতি ধরিয়া, হাসিতে হাসিতে।)

যাই যাদু! তবে এখন বাহিরে যাই? আমার খেলানা শতরঞ্চ যোড়াটা কোথা? দেও তো, যাইয়া একটু খেলি।

(শতরঞ্চ লইয়া বাহিরে প্রস্থান)

(কাদম্বিনী, নিতম্বিনী ও চঞ্চলা গৃহ প্রবেশ করিতে করিতে)

চঞ্চলা। (হাসিতে হাসিতে)। কোথা লো বড় বৌ! কি কচ্ছিস্?।

নিতম্বিনী। (ঈষৎহাস্য বদনে)। আজ্ খেল্‌বি না?।

কাদম্বিনী। (হাসিতে হাসিতে)। ওর বুঝি কিছু অসুখ কর্য়েছে, তাই শুয়ো রয়েছে।

(বলিতে বলিতে গৃহ প্রবেশ)

সৌদামিনী। (ব্যস্ত সমস্ত হইয়া)। এসো দিদি! এসো, এসো বোন! তাই মনে কত্তেছিলুম বলি বেরো না কার শাড়া পাচ্ছি। পোড়া কপাল ভাই! নিচ্চিন্দী হয়্যে তাই কি দুদণ্ড ঘুমুতে পারি! ক দিন দেখি নাই তাই বোন! বিছানাটায় যেন এক্‌কালে একহাঁটু ধূলো হয়্যে রয়্যেছিল, তাই ভাই! ঝাড়্‌তে ছিলুম।

চঞ্চলা। (হাসিতে হাসিতে)। এখন বেশ করো ধুলো ঝাড়া হয়্যেছে তো।

নিতম্বিনী। (হাস্যবদনে)। অনেক দিন দেখা শোনা না থাক্‌লে কি আর ভাই! ও সকল পরিষ্কার থাকে? ও সব হলো তাক্‌ তম্বিতের সামগ্‌গিরী, তা, না দেখ্‌লে এক হাঁটু হয়্যে থাক্‌বে বৈ আর কি।

কাদম্বিনী। হাঁলা বড় বৌ! আজ্‌ বড় যে তোর মনটা অমন কেমন ভার ভার দেখ্‌ছি, একবারও হাসিস্‌ নে, ভাল করে কথা কোস্‌ নে, যেন আনমনা আন্‌মনা হয়্যে রয়্যে-ছিস্‌, শরীরে আর তেমন ফূর্ত্তি নেই, তুই তো এমন মেয়্যে নোস্‌ লা! তোর কাছে বল্লে, ভাল দেখায় না, আহা! তোকে দেখ্‌লে চক্ষের মহাপাতক পালায়, ভাবনা চিন্তা দুর হয়, পুত্র শোক পালিয়্যে যায়, তা, বোন! আজ্‌ বড় যে তোর কেমন২ রকম দেখ্‌ছি লা!। ওমা! চোক্‌ দুটো যেন পাকা করঞ্জার মতন কর্‌য়্যেছিস্‌, ফুলো ফুলো হয়্যে উঠ্যেছে, আহা! তোর মুখের পানে তাকাবার যো নাই! কেন লা! কি হয়্যেছে বল দেখি? ঝকড়া কর্‌য়্যেছিস্‌ না কি?।

চঞ্চলা। ও তো আর তোমাদের মতন নয়! যে ওর রেত্যে ঘুম কুলোবে না, ও, সারারাত মড়ার মতন পড়্যে কেবল ঘুমোই তো? কাল্ই যেন দাদা বাড়ী এস্যেছেন, তা, হোক্ না! অমন কর‍্যে কি বৌ মানুষকে লজ্জা দিতে হয় গা! তোরা মেনে বড় দুরন্ত মেয়্যে ভাই!।

নিতম্বিনী। (গালে হাত দিয়া সবিস্ময়ে।) ও মা! চণ্ডী বলে কি লো! আমরা আবার দুরন্ত মেয়্যে হলুম কি কর‍্যে লা! ওর ভাই! এই একটা বড় খোয় দেখ্ছি, মিছেমিছি পরের কথা টেন্যে নিয়্যে আপ্নার গায়ে মেখ্যে ঝকড়া করে; ও মা! আমরা কি কারুও রাজ্জাগ্‌দে বারণ কল্লুম নাকি লো! যে তুই যা মুখে বেরুলো হুড়্ হুড়্ কর‍্যে অতগুলো কথা বল্যে কেল্লি, যেন হাউয়্যের মতন আকাশমুখো হয়্যে তম্বুরীয়ে এত রেগ্যে উট্লি, ভুঞে বাড়ী যাত্তে কি এতই গুনগার চম্‌কুলো লা! তুই বড় আগুন ঝাপা মেয়্যে হয়্যেছিস্!।

চঞ্চলা। (সক্রোধে, কাদম্বিনীকে সম্বোধন করিয়া।) দিদি! দেখ্লি, শুন্লি ভাই! দেখ্লি, নিতুর রকম দেখ্লি তো, ওর কাছে কথা বলাই বিষম দায়! ও, কথায় কথায় এক্ কালে যেন ঢাল খাঁড়া ধর‍্যে উঠে, অমন আঁতে ছুরী মের‍্যে কথা বল্‌তে কি আর কেউ পার্‌বে, আমার মুখ্‌টো যেন বাধু বাধু কত্তেছে, কিন্তু না বল্লেও থাক্‌তে পারিনে, নিতী বড় বেড়্যে উঠেছে বোন! ওর আর সওয়া যায় না, হাঁলা! আমিই কি এত রাজ্জাগি! তোরা কেবল আমারি কি এত রাজ্জাগা রোগ দেখ্ছিস্! অক্লেশে অতগুলো কথা শুনিয়্যে দিলি, মুখে এক্‌কালে যেন খৈ ফুট্যে উঠ্লো, একটুকুও কি

আগচাগ, চক্ষু নজ্জা রাখ্‌তে নেই না! রাগে সব বেরেয়ো পড়ে, কিন্তু ঘরের কথা বের কত্তে গেলেই প্রাচি--।

কাদম্বিনী। (চঞ্চলার কথা শেষ না হইতে হইতেই)। থাক্‌ থাক্‌, আর কঁদোলে কায নেই, আর মদ্দানী কত্তে হবে না, তোরাই মেনে সব বড় বুজ্‌দার মেয়ো হয়োছিস্‌! বাজে আসিণ আ-মর ছুঁড়ীগুনো! হাদে রণে মাদ্‌লে কি আর জ্ঞান গোচর থাকে না না! কি বল্‌তে কি বলিস্‌, কি কত্তে কি করিস্‌, তার কি আর আগাও দেখ্‌তে নেই পাছতলাও ভাবৃতে নেই। আ-মর্‌, থুব্‌ড়ো হতে চল্লি, ছেলে রাখ্‌লে--(স্বগত) মরি! রাগে কি বল্‌তে কি বল্যে ফেল্লি, চারি দিকে শত্তুর। (সৌদামিনীর মুখের প্রতি চাহিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রকাশ) ভাতারন্যে ঘর কন্না কল্লে, আজকে ছেলে রাখ্‌তে জারগা কুলুচ্ছে না।

বাবাকে আর কি বোল্‌বো; পোড়া কপাল্যে কটা মেয়ে, আহা! সব্‌ মেয়োতো নয় যেন চাঁদের হাট, চেয়্যে দেখ্‌লে শত্তুর ফেট্যে মরে, আপ্‌না আপ্‌নি রূপের গৈরব কত্তে নজ্জা হয় বোন। তবুও কথার অভ্যেসে বের য়্যে পড়্‌লো, তা যা হোক, সব্‌গুনোরি ঐ এক দশা কর্য়ে রেখোছেন বৈ তো নয়, কারুই তো আর ভাস্তি রাখেন নেই। তোদেরি বা আর বল্‌বো কি; একে বয়েস কম, কাঁচা মেয়ো, তায় আবার বয়েলে তো কখন শ্বশুর বাড়ীর মুখ দেখ্‌তে হলো না, ভাতার কেমন সামিগ্রী তা তো জান্‌লি না। যে ধীর হবি, জ্ঞান শেখ্‌বি, সব্বদিক্‌ ভালো দেখাবে, খণ্ড কম্মে মন পড়বে।

বাপের বাড়ী, দিন রাত তো বাছ নাই, সারা বেলা এ বাড়ী ও বাড়ী করেয় বেড়াস্, কেবল রঙ্গ নিয়ে্য থাকিস্ বৈ তো নয়? । সব হলো সম্পক্ক ভাল, পাড়ার সব পুরুষ গুনো, কেউ হলো দাদা, কেউ হলো ভাই, কেউ হলো জ্যেঠা, কেউ হলো খুড়ো, কেউ হলো ভগ্নীপোত, কেউ হলো ঠাকুরদাদা, কেউ হলো মকর বাপ, কেউ হলো পড়ো দাদা, আর কত বলবো, এই রকম হলো সকল, পাড়ার সকল ছোঁড়াগুনোও হলো এই রকম সম্পর্ক ভাল, কারু কাছে যেতে তো নজ্জা হয় না? কারু সঙ্গে কথা কৈতেও তো সরম কত্তে হয় না? নোকে দেখ্‌লেও তো কলঙ্কের ভয় নেই? তা, কি করেয় জ্ঞান শিখ্‌বে বলো, সোমোত্ত মেয়ে, এত পুরুষ ঘেঁশা হলে তার আর কি আগ্ ঢাগ থাকে, না, ভাস্তি আছে।

আ-মর্, ছুঁড়ীগুনোকে নিয়ে্য এত দিন দিবেনিশি যেন পাখী পড়ান কল্লোম, হাদে হতভাগীরা তবুও কি মানুষ হলো না গা!। মর্, বল্‌তে নজ্জা, একটুকুও কি ভাব্‌তে নেই লা! কুলীনের হাতে পড়েয় ছিস্, তায় আবার পোড়া কপাল! সেটা এক দশগণ্ডা, আর, এক নটা, এখানে ও খানে করেয়, এ দেশ ও দেশ নিয়ে্য, সব শুদ্ধ এতগুনো ব্যে করে মরেয়ছে, ওমা বলতে নজ্জা! মর্, তাতেও আবার সেটার মদ আবার রাঁড়ের খরচ কুলয়নি বল্যে, ওমা! শেষ্‌কালে আবার একটা ডাকাতের দলে মিশে গ্যিয়েছে, পোড়া কপাল মা! তাতেও আবার ধরাপড়্যে আজন্মকালটা ঐ কি বলে? সরকারী শ্বশুর বাড়ীতে (কারাগারে) খেটো মত্তেছে, ভাতার কেমন সামি-গ্‌গিরী তা কখন চোকে দেখ্‌তেও পেলি নে, ভদ্রনোকের

ঘরের মেয়ে, বাড়ী থেকে বেরুলে কলঙ্ক, বাপের বাড়ী জন্ম কালটা হলো পর নিয়ে বিস, পর নিয়ে কারবার, তাতে এত মুখ আলগা হলে কি কথা চলে না! না, এত চটা, এত রাগাল হলে প্রাণে বাঁচবি? বুক ফাটে তবু কি মুখ ফাটবে না!।

তা বোন! ওদের যত বল, চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী, সকলি বালির বাধ। তুই চুপ করে থাক্ ভাই! ওর কথায় কাণ দিস্ নে, ও, যা বকে বকুক, আমি ওকে আর বুজুতে পারি নে বোন। ও, ভাল বল্লে মন্দ বোঝে, খেতে বল্লে যেন মাত্তে যায়, কেমন রাগ করে, দেখিস্ দেখি বোন! মা শুনলে এখন খণ্ডপ্রলয় কর্ব্বেন, তিনি তো এমন হেজী পেঁজী গিন্নী নন, তা চুপ্ করে থাকবেন, যে যা কর লেবেন। কি করবো বোন! তোমরা সব হলে সমান, কাকে কি বল্‌বো বল, আমি আর পারি নে।

(কিঞ্চিৎ রাগত হইয়া) হেঁ লা।

অভিপ্রায়।

পদ্য।

—

যত বলি, ধীর হ, তবু বোধ, হয় না?।
কারু কথা কারু গায়ে, ফোস্কা হয়, সয় না?॥
যাকে বলো, ভাল করে, দিতে দিব, গয় না।
লেজে গুজে, হইতেছ, শতমুখ, মর না?॥

আমরা যাই, মানী লোক, লোকে কিছু, কয় না।
কোন দিকে, কোন কাযে, কিছু তাই, বয় না॥
লোকে শুন্যে, কবে কিলো, মনে ভয়, হয় না।
হাল্কী হলে, কুলীনের, জাতিকুল, রয় না॥

সৌদামিনী। (চক্ষুঃ মার্জ্জনা করিতে করিতে, সবিষাদে।)

আর ভাই! ওদের ওকথা মিছে বল, ওরা অজ্ঞান ও সব তো বুঝ্‌বে না বোন! তা, ওদের বল্যে কেবল ছুন্দবনে মুক্তো ছড়ান, অরণ্যে রোদন, মুখ নষ্ট করা হয় বৈ তো আর কিছু নয়? তা, ওদের মিছে বল, ওদের এ কাণ্দ্যে বল ও কাণ্দ্যে বেরয়্যে পড়ে, জ্ঞান হলে কি এত করো বুঝ্‌তে হয় বোন! ও সব যে যার আপ্‌নি বোঝে।

বাবাকেই বা আর বকলে কি হবে বল, তিনি কি কর্‌বেন! বোন! ও সব যে যার অদৃষ্টের লেখা, তা কি কেউ নয়্‌ কত্তে পারে? তা, তাঁকে মিছে বকা। এই বোজ্‌দিগি বোন! তোমরা তো সব যেন কুলীনের ঘরে জন্মেছিলে, তায় আবার অমন রকম একটা বাউন্তুরে পোড়াকপাল্যে হাড়হাবাত্যের হাতে পড়্যেছিলে ভাই! তাই দিবে নিশি এত জ্বল্যে মচ্ছ, এত খেদ কচ্ছ, আমার বাবারা তো আর তেমন নন, আমাকে তো আর অমন রকম কুলীনে কত্তে যান নি, কেবল ভাল ঘর আর ভাল বর দেখ্যে বংশজে করো্যেছিলেন, তা বোন! তবে আবার আমার কেন অমন রকম কপাল মন্দ হতে চল্লো, আমি আবার কেন তবে তোমাদের মতন ঐ বিষম পোড়ায় পুড়তে চল্লুম।

তাই শুন্যে অব্দি প্রাণটা যেন কেমন কেমন জ্বলো জ্বলো উঠ্‌তেছে, কিছু আর ভাল লাগ্‌তেছে না বোন ! কি কর্‌বো বল ; তাই বস্তেং কাঁদেছিলুম।

চঞ্চলা। (বিস্মিতা হইয়া) সে কি লো ! তোর আবার ও কি বলিস্ ! ভূধর দাদা আবার ব্যে কর্‌বেন নাকি লো ! ওমা যাব কোথা মা ! শুন্যে শুন্যে যে আর বাঁচিনে ! ।

নিতম্বিনী। (বিস্মিতা হইয়া)। সে কি লো ! তাই বুঝি তখন অত করো ঝক্‌ড়া কত্তে ছিলি ? ওমা ! তবে যে তোর এখুনি মরা ভাল ! জানিস্ নে বোন ! সে পোড়া কি সামান্যি পোড়া ! বিষম পোড়ার পোড়া ! তা কি তুই সৈতে পাব্‌বি না ! অম্‌নি আত্মঘাতী হয়ো মরো যাবি ! বেঁচোছি বোন ! আজন্মকালটা বাপের বাড়ী যা ইচ্ছা করো কাটাচ্চি, অমন ভাতার সুখে কায্ নেই দিদি ; বেশ আছি, সতিন থেক্যেও নেই, সে জ্বালায় যে জ্বল্‌তে হলো না বোন ! তাই পরম ভাগ্যি।

কাদম্বিনী। (সবিস্ময়ে)। সে কি লো বড় বৌ ! সত্তি বল-ছিস্ নাকি ? তুইও কি আবার আমাদের মতন হলি নাকি লো ! কেন বল্ দিগি ? তোর ভাতারের তো ভাই আমাদের মতন অমন লাভের ব্যে নয়, নোক্‌সানের ব্যে, তবে কেন বল দিগি এমন হলো ? তোকে বুঝি মনে মনে ভূধর দাদা দেখ্‌তে পারেন না, তাই বুঝি মনের মতন আবার একটা ভাল দেখ্যে ব্যে কর্‌বেন, কল্‌কাতার চাক্‌র্যে ভাতারের মেগেদের ভাই ! এই একটা বড় বিষম পোড়া ! পোড়া খান্‌কীগুনো ভাই !

সবার মন খারাপ করো দেয়, হাজারও ভাল হও ভাল্ লাগে না, এটা, ওটা চেয়ে বেড়াতে ইচ্ছা করে।

সৌদামিনী। (বিষণ্ণ বদনে)। তা কেমন করো জান্‌বো বল বোন! শুন্তে পাচ্ছি নাকি কোথা সম্বন্ধ হচ্ছে, শীগ্‌গির করো বে করবেন। পোড়া পাড়া পড়্‌শী বোন! সব নাকি এক্‌কালে ভেঙ্গো পড়েছে, শ্বশুর শাশুড়ী ননদ এরা তো সকল যো পেয়েছে বোন! তা নেচো উট্‌বে না কেন বল!

আমাকে তো ওরা কেউ দুচক্ষে দেখ্‌তে পারে না, এক্‌কালে বিষ নয়নে দেখেছে, বলে কি, বলে, বৌটো বড় দুরন্ত মেয়ে মা, কি ওষুধ করো কন্‌তাকে কি আর রেখেছে, এক্‌কালে ঘোরা দোচ্চে,। তা বোন! আমি তো ও সব কিছু মনে জানেও জানি নে, কে জানে দিদি! কাকে বলে ওষুধ, তা আবার কেমন করো কত্তে হয়!।

(১) (রমাকান্ত বিদ্যাবাগীশের অন্তঃপুর।)

(২) (হরমোহিনী। (উচ্চৈঃস্বরে) কোথা গো কাদম্বিনি নিতম্বিনি! চঞ্চলা! তোরা সব কোথা গেলি গো! কি কচ্ছিস্? বাড়ী কি আস্‌তে হবে না? অমন করো পাড়া বেড়ালে কি পেট ভরবে না! সন্ধ্যা হলো যে! শীগ্‌গির আয়, শীগ্‌গীর করো আয়!।

(জয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর)

কাদম্বিনী। (ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, সৌদামিনীর প্রতি)। যাই ভাই

---

(১) কুলীন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, নিকট প্রতিবাসী।

(২) রমাকান্ত বিদ্যাবাগীশের স্ত্রী।

আজ্ আসি বোন! কাল্ সকাল্ সকাল্ করো্য আস্‌বো তখন, এখন চল্লুম, মা আবার বেজার হবে। আয় লো নিতু! আয় লো চলি! বাড়ী যাই আয়, সন্ধ্যা হলো।

(সকলের প্রস্থান।)

(রমাকান্ত বিদ্যাবাগীশের অন্তঃপুর।)

(কাদম্বিনী, নিতম্বিনী ও চঞ্চলায় প্রবেশ।)

কাদম্বিনী। কেন গা মা! বড় যে এত তাড়াতাড়ী করো্য চেচীয়্যে ডাক্তেছিলি? কেন মা!।

হরমোহিনী। ডাক্‌বো না গা! সারাদিন কি তোরা অমন রকম করো্য কেবল খেল্যো্য খেল্যো্য বেড়াবি, আমি হলুম বুড়োমানুষ, সংসারের ছুটো আলে আশ্রে দেখ্‌লে হয় না! কি গা!। ঐ তোর পড়ো দাদা এয়্যেছে, কি বলে শোন্‌গ্যে যা।

কাদম্বিনী। (আহ্লাদিতা হইয়া)। কোথা পড়ো দাদা মা! কোথা গা! কখন এয়্যেছে! সে না বাড়ী গ্যেছ্‌লো?।

হরমোহিনী। না যাওয়া হয় নাই, পথ থ্যেক্যে ফিরো্য এয়্যেছে, ঐ উপরে গ্যেছে, যা তোরা, পান জল কি চায়, দোনা গ্যে।

কাদম্বিনী। (আহ্লাদে আটখানা হইয়া)। আয় লো নিতি! আয় লো চলি! উপরে যাই আয়, পড়ো দাদা বাড়ী যায় নি লো!।

(উপরে সকলের প্রস্থান)

হরমোহিনী। (কন্যাগণকে উপরে পাঠাইয়া দিয়া, মনে মনে।)

অভিপ্রায়

পদ্য।

হা দে রে বল্লাল তোরে যাই বলি হারি।
কুটিনীর কাছে তুই মানাইলি হারি॥
তারা সব পর নিয়া করে কারবার।
কুলীনের পুঁজি পাটা নিজ পরিবার॥
এরে হৈতে আর কি রে পাতক অধিক।
কন্যার কুটিনী হই ধিক্ শত ধিক্॥
প্রকারে বেশ্যার মত কন্যাকে না চাই।
এমন পবিত্র কুল মল্যেও না চাই॥
কে বলে ভূপাল তোরে নরাধম নর।
মনুষ্য ঔরসে জন্মে এমন বানর॥
তোর যে খচর কুল সব কুল বাছা।
তাই তোরে সাজিয়াছে হেন কুল বাছা॥
তুই ছিলি রাজা মহাভারত ভারত।
তোর পাপে অপবিত্র তাই সে ভারত॥
কুলীন কন্যারা যত ফেলিতেছে বেদ। (১)
দিন দিন অপবিত্র তাহাতেই বেদ॥
এই মত তোর যত কৌশল আদেশ।
তাহাতেই অপবিত্র হয়েছে এদেশ॥

(১) জারজ গর্ভ।

কত দিনে তোর নাম ভুলো যাবে লোক।
কত দিনে সুপবিত্র হইবে ভূলোক॥
কত দিনে কুলীনের দর্প হবে চূর।
কবে হবে এদেশের মঙ্গল প্রচুর॥
কবে হবে হিন্দুগণে কুলসিন্ধু পার।
কবে হবে দূর বহু বিবাহ ব্যাপার॥
ওরে রে অবোধ হিন্দু আর কত সবে।
ঘুচাইতে কুল বল দল বাঁধ সবে॥
কত দিন রবে আর আশা পথ চেয়ো।
আর কেন কাল হর মুখ চেয়ো চেয়ো॥
কত অকল্যাণ দেখ বহু পরিণয়।
দিতেছে যন্ত্রণা কত কুল পরিচয়॥
বুক ফেটো যায় দেখো আহা মরি মরি।
চোরের মায়ের মত গুমুরিয়া মরি॥

দূর হোক, এচিন্তায় আর ফল কি ;। যাই, এখন সাঁজ সল্‌তোর কম্ম কায দেখি গো, সন্ধ্যা হলো।

অভিপ্রায়।

পদ্য।

অস্ত ছলে যান রবি, জিনিয়া জবার ছবি,
অন্ধকার ঘেরিল সংসার।
স্বভাবের ভাব কি বা, কোথা লুকাইল দিবা,
নিশার হইল অধিকার॥

ধন্য ধন্য দিবা সতি, ধন্য তোর ধর্ম্মে মতি,
হেরিয়া পতির পলায়ন।
অন্ধকার দেখি ধরা, অমনি করিয়া ত্বরা,
পাছু পাছু করিলি গমন॥
কোথা ছিল তমোরাশি, ভুবন ঢাকিল আসি,
স্থল জল লেপিল শরীর।
আকাশ মুষল ভরে, অঞ্জন বর্ষণ করে,
ঝরে যেন বরষার নীর॥
হারে রে রে রেরে বলে, রাখাল গোষ্ঠেতে চলে,
নিজ নিজ লইয়া গোধন।
দিবাচর পাখী সব, করি কিচি মিচি রব,
নীড় মুখে করিল গমন॥
ভাগ্যবতী নারী যারা, সুখে ভরা হয়ো তারা,
মনোমত করে কত সাজ।
মুখে মন্থ মৃদু হাসি, সন্তোষ সাগরে ভাসি,
অন্তরেতে নাহি সহে ব্যাজ॥
কেবল বিরহী যারা, প্রাণে সারা হয় তারা,
হেরিয়া নিশার আগমন।
আসিয়া ভোগের ভরে, সুখ ভুঞ্জে আর সবে,
যে যেমন যাহার যেমন॥

যাই, কর্ত্তাটী ঐ বুঝি গঙ্গাতীর থেকে সন্ধ্যা করে বাড়ী আস্‌ছেন, কিছু জলটল খাওয়ার দিগে।

(রমাকান্ত বিদ্যাবাগীশের প্রবেশ)

রমাকান্ত। (মৃদুস্বরে) হরি বোল! হরি বোল! রাম রাম! শ্রীরাম! জয় রাম! "হরে! মুরারে! মধুকৈটভারে! গোপাল! গোবিন্দ! মুকুন্দ! শৌরে!। যজ্ঞেশ! নারায়ণ! কৃষ্ণ! বিষ্ণো! নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ! রক্ষ" হরি বোল! হরি বোল!! কোথা গো কাদম্বিনি! নিতম্বিনি! চঞ্চলা! তোরা সব কোথা গো মা! (চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) হরি বোল! হরি বোল! রাম! রাম! আঃ! কি আপদ্ হইল! বাড়ীতে যে কাহাকেই দেখিতে পাই না, অন্ধকার রাত্রি পাইলে সন্ধ্যার পর মেয়্যেগুলোর আর টিকী দেখিতে পাওয়া যায় না। রাম! রাম! সর্ব্বপাপহরো হরিঃ। (পাক-শালায় প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) কোথা, গেলে গিন্নি! ঘরে আছ কি - কি করিতেছ? কিছু জল খাবার আছে কি? থাকে তো আন। (এই বলিয়া উপরে উঠিতে উদ্যত হইলেন)।

হরমোহিনী। (ব্যস্তভাবে) আবার ওদিকে যাচ্ছ কোথা? আ মরণ্! দেখ্যে দেখ্যে যে হাড় কালী হলো, জ্বল্যে জ্বল্যে গলেম, আর বাঁচি নে! পড়ো পণ্ডিত নোক হলেই কি এই একটা রকম হাবা গোবা হয় গা!। রোজ রোজই কি এই এক পোড়া, জেন্যেও কি জান না গা! না বল্যে না কয়্যে একটা ঢং কর্য়ে উপরে যাচ্ছ কেন? এই এ দিকে এসো, ঘর গরকন্না কত্তে গেলেই সব দিকে একটুক চক্ষে আঁখঠার কর্য়ে চল্‌তে হয়, বিশেষে আমাদের কুলীনের ঘর।

(দ্রুতগতি নিকটে গিয়া কাণেং)। উপরে যে কামদেব!।(১)

রমাকান্ত। (মৃদুস্বরে বিরাগে)। রাম! রাম। হরি বোল! হরি বোল! কৃষ্ণ হে তোমার ইচ্ছা!। থাকুক্ তবে আর জল খাব না, এখন বাহিরে চলিলাম। কামদেব না, বাড়ী গিয়াছিল?।

হরমোহিনী। তার কি আর বাড়ী যাওয়ার যো আছে, এমন রাসলীলে আর কোথা পাবে বল?।

রমাকান্ত। (মৃদু মৃদু)। তবে আমি বাহিরে যাই।

(বাহিরে যাইতে যাইতে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনে মনে।)

গুরু হে পার কর!। যাবৎকাল দিন রাত্রি হইবেক, যত দিন পর্য্যন্ত চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন, নরাধম বল্লাল, সেন, তত কাল পর্য্যন্ত অসহ্য নরক ভোগ করে। পাপিষ্ঠ, দেশটাকে এককালে ছার খার করিয়া গিয়াছে। হায়! এ সকল পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? হে জগদীশ্বর! তোমার কি ইচ্ছা, কিছুই বুঝিতে পারি না।

গীত।

প্রণাম তোমায় বিভু! প্রণাম তোমায়।
কৃপাকর! কৃপা কর মোহিত মায়ায়
বিভু! মোহিত মায়ায়॥
হর হর তাপ হর জ্ঞানের সহিত।
কর কর হিত কর যা হয় বিহিত॥

(১) ছাই।

না জানি তোমার তত্ত্ব বিবেক রহিত।
না চিনি সুপথ পথ সাধু বিগর্হিত॥
না যাই সুখের কাছে না চাই সম্পদ।
চরণেতে পাই যেন পরমার্থ পদ॥
রিপুচয় পরাজয় হয় যেন সবে।
আর যেন না আসিতে হয় এই ভবে॥
আর যেন জন্ম লভে না হয় ধরায়।
প্রণাম তোমায় বিভু! প্রণাম তোমায়।
কৃপাকর! কৃপা কর মোহিত মায়ায়
বিভু! মোহিত মায়ায়॥
বিশ্বরূপ নাট্যশাল দৃশ্য মনোহর।
জানিতাম ভব ভূমি সর্ব্ব সুখাকর॥
তা নয় তা নয় বিভু! তা নয় তা নয়।
সংসার শ্মশান সম ভূতের আলয়॥
ক্ষিতি জল তেজঃ আর আকাশ মরুত্।
নৃত্য করে এই পাঁচ ভয়ঙ্কর ভূত॥
এই আছে এক ভাবে এই অন্য রূপ।
কখন বা নিরাকার কখন সরূপ॥
এই আছে পাঁচে এক এই পাঁচ খায়।
প্রণাম তোমায় বিভু! প্রণাম তোমায়।
কৃপাকর! কৃপা কর মোহিত মায়ায়
বিভু! মোহিত মায়ায়॥
নিজ দোষ, করি তোষ, বৃথা কাল হরি।
রং দেখাবার তরে সং সেজ্যে মরি॥

জানি না যে আমি নই আমার অধীন।
রবে না এ ভবে বাস ফুরাইলে দিন॥
কে আমার পরিবার আমি হই কার।
বলা সার বার বার আমার আমার॥
জানি না যে মিছা কাযে কেন হই হত।
জুয়ার জলের মত আয়ুঃ হয় গত॥
কবে নাথ! আমি রব না রবে আমায়।
প্রণাম তোমায় বিভু! প্রণাম তোমায়।
কৃপাকর! কৃপা কর মোহিত মায়ায়
বিভু! মোহিত মায়ায়॥

(সকলের প্রস্থান।)

[প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।]

দ্বিতীয় অঙ্ক।

(জয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহির্বাটী)

(ভূধর বাবুর বৈঠকখানা)

(সূর্য্যকান্ত গ্রহাচার্য্যের প্রবেশ)

সূর্য্যকান্ত। (পঞ্জিকা হস্তে গুন্‌গুন্ স্বরে বচন পাঠ করিতে করিতে)।

"গোচরে বা বিলগ্নে বা, যে গ্রহারিষ্টশোচকাঃ। পূজয়েত্তান্ প্রযত্নেন পূজিতাঃ স্যুঃ শুভাবহাঃ॥"

(ভূধর বাবুকে সম্বোধন পূর্ব্বক)

কি গো বাবুজী মহাশয়! কবে বাড়ী আসা হইয়াছে? শারীরগতিক ভাল আছেন তো? বিষয় কর্ম্মের সমস্ত কুশল?।

ভূধর। আসুন গ্রহাচার্য্য মহাশয়! আসিতে আজ্ঞা হয়! আজি চারি দিন হইল বাড়ী আসিয়াছি; শারীরিক ভাল আছি। বিষয় কর্ম্মের কথা কি জিজ্ঞাসা করেন? চাকুরী বাকুরীতে আর তখনকার মত সুখ নাই! বিশেষতঃ সাহেবেরা বড় সতর্ক হইয়া উঠিয়াছেন? কালেজেই আমাদের দেশ ছারখার হইল।

সূর্য্যকান্ত। (ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে)। সত্য কথা বলিয়াছেন বাবু! গৃহদেবতা আপনকার মঙ্গল করুন। মহাশয় সদ্বংশে জন্মিয়াছেন, অতএব, যথার্থ কথা কহিবেন না কেন? ("কালেজে" এই শব্দটী রূপান্তর বুঝিয়া) কালে যে আমাদের দেশ ছারখার হইবে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই লোপাপত্ত পাইবে,

শুনিয়াছি একথাটী আমাদের কল্কিপুরাণেও লেখা আছে বাবু! আমরা সব হইলাম জ্যোতিষ ব্যাবসাই মানুষ; আমাদের জ্যোতিষ লইয়াই হইল বিষয়, ও সকল শাস্ত্র বড় বুঝি সুজি না, বড় লেখা শোনাও নাই।

ভূধর। (মনে মনে)। ইনি "কালেজে" এই শব্দটীর পর মার্থ বুঝিতে পারিলেন না; প্রত্যুত বিপরীত বুঝিলেন; (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) হাঁ হইতেও পারে বটে, ইনি একে পল্লীগ্রামের লোক, তাহাতে আবার প্রাচীন, ও সকল শব্দ না জানিতেও পারেন। (প্রকাশ)। আচার্য্য মহাশয়! আমি ওকথা বলি নাই, পাঠশালার কথা কহিতেছি; সাহেবদের পাঠশালার লোক ব্যতীত এখন আর অন্য কাহারো প্রায় ভাল কর্ম্মকায হয় না।

সূর্য্যকান্ত। হাঁ বাবু! এক্ষণে বুঝিতে পারিলাম; তা যা বল, কিন্তু চিরদিনই ঐ প্রকার পদ্ধতিটা চল্যে আসিতেছে; তবে, সে কালের সব রাজাদের পাটরাণী ছিলেন তাঁহাদের উপরোদ অনুরোদই অধিক খাটিত; তেমনি এখনকার রাজা ইঙ্গরেজদের পাঠশালা; তা বাবু! ও কেমন সম্পর্ক; না চলিয়া যায় না?।

ভূধর। (মনে মনে)। বিলক্ষণ! ইনি তো পাঠশালা শব্দটাও আবার গিলিয়া ফেলিলেন। (প্রকাশ)। না, না, আচার্য্য মহাশয়! তা নয়, দেখিতেছেন না? এই যে স্থানে স্থানে কোম্পানি হইতে পড়োশালা সকল বসিয়াছে, আমি সেই কথা কহিতেছি।

সূর্য্যকান্ত। (সবিস্ময়ে)। রাম! রাম! কি পাপ! আজি এত ভ্রম হইতেছে হে, সম্মুখে বার ব্যালাটায় বাহির হওয়াই অকর্ত্তব্য কর্ম্ম হইয়াছে।

(গদাধর লাহিড়ির প্রবেশ)। (১)

গদাধর। এই যে গণক মহাশয় এখানে; ভালই হই-য়াছে; আমি এই আপনকার বাড়ী যাইতেছিলাম। যাক্ অন্য কথা দূর হোক্ (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) সে সব কথা পরে হইবে এখন; গণক মহাশয়! আজি বার বেলাটা কতক্ষণ?।

সূর্য্যকান্ত। (কিঞ্চিৎ রাগান্বিত হইয়া, সদম্ভে)। কি হে তুমি এত বড় লোকের সন্তান; তোমার বাপ দশখানা গ্রামের মাথা ছিলেন; আমি তোমার পিতামহকে উলঙ্গ ব্যাড়াইতে দেখিয়াছি, তুমি আমাকে উপহাস কর হে।

সন্ধ্যের পুব্বুটা যখন ছেলে পিলে গুলো সব ভাত খায়, যখন ঝিঙ্গে ফুল সশা ফুল গুলো সকল ফোটে, চিরকালই সেই কালটাকে বারব্যালা বলা যায়! বারব্যালা কি আর প্রহর দুই প্রহর হইয়া থাকে? ডাকের বচনই পড়িয়া রহি-য়াছে, দেখনা কেন; "ভরসন্ধ্যের বারব্যালা কোন কর্ম্মই করিতে নাই"। আর, যখন যে কর্ম্মে বাহির হওয়া যায়, যদি তা সফল না হয়, তবে সেই সময়টাকেও আর একটা বারব্যালা বলে। এ ভিন্ন আর বারব্যালা কি আছে?।

(১) ভূধর বাবুর সহচর।

গদাধর। (স্বগত)। বিলক্ষণ! ইনিই আবার আমাদের দেশের এক জন ভবিষ্যদ্বক্তা বিধাতা পুরুষ; যাহা বলেন, অব্যর্থ, লোকের কি ভ্রম!। (প্রকাশ) সে যাহোক, ওটা রহস্য করিতেছিলাম; ভাল, গণক মহাশয়! আজ তো হইল দ্বিতীয়া, মঘা নক্ষত্রটা কতক্ষণ আছে?।

সর্ব্বাকান্ত। আঃ! কি পাপ! তুমি যে বড়ই জ্বলাতন করিলে হে! দ্বিতীয়ার দিনেও কি আবার কখন মঘা হইয়া থাকে? তোমার কথায় কি শাস্ত্র উলটো হইবে, না, তুমি বেদ পুরোণ, বচন, প্রমাণ, সবগুলোই লোপ করিতে বসিয়াছ, বল কি? ন্যায় বল, স্মিতি বল, পুরোণ বল, তন্ত্র বল, জ্যোতিষ বল, ইহার কোন্ ব্যাকর্ণটা আমার কণ্ঠস্থ নাই যে এত উপহাস করিতেছ? অধিক বলিব কি, ব্যাকর্ণে গো প্রাচিত্তি খণ্ডে এই বচনটী পষ্ট লেখা আছে, "আমাবস্যার মঘা সামালবি ক যা,, দেখদেখি আমাবস্যার দিন বৈ আর কি কখন মঘা হয়!

দৈবি আর এক দিন মঘা হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু মানুষের কথা কি? তাতে দেবতারা শুদ্ধো বিপোদে পড়িয়াছিলেন; সে আর কোন্ দিন হে! বলিলে কি আর বুঝিতে পারিবে না? যে দিন সুমুদ্রু মৈথন হয়; তাইতে বিষ উঠেছিল।

গদাধর। (হাসিতে হাসিতে)। দেখুন দেখি গণক মহাশয়! আপনকাকে না ঘাঁটাইলে কি এত জ্ঞান পাইতাম; লোকে

কথায় বলিয়াই থাকে "রাড় ঘাঁটাইয়া টাকা খায়, গুরু ঘাঁটাইয়া বিদ্যা পায়"।

সূর্য্যকান্ত। (প্রফুল্ল বদনে)। বটে তো বাপু! তোমরা যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের এমন পাঁচটা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেসা না করিবে, তবে এ সকল বেদ বিদি কি আমাদের চালনা থাকে? আর বাপুন নাই বাবু! এখনকার কেহই আমাদিগকে আর তেমন শ্রেদ্ধা ভক্তি করে না, কাযে কাযেই সব ভুলিয়া গেলাম।

(শ্রীকণ্ঠ ঘোষালের প্রবেশ)। (১)

শ্রীকণ্ঠ। (হাসিতে হাসিতে)। কি হে! তোমরা গণক মহাশয়কে লইয়া এত কি আমোদ করিতেছ? গণক মহাশয়! আমি একটা বড় বিপদে পড়িয়াছি, আমার কন্যাটীর ঋতু হইয়াছে, দেখুন তো দিন টা কেমন?।

সূর্য্যকান্ত। (গম্ভীর ভাবে পঞ্জিকা দেখিয়া)। হাঁ! তা বড় শক্ত কথা দেখিতেছি; বিশেষতঃ মেয়ে মানুষের রিতু এ যে বড় শক্ত কথা, ঘর করিতে গেলে পুরুষের তাহা সচরাচর হইয়াই থাকে; তাহাতে এত ভয় নয়। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া) ভাল, হাঁগা! এই যে শত্রুটা হইয়াছে বলিতেছ সেটা স্ত্রী কি পুরুষ বল দেখি?।

শ্রীকণ্ঠ। সে কি গণক মহাশয়! শত্রু কি? আমি রিপু বলি নাই; রিতু রিতু?।

---

(১) ভূধরের সহচর।

সূর্য্যকান্ত। হাঁ হাঁ বটে বটে। তা বাপু! শুদ্ধ তোমার কন্যার বলিয়া কেন? তাঁহারা তো সব স্ত্রীলোক; খোলা গায়ে সর্ব্বদাই পাটঝাট করিয়া বেড়ান, যে দুরান্ত শীত পড়িয়াছে, আমরাই কাঁপিয়া মরি; সময় অসময় নাই; এবচ্ছর বারো মাসই শীত।

শ্রীকণ্ঠ। (মনে মনে)। কি আপদ্! ভাল লোকের সঙ্গে কথা কহিতেছি, এটা পাগল নাকি? (প্রকাশ) সে আবার কি গবক্ক মহাশয়! ও কি বলিতেছেন, আপনি কিসে কি বুঝিলেন, ও সকল নয়; আমার মেয়েটীর পুষ্পোৎসব উপস্থিত।

সূর্য্যকান্ত। (আহ্লাদিত হইয়া)। হাঁ! ভাল ভাল! তা বাবু! তোমাদের বাড়ীর ব্যাভারই স্বতন্ত্র, তোমরা বিলক্ষণ ক্রিয়াবান্ বটে; আবার তোমাদের বাড়ীর মেয়েরাও সেই রূপ, দুর্গোচ্ছব, পুষ্পোচ্ছব, লক্ষ্মীপূজা, সরেস্বতীপূজা, শামা পুজা এ সকল কোন কর্ম্মে তাঁহাদের কামাই নাই; তা যা হউক, বাপু! গৃহ দেবতা তোমাদের মঙ্গল করুন, সুখে রাখুন, ফলে আমার নবগ্রহের নৈবিদ্দি ও কাপড় চোপড়ের বিষয়ে যেন সুবিবেচনা হয়।

শ্রীকণ্ঠ। দূর হউক, আজ্ঞ মহাশয় এ সব কিসে কি বুঝিতেছেন, আমি তা বলি নাই; ও সকল নয়, আমার কন্যাটী ফুল দেখিয়াছে।

সূর্য্যকান্ত। (বিস্মিত ভাবে)। রাম! রাম! আজকি কু যাত্রায় বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি! তাই এত ভ্রম হইতেছে!

ফুল দেখিয়াছেন? তবে কি অশুদ্ধ হইয়াছেন, বেশ বেশ, বেশ হইয়াছে; তা বাবু! আজ বড় কু যাত্রা; এখন আর কোন কথায় কায নাই, এই কথা বই তো আর কিছু নয়, তাই কেন এতক্ষণ ভেঙ্গে বল নাই?-তার একটা চিন্তা কি? তিনি যাতে অপ্নে অপ্নে ফল দেখেন তা আমি করিব, কাল তোমাদের বাড়ী যাইতেছি, কিন্তু যা হউক, বাপু! "পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ সে কুটুনে কি কায" বলিতে কি? তোমার মেয়ে ফুল দেখিয়াছেন, এ বড় আহ্লাদের বিষয়, শুনিয়া কাণটা শীতল হইল, বস্তুকতা বলিয়া রাখি, যা বল, যা কও, সে সকল কিছুই শুনিব না, নাতিনীর ঋতু হইয়াছে, আমাদের অনেক দিনের আশা; রুধিরে যেন পেট ভরে, একখানি বনাত দিতে হইবে বাবু! আর, নয় তো জামাই কর।

শ্রীকণ্ঠ। (মনে মনে)! বিলক্ষণ! বিদ্যা তো ভারী, গেউড় আরম্ভ করিস, দূর হউক, আর কায নাই, (প্রকাশ)। তা বৈ কি গণক মহাশয়! আপনি তো জামাইই আছেন, আবার করিব কি?।

সর্ব্বনাথ রায়ের প্রবেশ। (১)

সর্ব্বনাথ। (ভূধরকে সম্বোধন করিয়া)। ভূধর বাবু! এই যে গণক মহাশয়! সকল কথা বলা হইয়াছে কি?।

(সূর্য্যকান্তকে সম্বোধন করিয়া)। গণক মহাশয়! আজ মাসের কত ই?।

(১) ভূধরের সহচর

সূর্য্যকান্ত। হাঁ হাঁ বটে বটে। তা বাপু! শুদ্ধ তোমার কন্যার বলিয়া কেন? তাঁহারা তো সব স্ত্রীলোক; খোলা গায়ে সর্ব্বদাই পাটবাট করিয়া বেড়ান, যে দুরন্ত শীত পড়িয়াছে, আমরাই কাঁপিয়া মরি; সময় অসময় নাই; এবচ্ছর বারো মাসই শীত।

শ্রীকণ্ঠ। (মনে মনে)। কি আপদ! ভাল লোকের সঙ্গে কথা কহিতেছি, এটা পাগল নাকি? (প্রকাশ) সে আবার কি গণক মহাশয! ও কি বলিতেছেন, আপনি কিসে কি বুঝিলেন, ও সকল নয়; আমার মেয়েটীর পুষ্পোৎসব উপস্থিত।

সূর্য্যকান্ত। (আহ্লাদিত হইয়া)। হাঁ! ভাল ভাল! তা বাবু! তোমাদের বাড়ীর ব্যাভারই স্বতন্ত্র; তোমরা বিলক্ষণ ক্রিয়াবান্ বটে; আবার তোমাদের বাড়ীর মেয়েরাও সেই রূপ, দুর্গোচ্ছব, পুঁষ্পোচ্ছব, লক্ষ্মীপূজা, সরেস্বতীপূজা, শামা পূজা এ সকল কোন কর্ম্মে তাঁহাদের কামাই নাই; তা যা হউক, বাপু! গৃহ দেবতা তোমাদের মঙ্গল করুন, সুখে রাখুন, ফলে আমার নবগ্রহের নৈবিদ্দি ও কাপড় চোপড়ের বিষয়ে যেন সুবিবচনা হয়।

শ্রীকণ্ঠ। দুর হউক, আজ মহাশয় এ সব কিসে কি বুঝিতেছেন, আমি তা বলি নাই; ও সকল নয়, আমার কন্যাটী ফুল দেখিয়াছে।

সূর্য্যকান্ত। (বিস্মিত ভাবে)। রাম! রাম! আজকি কু যাত্রায় বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছি! তাই এত ভ্রম হইতেছে!

ফুল দেখিয়াছেন ? তবে কি অশুদ্ধ হইয়াছেন, বেশ বেশ, বেশ হইয়াছে ; তা বাবু ! আজ বড় কু যাত্রা ; এখন আর কোন কথার কায নাই, এই কথা বই তো আর কিছু নয়, তাই কেন এতক্ষণ ভেঙ্গে বল নাই ?- তার একটা চিন্তা কি ? তিনি যাতে অপ্পে অপ্পে ফল দেখেন তা আমি করিব, কাল তোমাদের বাড়ী যাইতেছি, কিন্তু যা হউক, বাপু ! "পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ সে কুটুম্বে কি কায" বলিতে কি ? তোমার মেয়ে ফুল দেখিয়াছেন, এ বড় আহ্লাদের বিষয়, শুনিয়া কাণটা শীতল হইল, বস্তুকতা বলিয়া রাখি, যা বল, যা কও, সে সকল কিছুই শুনিব না, নাতিনীর ঋতু হইয়াছে, আমাদের অনেক দিনের আশা ; রুধিরে যেন পেট ভরে, একখানি বনাত দিতে হইবে বাবু ! আর, নয় তো জামাই কর ।

শ্রীকণ্ঠ । (মনে মনে) ; বিলক্ষণ ! বিদ্যা তো ভারী, খেউড় আরম্ভ করিল, দূর হউক, আর কায নাই, (প্রকাশ) । তা বৈ কি গণক মহাশয় ! আপনি তো জামাইই আছেন, আবার করিব কি ? ।

সর্ব্বনাথ রায়ের প্রবেশ । (১)

সর্ব্বনাথ । (ভূধরকে সম্বোধন করিয়া) । ভূধর বাবু ! এই যে গণক মহাশয় ! সকল কথা বলা হইয়াছে কি ? ।

(সূর্য্যকান্তকে সম্বোধন করিয়া) । গণক মহাশয় ! আজ মাসের কত ই ? ।

(১) ভূধরের সহচর

সূর্য্যকান্ত। (বিলক্ষণ করিয়া পঞ্জিকা দেখিয়া)। আজ প্রথম পাঁচদণ্ড ফাগুন মাসের ১৫ই, ছিল; পরে এই কতক্ষণ হইল ১৭ই, পড়িয়াছে। (পুনর্ব্বার ভালরূপে, পঞ্জিকা দেখিয়া)। হাঁ হাঁ এই যে বটে বটে। "বাণ বিদ্ধি বসু ক্ষয়" আবার আজই ত্র্যহস্পর্শ, ১৭ই, ক্ষয় হইয়া ২৬ শে, পড়িবে, বটে বটে, বটে তো, তবেই আজ মাসদগ্ধা হইল, অদ্য কোন কর্ম্মই করিতে নাই। বিশেষতঃ আদ্য দণ্ডটা নিতান্তই নিষিদ্ধ।

সর্ব্বনাথ। (হাসিতে হাসিতে)। ভূধর বাবু! আর কেন বিলম্ব? গণক মহাশয়কে বলিয়া কহিয়া কর্ম্মটা গোছাল করিবার চেষ্টা কর; বড় উত্তম লোক পাওয়া গিয়াছে; এমনটী আর নাই।

ভূধর। (হাসিতে হাসিতে)। হাঁ আর বিলম্ব কি? বলুন না? আপনিই বলিতে আরম্ভ করুন। (কাণে কাণে) আমাদের তো রুধির নিয়াই বিষয়, ইনিই এ কার্য্যের উপযুক্ত।

(রামগতি মৈত্রেয়ের প্রবেশ)। (১)

রামগতি। কি গো! ভূধর বাবু যে! তবে! কবে বাড়ী আসা হইয়াছে? ভাল আছেন তো? করিতেছেন কি? এখনও সেই চীনা বাজারেই থাকা হইতেছে তো? (মনে মনে)। এই যে দৈবজ্ঞ সূর্য্যকান্ত বুড়া এখানে, ভাল! ইঁহাকে লইয়া ক্ষণেক রহস্য করা যাউক। (প্রকাশ)। কি গো গণক মহাশয়! বড় যে বকাবকী করিতেছেন? এত বিচার কিসের?।

(১) ভূধরের পরিচিত গ্রামের স্কুল পণ্ডিত।

সূর্য্যকান্ত। (মনে মনে)। আঃ! দুর হউক, আবার এই খিষ্টানটা আসিল; বিরক্ত করিবে। (প্রকাশ)। কিসের বিচার করিব বল? দেশে আর কি বিচার আছে? না, আচার আছে? দেশটা একবারে খিষ্টান হইয়া উঠিল বৈ তো নয়?।

রামগতি। (হাসিতে হাসিতে)। কেন মহাশয়! দেশ খ্রীষ্টীয়ান কিসে হইল?।

সূর্য্যকান্ত। (সদন্তে)। আবার জিজ্ঞেস করিতেছ হে! রাঁড়ের বিবাহ হইতে চলিল? যাহা কখন কর্ণেও শুনি নাই। বেদে নেই; পুরোণে নেই; কোরাণেও খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি না? আরও কি দেশে মানুষ আছে বল?।

রামগতি। কেন মহাশয়! এই যে বিদ্যাসাগর মহা --।

সূর্য্যকান্ত। (রামগতির কথা শেষ না হইতে হইতেই সক্রোধে)। আঃ! যাও যাও! ওটার আর নাম করিও না! শুনিলে রাগ জম্মে!।

রামগতি। সে কি মহাশয়! এ কি বলেন? বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রাতঃস্মরণীয় লোক, তাঁহার নাম শুনিলে আবার আপনকার রাগ হয়? সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হয় না?। আর, দেশে লোক নাই বলেন কি? তিনি যখন বিধবা বিবাহ বিষয়ে প্রথম ব্যবস্থা বাহির করেন, তখন নবদ্বীপ প্রভৃতি যাবতীয় সমাজের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহাশয়েরা তাঁহার বিপক্ষ হইয়া ছিলেন এবং কত শত আপত্তি উপস্থিত করিয়াছিলেন, একথা সত্য কি না?।

সূর্য্যকান্ত। (সম্ভ্রমে)। হাঁ হাঁ! তা সত্য বটে। তাঁহারা কি সব যৎসামান্য লোক? রাজা রাধাকান্ত বাহাদুর এবং ঐ সকল মহামহোপাধ্যায় মহাশয়েরাই তো আমাদের দেশের প্রধান লোক, ঐ সকল মহাত্মাদিগের পুণ্য প্রভাপেই তো এখনও দিবারাত্র হইতেছে, চন্দ্র সূর্য্য উঠিতেছেন, গঙ্গায় জোয়ার ভাটা খেলিতেছে, এখনও এদেশে যা মানুষ আছেন তা তাঁহারাই; আর সকল কি তাদৃশ মনুষ্যের মধ্যে গণ্য?।

বারবার জিলার কয়েক জন জমীদার, কয়েক জন অন্য প্রকার সম্ভ্রান্ত লোক ও রাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুর প্রভৃতি কতগুলিও যথার্থ হিন্দু আছেন বটে; তদ্ভিন্ন আর কি তাদৃশ হিন্দু দেখিতে পাই?।

রামগতি। ভাল মহাশয়। আর কেহই যেন হিন্দু নয়; যাউক, এবিবাদে কায নাই। এক্ষণে বলুন দেখি আপনি যাঁহাদিগকে মানুষ ও হিন্দু স্থির করিয়াছেন, ইহাদের প্রতি আপনকার বিলক্ষণ শ্রদ্ধা আছে কি না?।

সূর্য্যকান্ত। (দম্ভে, প্রফুল্ল বদনে)। হাঁ আন্তরিক আস্থা আছে বৈ কি?।

রামগতি। আচ্ছা, মহাশয়! এখন বলুন দেখি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রকাশিত প্রথম ব্যবস্থা পত্রে ইহাঁরা যে দোষোল্লাস করিয়াছিলেন, দ্বিতীয় ব্যবস্থা পত্র দ্বারা তিনি তাহা তন্ন তন্ন রূপে খণ্ডন করিয়া দিলে তাহাতে আর কি কেউ কোন উত্তর করিতে পারিয়াছিলেন?।

সূর্য্যকান্ত। (বিরাগে)। যাও যাও! আর তোমাদের ও সকল খিষ্টানী কথা শুনিতে চাই না।

রামগতি। (হাসিতে হাসিতে)। সে কি মহাশয়! এ সকল আবার কিসে খিষ্টানী কথা হইল? আপনি শাস্ত্র বিচারকেও কি খিষ্টানী কথা বলেন?।

সূর্য্যকান্ত। (ক্রোধে)। এ সকল কি খিষ্টানী কথা নয়। আবার শুনিতে পাইতেছি, কুলীন মৌলিক নাকি থাকিবেক না, সব একসা হইবে; তবেই বলিতে হইল, আর কি দেশে মানুষ আছে? এ সকল কথা কি শুনা যায়?।

রামগতি। সে কি মহাশয়! আবার গোল করেন কেন? দেশে মানুষ নাই বলেন কি? আপনি যাঁহাদিগকে মহাত্মা বলেন, আপনকার সেই সকল মহাত্মারাও যে কুলীনদিগের বহু বিবাহ নিবারণের চেষ্টায় আছেন।

সূর্য্যকান্ত। (বিরাগে)। যাও যাও, তোমার সঙ্গে আর পারা যায় না নেনে, ক্ষান্ত হও বাবু; মিছে বিবাদে কায নাই; তুমি বিদেশী নোক; তোমার সঙ্গে অমনি রামরামী থাকে, তাই ভাল।

রামগতি। কাযে কাযেই মহাশয়! আজ আমারও বেলাটা হইয়াছে; স্কুলে যাইতে হইবে; চলিলাম, নমস্কার, ব্রাহ্মণে-ভ্যো নমঃ।

(রামগতির প্রস্থান)

ভূধর। আচার্য্য মহাশয়! মিছা কেন উঁহাদের সঙ্গে বাক্ বিতণ্ডা করিতেছেন; ইহাতে ফল কি? উঁহাদের মেজাজ

দেখিতেছেন না ; উঁহারা সব সাহেবদের চেলা ; জানেন না কি? সাহেবদের মত নয়, তথাপি উঁহাদের মত আগে ভাগেই আমাদের দেশ সাহেব হইয়া যায় ; বামুন, শূদ্র, ক্ষত্রী, বৈশ্য, এ সকল জাতি ভেদ না থাকে ; কুলীন মৌলিকের প্রথা এককালে উঠিয়া যায় ; স্ত্রী পুরুষ সকলেই লেখা পড়া শিখে ; বিধবার বিবাহ হয় ; একটী মানুষে এককালে দুটী তিনটী স্ত্রীর পতি না হইতে পারে ; স্ত্রীলোকেরা এত ঢাকাঢুকী ভাবে না থাকে ? স্বয়ম্বরের কাণ্ডটা চল্যে যায় ; উঁহাদের সঙ্গে কি আপনি পারিয়া উঠিবেন, যে, এত বকা বকী করিতেছেন ? । উঁহারা সব, সংস্কৃত কালেজের ছাত্র, "ঘরের ঢেঁকী -- পেটের ছুরী -- রাবণের ভাই "পিণ্ড গয়াং গচ্ছ" -- "অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি" "মুষলং কুলনাশনং" আমরা কলিকাতায় থাকি, চীনা বাজারের ভূত, সকলি জানি। ও সব দেখিয়া শুনিয়া আমাদের কাণ ঝালা পালা হইয়া গিয়াছে ; এখন আর ও সব শুনি না। যদি শুনি, তো, এ কাণ দিয়া শুনি, অমনি ও কাণ দিয়া জমা খরচ ক্লোজ ; যত জমা, ততই খরচ ; মজুদে ০ ; নীরোগের বৈদ্য ✱ বন্ধ্যার পঞ্চামৃত।

বিদ্যা সাধ্যের সঙ্গে আমাদের দলাদলী, কিন্তু কাযের সঙ্গে গলাগলী ভাব। পরস্পর সকলের সঙ্গেই আমাদের খলাখলী আছে, ফলতঃ চলাচলী করিতেও ছাড়ি না ; আমরা পোড়ামাটী। মহাশয়! এত বকাবকীতে আবশ্যক কি?

বসিয়া রঙ্গ দেখুন না কেন? বোবার শত্রু নাই। বস্তুতঃ যা করিব তা মনে মনেই আছে।

এই শুনুন না কেন মহাশয়! সে দিন ঐ উনি আমার নিকটে আসিয়াছিলেন, যিনি এখন গেলেন; ঐ যাঁর পায়ে মস্‌মস্‌যে বুট দেখিলেন। উনি বলিলেন "ভুধর বাবু! তোমাদের গ্রাম এখন আর সে ছোট গ্রাম নাই, এখানে সরকারী ইস্কুল হইয়াছে; তোমরা সব এখন আর পুর্ব্বের মত পাড়া গেঁয়ো লোক নও, সভ্য হইয়াছ; এই বই খানায় একটা নাম লিখিয়া দেও, এ বই গবর্ণর কৌন্সেলে যাইবে; বড় সাহেব হাতে করিয়া দেখিবেন; আর কুলীন মৌলিক থাকিবে না, সব একসা হলো।

বাবু! বলিতে না বিশ্বাস যাইবেন, হাস্যবদনে বইখানা তাঁর হাত হইতে টানিয়া লইয়া অমনি চচ্চর করিয়া স্বহস্তে নামটা লিখিয়া দিলাম, উনি অমনি খুষী হইয়া আমায় কত প্রশংসা করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। চুপ্ করিয়া থাকুন না কেন মহাশয়! সত্য সত্যই কি ও সব কর্ম্ম আমাদের দেশে চলিবে; একবার একবার অমন হুজুক উঠে।

তবে যথার্থ কথা বলিতে দোষ কি মহাশয়! যদি আমাদের দেশে স্বয়ম্বরের কাণ্ডটা চলিত হয়, তাহা হইলে ভাল হয় বটে; ও কটার মধ্যে ঐ টাই ভাল কথা; পোড়া দেশে তা কি চলিবে?।

(রুদ্ররাম বাচস্পতির প্রবেশ) (১)

রুদ্ররাম। (গুন্ গুন্ স্বরে) হরি হরয়ে নমঃ, হরি হরয়ে নমঃ। (প্রকাশে) কি গো ভূধর বাবু! ভাল আছ তো?।

ভূধর। (ব্যস্ত সমস্ত, গাত্রোত্থান)। আসুন ভট্টাচার্য্য মহাশয়! আস্‌তে আজ্ঞা হয়। প্রণাম। (উচ্চৈঃস্বরে ভৃত্যদিগের প্রতি) কে আছ রে! আসন? আসন?—তৎপর।

(আসন প্রদান ও ভট্টাচার্য্যের উপবেশন)

রুদ্ররাম। কি গো ভূধর বাবু! স্বয়ম্বরের কথা কি হইতে ছিল, বড় আড়ম্বর শুনিতে ছিলাম যে?।

সূর্য্যকান্ত। (ব্যস্ত সমস্ত হইয়া)। হাঁ হাঁ বেশ হইয়াছে; আচ্ছা বলুন তো বাচস্পতি মহাশয়! স্বয়ম্বরটা ভাল কি মন্দ?।

রুদ্ররাম। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া)। হাঁ! ধর্ম্মশাস্ত্রে তো কলি যুগে স্বয়ম্বরটা নিষিদ্ধ মধ্যেই গণনীয়। নিষিদ্ধ মধ্যে গণনীয় হউক অথবা বিধেয় বলিয়াই প্রতিপন্ন থাকুক; বস্তুতঃ আমার বোধে স্বয়ম্বর এদেশে বড় শুভকর নয়।

ভূধর। (উগ্রভাবে)। কেন? কেন? এমন কথা কেন বলিলেন মহাশয়! কলিকাতায় এক্ষণে অনেকেই তো এ মত সুগত জ্ঞান করেন।

(১) শ্রীমন্ত মঠধারি অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য, বড় বিজ্ঞ লোক, শাস্ত্রে অদ্বিতীয় প্রায়।

রুদ্ররাম। (নম্রভাবে)। বাবু! সে সব কথা স্বতন্ত্র ; তাঁহারা সব বড় লোক ; বড় পণ্ডিত ; তাঁহাদের বুদ্ধি, বড় বুদ্ধি ; আমি অনেক চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি ইহাতে এই এই দোষ দর্শন হয়, স্বয়ম্বর কেবল আড়ম্বর মাত্র ; তাহাতে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। সভা মধ্যে নিমেষ মাত্র সাক্ষাতে কি কখন যাবজ্জীবনের প্রণয় পরীক্ষা হইতে পারে-- কদাচ হয় না ?। আর,--

(রুদ্ররামের কথা শেষ না হইতে হইতেই)

ভূধর। (বিরক্ত ভাবে): দূর হোক্ মহাশয়! আপনার ও সকল কথা ভাল লাগে না, ক্ষান্ত হউন। আপনাদের তো এই দোষ।

রুদ্ররাম। (মনে মনে)। রাম রাম! কি বিস্মৃতি! ইহাদের নিকটে ও কথা কহাই অন্যায় হইয়াছে ; যা হউক, আজ বড় কুযাত্রা, একটা মিষ্টালাপ করিয়া বিদায় হই, কালি তখন আসা যাইবে, যদিই কিছু হয়। (প্রকাশ)। ভূধর বাবু' আচ্ছা, আজ বেলাটাও অনেক হইয়াছে, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাদি কিছুই সারা হয় নাই। তোমার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হউক, কমলা বিরাজ করুন ; তোমাদিগের কল্যাণে এবৎসর নবদ্বীপের কয়েকটী ছাত্রকে বাড়ীতে অন্ন দিয়া রাখিয়াছি ; এখন চলিলাম ? যাও তোমরাও, বেলাটা অধিক হইল, তোমরা সব, সকাল থেকে লোক, স্নান কর গে, গরম জলেই স্নান হয় তো ?।

ভূধর। হঁা মহাশয়। আচ্ছা, তবে আজ আসুন, প্রণাম। আমি আরও দুই এক দিন বাড়ী আছি।

কুঞ্জরাগ। ভাল ভাল। (প্রস্থান)

ভূধর। হঁা — কি বলিতেছিলাম আচার্য্য মহাশয়! (ক্ষণ চিন্তা) হঁা! — মনে হইল। (পুনর্ব্বার ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সর্ব্ব নাথ রায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত)। রায় মহাশয়! আর বিলম্ব কেন? বন্ধুর কার্য্য করুন।

সর্ব্বনাথ। হঁা ভাই! আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই বটে, বেলাটা অধিক হইতেছে, তবে কি আমাকেই বলিতে হই-বেক?।

(সূর্য্যকান্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক)

গণক মহাশয়। ভূধর বাবু আপনাকে একটা কথা বলিতে চান?

সূর্য্যকান্ত। বিলক্ষণ! আমি তো আপনকারদেরই প্রতি পাল্য!

সর্ব্বনাথ। তেমন নয় মহাশয়! ভূধর বাবু এবার আপ-নাকে বড় একটা শক্ত কথা বলিবেন। আমরা নিশ্চিত জানি বটে, এপ্রদেশে আপনকার সঙ্গে কথা কয় এমন মনু ষ্যই নাই; আপনি দিনকে রাত, রাতকে দিন করিতে পা-রেন; কিন্তু এবার বোঝাপড়া!।

সূর্য্যকান্ত। (সভয়ে)। শক্ত কথা কি গো সর্ব্বনাথ বাবাজী! শুন্যে যে ভয় হয়!।

সর্ব্বনাথ। না, না, না মহাশয়! তেমন শক্ত কথা নয়;

টা দুঃসাধ্য বিষয় সাধন করিতে অনুরোধ করিবেন ;
তাতেই শক্ত কথা বলিলাম।

সূর্য্যকান্ত। (কিঞ্চিৎ দম্ভ করিয়া)। ওহে বাপু! সূর্য্যকান্ত
যার আবার অসাধ্য কি আছে? "হাঃ হাঃ হাঃ" হাস্য
রিয়া।

পদ্য।

—

চরাচর ধরাতল, জ্ঞান করি কর তল,
আকাশ পাতাল ত্রিভুবন।
নাহি কিছু অবিদিত, হিতাহিত সুবিদিত,
বন্ধ্যে দেই জনম মরণ॥
রোগ হয়ে রুগী করি, বৈদ্যী হয়ে থলী ধরি,
সব কাযে হই সুনিপুণ।
যে প্রকার লোক যাঁরা, বিশেষ জানেন তাঁরা,
আর আর আছে যত গুণ॥
বয়েস হয়েছে ষাটী, কোন কর্ম্মে নাহি ঘাটী,
আঁটা আঁটী জানি ভাল রূপ।
পরিচয় নাই যাই, বিশেষ জান না তাই,
সূর্য্যকান্ত নিজে বহুরূপ॥
যে কর্ম্ম করিতে বল, যথা ইচ্ছা তথা চল,
কোন কাযে না হইব কম।
জানি কত ফেরফার, সাধ্য আছে বোঝে কার,
সূর্য্যকান্তে ভয় করে যম॥

এই শুনিলে বাপু! যা বলিলাম বুঝিতে পারিলে কি না? "হাঃ হাঃ হাঃ" বাপু! ইহা ব্যতীত সূর্য্যকান্তে আরং কত গুণ আছে তা শুনিবে? তবে বলি শোন, বাল্যকালে বিদ্যা শিক্ষায় কত মনযোগ ছিল এবং কেমন স্থশিক্ষে করিয়াছি, আগে তাই বলি।

পদ্য।

বাবার জ্যোতিষ গ্রন্থ ছিল ঝুড়ী ঝুড়ী।
পড়িতে দিতেন ছিঁড়ে করিতাম ঘুড়ী॥
তিনি বড় ছিলেন পেটুক পাঁঠা খোর।
চুরী বিদ্যা শিখে আমি খ্যাত পাঁঠা চোর॥
অদ্যাপি বাছি না বাপু! পাঁঠা আর পাঁঠী।
হাড়ী পাড়া ঢুকিলে মারিতে আসে লাঠী॥
জ্যোতিষেতে লেখা আছে সীতার হরণ।
ব্যাকরণে শিখিয়াছি রাবণের রণ॥
দ্রৌপদী বসিয়া কাঁদে অশোকের বনে।
না বুঝে করিয়া প্রেম বেহুলার সনে॥
কীচক বিনাশ করি চাঁদ সদাগর।
রাজত্ব কাড়িয়া নিল সোণার লাহোর॥
শক্তি শেলে পড়িলেন অর্জ্জুন সারথি।
হনুমান্ আনিলেন গঙ্গাভাগীরথী॥
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসে যান্ চড়িয়া জাহাজ।
টুপী খুলো কাঁদে আসি সকল ইংরাজ॥

কেমন বাবু! শুনিলে? সব বুঝিলে তো? কবিত্ব শক্তিই পৃথিবীর সার পদার্থ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় তার অপ্রতুল নাই। শাস্ত্রেও নাকি কবিত্ব শক্তির বিস্তর প্রশংসা করিয়াছেন, বাবার মুখে এ কথা শুনিয়াছিলাম। ছেলো্যে ব্যালা ধরাধরী করিয়া বাবা আমাকে এই বচনটী শিখাইয়া দিয়া গিয়াছেন, তা এখনও ভুলি নাই, কড়ায় গণ্ডায় মনে আছে, যথা

"নরত্বং দুর্লভা লোকে, আবার বিদ্যা তত্র সুদুর্লভঃ।
তারপর কবিত্বং দুর্লভা তত্র, ফের শক্তিথি তত্র সুদুর্লভং॥"

"খানি নাদ পিভিষ্ঠাস্ত, মগম শাশ্বতী সমে,
যৎকিঞ্চিৎ মিথুনো দেক্যা, মবধি কাম মোহীনীঃ॥"

কেমন বাপু! ঠিক্ রাখিয়াছি কি না? এ তো কাঁচা সমস্কার নয়? আবার এ ভিন্ন আপনি পড়্যে পড়্যে আর একটী ভাল প্রেমাণ পেয়েছি তা শুনিবে? এই শোন বলি, দেখ দেখি মাথে কি না।

"লঙ্কায় রাবণ মলো, বেউলো কেঁদে রাঁড় হলো,
ও শিব! তোর মাতায় সাপ!॥"

সে যা হোক, এখন বল দেখি বাপু! বিষয়টাই কি শুনি।

সর্ব্বনাথ। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া)। আসুন, এদিকে সর্য়ে আসুন, একটু গোপনে বলিব।

(সকলের সব নিকটে উপবেশন)

সর্ব্বনাথ। (মৃদু মৃদু)। কোথা? লাহিড়ি মহাশয় কোথা?

(পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) কোথা হে শ্রীকণ্ঠ ভায়া! এখানে আছ কি না?।

গদাধর } একত্র। (মৃদু মৃদু) হুঁা এই যে আমরা সকলেই
শ্রীকণ্ঠ } আছি (ভূধরকে সম্বোধন করিয়া)। যান্, কিছু অগ্রসর হউন, "শুভস্য শীঘ্রং"।

ভূধর। (মৃদু স্বরে)। এই যে হইয়াছে; বলুন না রায় মহাশয়! আর গৌণ কি?।

সর্ব্বনাথ। (চারিদিক চাহিয়া, মৃদু মৃদু)। কথাটা কি মহাশয়! আঃ! আপনি তো সকলই জানেন; ভূধর বাবুর অতি অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল, সুতরাং এ স্ত্রীটী ওঁর বড় মনোনীতা নয়; কিন্তু কি করেন, অগত্যা তথাপি উনি তাহাকেই অবলম্বন করিয়া এক প্রকার কষ্টশ্রেষ্টে কাল ক্ষেপ করিতেছিলেন। এক্ষণে উঁহার সেই অপাত্রে অনুচিত সমধিক অনুরাগই মঙ্গলের বীজ স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে; উঁহার মাতা ভগিনী প্রভৃতি গুরুজন ও গৃহজনেরা মনে করিয়াছেন ভূধর ঐ স্ত্রীর বশীভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের মতের বহির্গত হইতেছে। বিশেষতঃ ঐ বধূটীকে তাঁহারা কেহই দেখিতে পারেন না; এই নিমিত্তই সকলে একবাক্য হইয়া মনস্থ করিয়াছেন ভূধরের আর একটী বিবাহ দিয়া, স্ববশে আনিবেন; ফলতঃ ভূধর বাবু কিছু তাঁহাদের মতের বহির্গত নন্।

সে যাহা হউক, যে পাত্রীটীর সহিত এক্ষণে সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ হইতেছে; সেটী ইঁহার অত্যন্ত মনোনীতা, ইনি তাহাকে

ইতঃপূর্ব্বে বারংবার দেখিয়াছেন, এবং তদর্থ ব্যাকুল আছেন অতএব ইহাঁর বাসনা, মাতা ভগিনী প্রভৃতি, যে উদ্যোগ করিতেছেন, সে কার্য্যটী সম্পন্ন হইয়া যায়। কিন্তু কথা কি জানেন? এবিষয়ে কর্ত্তাটীর একান্তই মত নাই; অতএব যদ্যপি অদ্য কল্য কোন সময়ে আপনি একবার আসিয়া, গণনা করিয়া ভালরূপে বলিয়া যান্ এ বৌটীর সন্তান সন্ততি হইবেক না; তবেই সকলকার এক মত হয় এবং বিষয়টী সম্পন্ন হইয়া যায়।

সূর্য্যকান্ত। "হাঃ হাঃ হাঃ" এই বৈ তো নয়? এ আবার শক্ত কথা কি? আচ্ছা, আপনারা নিশ্চিন্দী বসিয়া থাকুন; কর্ত্তা আছেন, আমি আছি; এক্ষণে উজ্জুগ সজ্জুগ করুন্ গো। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া)। তবে আমার কথাটা কি বাপু জানেন? আমরা সব, হইলাম দুঃখি দারিদ্রী মানুষ, দু দণ্ড দুঃখু সুক্কু না করিলে সংসার চলে না, আবার সুমুখে পোড়া কিস্তিটা পড়িয়াছে, যে দুরান্ত জমীদার; টাকা কাছায় বান্ধিয়া নিদ্রা যাইতে হয়; তাই বলিতেছি, খাজনার ৪ টী টাকার এ পর্য্যন্ত ভারী অসমস্থান রহিয়াছে, অতএব এ মাসের এ কটা দিন চুপ্ করিয়া থাকুন্, পরে আমি কার্য্য শেষ করিব।

সর্ব্বনাথ। (মনে মনে)। বোঝা গিয়াছে; ইহারা সে-কেলে ঘাগী; কথার নয়; কাযের-। (ভুধরের প্যাকেট হইতে ৪ টী টাকা লইয়া, প্রকাশ)। না না গণক মহাশয়! তা হবে

মরীচিকা ঝিকি মিকি জ্বলে,
ভূভাগ ডুবিল যেন জলে।
বিলোল কল্লোল মালা, তক মক করে খেলা,
ভ্রম হয় মনে আর জ্বলে॥

অথবা এরূপ মনে লয়,
ভূধাম হইবে বুঝি লয়।
সাগর ডাগর হয়ে, ডুবায় ঝাপান বয়ে,
সংসার করিল জলময়॥

জীব জন্তু আকুল অন্তরে,
আতপে তাপিত কলেবরে।
কি বিপত্তি রাম রাম, ঝর ঝর ঝরে ঘাম,
তবু দাহ, দেহ দাহ করে॥

শুকাইল তরুলতা দল,
ধরো ছিল নব নব দল।
পথে না চরণ চলে, সবে বলে যাই জলে,
প্রাণ করে সদা জল জল॥

বৈকাল সুখের কাল বটে,
কবিরা এরূপ ভাব রটে।
কিন্তু দুপুরের বেলা, যমে আর জীবে খেলা,
যদি রয় এ জীবন ঘটে॥

আহা! একি স্বভাবের ধারা,
একি দেখি বিপরীত ধারা।
এইমাত্র ছিল যাহা, আর নাহি হেরি তাহা,
আহা মরি! ভেবে হই সারা॥

নিশি নাই শশী নাই আর,
কোথা সেই বাতাস উষার।
এখন ভানুর কর, দগ্ধ করে কলেবর,
সংসার করিল ছারখার॥

পশু পক্ষী ভূচর খেচর,
উত্তাপে হইয়া জর জর।
গাছের ছায়ায় গিয়া, রহে সবে ঘুমাইয়া
নিদ্রাবেশে হইয়া কাতর॥

মন্দ মন্দ মলয় পবন,
বহিতেছে বটে অনুক্ষণ।
কিন্তু আগুণের কণা, ছুটে তাতে অগণনা,
ভস্মরাশি করিল জীবন॥

পথিকেরা শুইয়া ছায়ায়,
চাদর পাতিয়া নিদ্রা যায়।
কার আছে বোচকা মাতে, কেহ দেয় হাত মাতে,
কেহ কেহ লুণ্ঠিত ধুলায়॥

পিয়ু পিয়ু পাপিয়ার রব,
খঞ্জন খঞ্জনী নাচে সব।
ছায়া পেয়ে ডালে ডালে, নাচে গায় তালে তালে,
করে মদনের মহোৎসব॥

কুহু কুহু কোকিলের ধ্বনি,
উহু উহু করে বিরহিনী।
কোকিলের কুহু নয়, হেন ভাব মনে লয়,
দুঃখ দেখি করে উহু ধ্বনি॥

বানর বানরী কুতূহলী,
শাখায় বসিয়া গলাগলী।
মাতিয়া মদন বাণে, মত্ত মুখ মধুপানে,
বলাবলি আর বলাবলী॥

ভ্রমর ভ্রমরী দোঁহে মেলি,
বকের স্তবক মাঝে কেলি।
টকাটক্ করে রণ, শ্বাস বহে ঘন ঘন,
শেষে প্রেমরসে ঢলাঢলী॥

হোই হোই রাখালের দলে,
গোকুলে গোকুল লয়্যে চলে।
কবলে তৃণের গুচ্ছ, উর্দ্ধদিকে উড়ে পুচ্ছ,
হম্বা রব ধেনু বৎস দলে॥

ধবলি ! শ্যামলি ! বলি মুখে,
রাখাল চলিল গোষ্ঠ মুখে।
হারে রেরে রেরে রব, বলে চল ভাই সব,
গোরু বান্ধি নিদ্রা যাই সুখে॥

ঐ ভাই ! গেল তোর ঔড়ো,
ফিরালে মারিতে ধায় তেড়ে।।
শ্যামল শস্যের ক্ষেতে, হামুড়ো পড়িল খেতো,
ক্ষেতো চাও চল ভাই ! ছেড়ো॥

কৃষকেরা ছাড়িয়া লাঙ্গল,
ঘরে যায় হইয়া পাগল।
গৃহিণী লইয়া তেল, পরিবারে দেয় ঢেল,
খায় পরে যেমন সম্বল॥

সে সময় সুসময় নয়,
বনিতারা যত মিষ্ট কয়।
গায়ে যেন বিষ লাগে, রেগে উঠে আগেভাগে,
বলে মাগি ! এ দুঃখ কি সয় ? ॥

তোমা লাগি হয়েছি পাগল,
আর কি করিতে বল, বল ? ।
কটিতে কৌপীন পরা, মাতায় চুলের ভরা,
বাঁধা ধাঁধী সদা ছল ছল॥

(১) (নেপথ্যে মহান্ কলকল)

অভিপ্রায়।

কবিতা।

ধর ধর পুরবাসি!,
গলায় বসিল ফাঁসী।
এমন চণ্ডালী, আগে নাহি জানি,
কি করিল সর্ব্বনাশী!॥

আলো আলো মর্ ছুঁড়ি!,
এখনি কল্য লো কুড়ী।
জানি তোর গুণ, দাদা হৈল খুন,
আহা কি রূপের বুড়ী!॥

কি হৈল কি হৈল হায়!,
পড়িলাম খুন দায়।
একে নারী বধে, পাপ উগ্র অধে,
ধন মান ধর্ম্ম যায়?॥

সেকি সেকি কেন কেন?,
প্রেয়সি! সাহস হেন?।
হৈলে দোষ গুণ, হতে হয় খুন?
আপনি কুবুদ্ধি যেন?॥

---

(১) কলকল—কলরব।

বৃথা কেন করি রোষ,
বাবার কি দিব দোষ।
পোড়া দেশ ছার, পোড়া দেশাচার,
ভারত কষ্টের কোষ॥

(প্রান্তর মধ্যবর্ত্তী মহাশ্মশান, প্রকাণ্ড বট বৃক্ষ)

---

(১) (মাহেশ্বরী, রাসবিলাসিনী, সর্ব্ব সুন্দর শিরোমণি, ব্রজবিলাস, ভুবনেশ্বর, এবং হস্তে রজ্জু লইয়া আলুলায়িতকেশা স্ফীতিতাবক্ষোহা মরণাবেশাবেশা উন্মাদিনী মোহিনীর প্রবেশ)

মাহেশ্বরী। (ক্রোধান্বিতা ও চকিতা)।

ধর ধর পুরবাসি!,
পলায় বসিল কাঁসী।
এমন চলানী, আগে নাহি জানি,
কি করিল সর্ব্বনাশী॥

রাস বিলাসিনী। (সক্রোধে)।

আলো আলো মর ছুঁড়ি!,
এখনি হলা লো কুঁড়ী।
জানি তোর গুণ, দাদা হৈল খুন,
আহা কি রূপের ঝুড়ী?॥

(১) শাশুড়ী, ননদ, শ্বশুর, স্বামী, দেবর এবং ব্রজবিলাসের প্রথমা স্ত্রী। জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পার্শ্বগ্রামবাসী কোন গৃহস্থ পরিবার। ভুবনেশ্বর,—গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ছাত্র।

সর্ব্বসুন্দর। (ব্যস্ত সমস্ত ও বিমর্ষভাবে)।

কি হৈল কি হৈল হায়।
পড়িলাম খুন দায়।
একে নারী বধে, পাপ উর্দ্ধ আছে,
ধন মান ধর্ম্ম যায়॥

রঞ্জবিলাস। (অবাক্ হইয়া)।

সে কি? সে কি? কেন? কেন
প্রেয়সি! সাহস কেন?।
ছিলো দোষ ঋণ, হতে হয় খুন,
আপনি কুবুদ্ধি যেন?॥

ভুবনেশ্বর। (চকিত, বিরক্ত ও ভীত হইয়া)।

বৃথা কেন করি রোষ,
বাবার কি দিব দোষ,
গৌড়া দেশে ছার, গৌড়া দেশাচার,
ভারত কষ্টের কোষ॥

সূর্য্যকান্ত। (পার্শ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া সবিস্ময়ে)। এঁ্যা! উদ্বন্ধন?।

মোহিনী। (বটবৃক্ষ শাখায় রজ্জু সংযোগ করিয়া রোদন করিতে করিতে, স্বগত)।

হা! এ হতভাগিনীর সংসার আশ্রমের সুখ সম্ভোগের আশা সকলি ফুরাইল!। (বাষ্পকণ্ঠে মৃদু মৃদু)। হা বিধাতা! তোমার মনে কি এই ছিল। হে জগদীশ্বর! এই দুর্ভাগিনী, অসহ্য সতিনী যন্ত্রণা ও পতির চির বিরহ একান্ত সহ্য করিতে না পারিয়াই এই অকর্ত্তব্য পাপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেছে—উদ্বন্ধনে প্রাণ বিয়োগ করিতেছে, দেখো২, হে ভগবান্! তুমি দয়াময়, যেন ও নামের মহিমা থাকে। আমি এই তোমাকে স্মরণ করিয়া তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, যেন স্মরণ রয়, এক্ষণে আর কিছুই চাই না। হে দয়াময়! দয়া করিয়া কেবল এই দুস্তার পাপ পঙ্ক হইতে নিস্তার করিও, দোহাই তোমার, হে দীননাথ!—শুনিয়াছি "অপঘাত মৃত্যুতে বড় পাপ হয়" (রোমাঞ্চ ও গাত্র শিহরণ) দেখো ঠাকুর! আবার এ অভাগীর যেন সে পাপটিও না হয়, এই ভিক্ষা দিও। (ক্ষণকাল রোদন করিয়া) হে ঠাকুর! শুনিয়াছি "মনুষ্য জন্ম বড় দুর্লভ জন্ম" অতএব মরিয়া আর একবার যেন মনুষ্য দেহ পাই, এই করো! যদি পুরুষ হই, তবে যেন এক স্ত্রী থাকিতে অন্য বিবাহে মতি না হয়। যদি নারী হই, তবে যেন আমার এই দুর্নিবার সতিনী যন্ত্রণায় না পড়ি।

হে জগন্নাথ! পতিত পাবন দীনবন্ধো! পতি, কুরূপ কদাকার হন, তায় দুঃখ নাই; কিন্তু তিনি যেন এককালে একটী বৈ অনেক স্ত্রীর পতি না হন এই প্রার্থনা। আর, পতি, দুঃখী দরিদ্র হন, তাও ভাল, দিনান্তে ভিক্ষার ভক্ষণ

করিয়া কাল যাপন করিব, ঘর না পাই, নাই নাই, তথাপি যেন মনের মত একটী বর পাই ঠাকুর!—বনে বনে বেড়াইব,-গাছের ছাল পরিব,-গলিত পত্র খাইব,—গিরিগুহা বাস গৃহ হইবে,—শ্যামায়মান নব নব দুর্ব্বাদল সুশীতল শয্যা হইবে,—দক্ষিণহস্ত বালিশ করিয়া পতিকে শয়ন করাইব-তাহাতেই সুখে শয়ন করিব, হে ঠাকুর! তথাপি যেন পতি, সতিনীর পতি না হন, অবলার গতি পতিরত্নের যেন অংশী না থাকে, সাধ্বী স্ত্রীর পরম ধন পতির প্রেমধন যেন সতিনী হস্তে না যায়। দোহাই-দোহাই-দোহাই-অন্তর্যামি! এই ভিক্ষা দিও, নচেৎ এই স্ত্রীহত্যার পাপ তোমার হইবে, আমার নহে।

হে বিশ্বনাথ! আমি মনে জ্ঞানেও তো কখন তোমার নিয়মের অন্যথা করি নাই, বরং তাহা প্রাণপণে রক্ষা করিয়া চলিয়াছি, পতিকে এক নিমেষের নিমিত্তও অভক্তি করি নাই স্বপ্নেও পরপুরুষে অভিরুচি জন্মে নাই। যদি সে পথ সুপথ জ্ঞান করিতাম, তবে কেন এ পাপ কর্ম্ম করিব, এবং তবে কেন ভীতা হইয়া তোমার নিকট এত বিনয় করিতে হইবে; যে জন্য এই আত্মহত্যা করিতেছি, পরপুরুষ বিশেষেও তো আপাততঃ ইহার অনেক দুঃখ দূর হইতে পারিত? না, না, তা ভাল নয় ঠাকুর! তাহাতে তোমার নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়। সে পাপ স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সামান্য পাপ নয়, অক্ষয় পাপ। যত দিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবেন— যত দিন দিন যামিনী হইবে, তত দিন পর্য্যন্ত কামিনীদিগকে সেই দুঃখ-

পাতকজন্য দুষ্কর কষ্ট ভোগ করিতে হয়, সন্দেহ নাই, হে জগন্নিয়ন্তা! আমি সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি তদপেক্ষা আত্মহত্যা উচিত ও বিস্তর পুণ্যের কর্ম্ম, বরং বিষ পান, বরং উদ্বন্ধন, বরং উর্দ্ধ হইতে নিপতন, বরং জল প্রবেশ, বরং জ্বলন্ত হুতাশন প্রবেশ দ্বারা আত্মহত্যা করা ভাল, তথাপি স্ত্রীলোকদিগকে পরপুরুষের মুখাবলোকন করিতে নাই। এ বিষয়ে শাস্ত্রেও গুরুতর নিষেধ আছে।

(ক্ষণেক চিন্তিতার ন্যায় দাঁড়াইয়া)

হা! এত বিলম্ব করিতেছি, ত্বরা করি; কেউ দেখিয়া ফেলিবে। (রজ্জু ধরিয়া উর্দ্ধমুখে, কৃতাঞ্জলি)। হে জগদীশ্বর! হে ভূতভাবন! হে দয়াময়! হে সর্ব্বান্তর্যামি! তুমি সর্ব্ব-স্থানেই বিরাজ করিতেছ-সকলি দেখিতেছ, এ হতভাগিনীর সময় শেষ হইয়াছে, কাল নিকটবর্ত্তী, আর কিছু বলিতে পারিস না, ঠাকুর! আর কি বলিব; যাহাতে তোমার নিষ্কলঙ্ক করুণাময় নামে কলঙ্ক না হয়,—যাহাতে তোমার দয়াময় নামের মহিমাটী বজায় থাকে, করো।

(ক্ষণকাল রোদন করিয়া)

হা পিতঃ! হা মাতঃ! হা ভ্রাতৃবর্গ! হা ভগিনীগণ! হা আত্মীয় স্বজন! এমন সময়ে তোমরা কোথায় রহিলে, শেষকালে তোমাদিগের সহিত একবার সাক্ষাৎ হইল না, এই খেদ রহিল! হা! তোমাদের মোহিনী এই জন্মেরমত বিদায় হয়—কোথায় যাইতেছে, একবার আসিয়া দেখিলে

না ?। হা ! তোমরা বলিতে "আমাদের মোহিনী অতি শান্ত মেয়ে, বড় সুধীর, দিবানিশি মুখে হাসি লাগিয়া রহিয়াছে, উচ্চ কথাটী নাই।" হা ! এস্তো এস্তো, দেখ এসে, একবার দেখে যাও, তোমাদের সেই মোহিনীর সেই হাস্যমুখের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে, হাস্যের পরিবর্ত্তে এখন হা হা শব্দ অনবরত নির্গত হইতেছে, অজস্র অশ্রুধারা বহিতেছে, এস্তো এস্তো একবার দেখ, এখন কেমন দেখায় ! ।

হা ! তোমরা বলিতে "মোহিনীর গড়ন খানি কি সুডৌল ! হাত দুটী যেন পদ্মের মৃণাল ! মুখখানি যেন আধফুটো পদ্মফুল ! আহা ! অভাগী, চক্ষু দুটী যেন হরিণী হইতে হরণ করিয়া এনেচে ! চুলগুলি যেন চামরের মত ! কথা গুলি কি মিষ্ট মিষ্ট :—যেন মধুমাখা, কোকিলের কুহু ধ্বনি জিনিয়াছে ! আহা ! এ সময়ে তোমরা কোথায় রহিলে, দেখিলে না ? তোমাদের সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী মোহিনী, এখন আবার কেমন এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া শ্মশানের বটবৃক্ষে ঝুলিতেছে। সে তোমাদের নিকট আর যাইবে না, তোমরাও আর তাহাকে দেখিতে পাইবে না, তার মানবলীলা সাঙ্গ হইল, তার পতিব্রত উদ্যাপন, আসিয়া দেখিলে না ? ।

হা ! তোমরা বলিতে "মোহিনীর কপালটা ভাল, যেমন হোক্ একটী চাকুরে ডাক্তারের হাতে পড়িল, দশখানা অলঙ্কার প্রতীকার পরিয়া মনের খেদ মিটাইতে পারিবে।" আহা ! এ সময়ে তোমরা কোথায় ? তোমাদের সেই ভাগ্য

বতী মোহিনী গলদেশে কেমন অলঙ্কার পরিতেছে দেখিলে না?। (রজ্জুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, রোদন করিতে করিতে)। অলঙ্কার প্রতীকার হইবে, তোমরা বলিয়াছিলে, তোমরা স্বজন ও গুরুজন, তোমাদের কথা মিথ্যা কেন হইবে? এই দেখ তোমাদের মোহিনীর অলঙ্কারই প্রতীকার হইল, লোক পাঁচনরী পরে, তোমাদের মোহিনীর এই তে নরীতেই পৃথিবীর সকল সাধ মিটিল। হা নিষ্ঠুর অদৃষ্ট! তোমাকে নমস্কার দি।

(ক্ষণেক চিন্তা করিয়া, একান্ত ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া)।

হা নিষ্ঠুর সতিনি! হা নির্দ্দয় স্বামি! হা, পাষাণ হৃদয় শ্বশুর! হা ডাকিনি শাশুড়ি? হা রাক্ষসি ননদি! হা পোড়া পাড়া পড়সি! তোমরা আর মোহিনীকে কটু কহিও না। মোহিনী তোমাদের কত উপকারিনী, এবার বিশেষ জানিতে পারিলে তো?। এই দেখ, মোহিনী প্রণান্তপণে তোমাদিগকে নিষ্কণ্টক করিয়া গেল। আর কি উপকার করিতে বল, বল?।

(ক্ষণেক চিন্তা করিয়া)

হা দেবর ভুবনেশ্বর! এ সময়ে তুমি কোথায় রহিলে! আহা! চাঁদমুখে একবার "বড় বৌ, বড় বৌ" বলিয়া কি আর ডাকিতে হইল না?। আজ তোমার নির্দ্দয় বড় বৌ তোমাকে ফাঁকী দিয়া কোথায় চলিল, আসিয়া দেখ। হে প্রিয়তম! আজ হইতে তোমার অযত্ন আরম্ভ হইল। তোমার যে ডাকিনী মা,—যে দুরন্ত বোন, আমার কাছে যেরূপ দুরন্তপণা করিতে,

আর তাহা করিও না, করিলে অভিমানে বিস্তর কষ্ট হইবে, তাহারা কি তোমার সে আবদার সহিবে?। আর, আমার নিকট "মা গ।" বলিয়া যেমন আসিতে, কি করিবে, তুকেকে দুর পরিহার! ছোট বৌর নিকট আজ অবধি সেইরূপ করিও। হা যাদুমণি! তুমি আজ অবধি মাতৃহীন হইলে, সাবধানে চলিও। কেহ কিছু বলিলেও তাহাতে কদাচ উত্তর করিও না। ছোট বৌ, দয়া করিয়া তোমার প্রতি যে পর্য্যন্ত সদ্ব্যবহার করে, তুমি তাহাই প্রচুর মানিও।

হা বাছা! বুকে যে কেমন কেমন করিতেছে রে? আর তোকে মনে করিতে পারি না। ঘরে জল খাওয়ার রাখিয়া আসিয়াছি, স্কুল হইতে আসিয়া অগ্রে তাহাই খাইও। বাছা! আমার মাথা খাও, আমার জন্যে আর বৃথা হাহুতাশ করিও না, পীড়া হইবে, পীড়া হইলে তোমাকে কে দেখিবে, বল? আর তোমার দেখিবার মানুষ নাই!।

(পোষা বিড়ালটীকে কোলে লইয়া)

বাছা! যাও,—ঘরে যাও, আর কেন এ অভাগিনীর চারিদিকে "মাঁও মাঁও" শব্দ করিয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াও, মায়া বাড়াও বল?। তোমার নিষ্ঠুর মাঁও, এই তোমাদিগকে ছাড়িয়া চলিল। যাও, বাছা! ঘরে যাও, এ শ্মশান ভূমি, বড় ভয়ঙ্কর স্থান, ঐ দেখ শৃগাল কুক্কুর সব চারিদিকে "হেঁ হেঁ" করিয়া বেড়াইতেছে, আর কিছুকাল পরে এখানে পাল পাল আসিয়া আমার মাংস শোণিত খাইবে।

বাছা! যাও যাও, আমি জীবিত থাকিতে থাকিতেই ঘরে যাও।

(মুখচুম্বন করিয়া)

বাছা! আমার ভুবনেশ্বরকে বলিও যে আমি মাওর সঙ্গে সঙ্গে শ্মশান পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম, সৎকার করিয়া আসিয়াছি। আর, দাদা! মাও, তোমাকে কাঁদিতে বারণ করিয়া গিয়াছে। এবং আমাদিগকে অতি সাবধানে ঘর করিতে কত আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছে। (পুনর্ব্বার মুখ-চুম্বন পূর্ব্বক বিড়াল পরিত্যাগ এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন)। বাছা! যাও যাও, শীঘ্র ঘরে যাও, আবার কেন "মাঁও মাঁও" কর, আমার আর বিলম্ব নাই, আমার মৃত্যুর পর এ স্থান অতি ভয়ঙ্কর হইবে। তোমরা আর এখানে আসিও না।

(এই সময়ে বটবৃক্ষে এক টিকটিকী ডাকিয়া উঠিল, তাহাকে লক্ষ করিয়া)।

অরে অদূরদর্শি টিক্‌টিকি! তুই আর কেন এখন বৃথা টিক্‌টিক্ করিস্?। নিষ্ঠুর বরের সহিত যখন এ হতভা-গিনীর বিবাহ হয়, তখন তুই কোথায় ছিলি?। তোর দোষ কি? সকলি জন্মান্তরের তপস্যার ফল!।

(এই সময়ে বটবৃক্ষে বাতাস বহিতে লাগিল, তাহাকে লক্ষ করিয়া)।

ও বায়ু! তুমি কি আমার আয়ু গ্রাস করিতে আসি-য়াছ?। ভাল ভাল! তুমি কি আমার প্রাণবায়ুর সঙ্গী হইলে! বেশ বেশ! তুমি এ অভাগিনীর প্রাণবায়ুকে সঙ্গী

করিয়া লও, ভাল হইল, অভাগিনী একাকিনী কোথায় যাইত!।

(বটবৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে সম্বোধন করিয়া)

হে বটাধিষ্ঠাত্রি! তোমাকে প্রণিপাত করি, এ দুর্ভাগিনীর যেন পরকালটা ভাল হয়, হে ঠাকুর! এই আশীর্ব্বাদ কর, জগদীশ্বর দয়া করিয়া যেন এই অপঘাত মৃত্যু জন্য মহাপাতক ভিক্ষা দেন।

(এই বলিয়া ঊর্দ্ধ মুদিত নয়নে গলে রজ্জু প্রদান)

সর্ব্বসুন্দর। (তাড়াতাড়ী নিকটে গিয়া)। হাঁ হাঁ। কি সর্ব্বনাশ। কি সর্ব্বনাশ! মা! ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, ও কি কর২! এমত অপকর্ম্ম করিতে নাই। (বলপূর্ব্বক রজ্জু মোচন)।

ভুবনেশ্বর। (রোদন করিতে করিতে)। ও কি। ও কি! হাঁ হাঁ, মা! ও কি করিতেছ! স্থির হও, স্থির হও, এমন মহাপাপজনক দুঃসাহস করিতে নাই। (হস্ত ধারণ)।

মাহেশ্বরী } রাসবিলাসিনী } (একত্র, দন্ত কিড়িমিড়ি পূর্ব্বক গালে ঠোনা মারিয়া আক্রোশে)। মুয়ে আগুন, আঁটকুড়ীর ঝী, ভাই খাগী, আ মরণ! কে? মর্ত্তে পাল্লি না? সোগ কচ্চিস্ বুঝি? মরবি তো এমন গুটী ওদ্ধ বাঁধয়ো মরিস্ কেন? মর্ত্তে জানিস্ না? অমনি অমনি কি মর্ত্তে পারিস না? মরবার কি আর ওষুধ পাস্ না।

মোহিনী। (মৃদুস্বরে রোদন করিতে করিতে সকরুণ)।

ও গো! তোমরা আর কেন আমাকে যন্ত্রণা দেও? আমি যে আর সইতে পারি নে।

(শ্বশুর ও দেবরকে সম্বোধন করিয়া কাকুস্বরে)

ও গো! আমাকে ছেড়ে দেও, আমি এ প্রাণ আর রাখ্‌ব না। (আকর্ষণ)।

ব্রজবিলাস। (আক্রোশে)। আঃ! মর্! মর্! হিংসাতেই মলোন আর কি?।

মোহিনী। (কাঁদিতে কাঁদিতে কাকুস্বরে)। ও গো! তুমি কেন আর এখনও আমাকে দয়া! এখনও তোমাকে এক বার ভাল করো দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় কেন?। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)।

সর্ব্ব সুন্দর }
ভুবনেশ্বর } (একত্র, উভয়কে যথোচিত তিরস্কার করিতে করিতে তাড়াইয়া দিয়া)।

চল না! চল, চল চল, ঘরে চল, ছি! ছি! আমরা কি করিতে আছে, তুমি বুদ্ধিমতী কুলবধূ, এখানে লোকারণ্য হইয়াছে, আর এ স্থলে থাকিতে আছে? কলঙ্ক হইবে, চল না! চল, চল চল, শীঘ্র চল, ঘরে যাই। (আকর্ষণ)।

মোহিনী। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে)। ও গো! তোমরা আর কেন আমাকে দুঃখ দেও!, আমি কোথা যাব! কেমন করো আর এ মুখ দেখাব। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)।

সূর্য্যকান্ত। (তাঁহাদিগের সন্নিহিত হইয়া সবিস্ময়ে)। কি? কি? কি এ মহাশয়! ব্যাপারটা কি?।

ভুবনেশ্বর। (বিমর্ষ ও সলজ্জভাবে)। কেন আর মুখ পোড়ান মহাশয়! মাথা মুণ্ড কি বলিব! পিতৃ দোষ বাল্য বিবাহের ফল—অবঘাত।

সূর্য্যকান্ত। (কাণ পাতিয়া)। কি? কি বল্লে গা? কিছু-ইতো বুজ্‌তে পাল্লেম না।

ভুবনেশ্বর। আর কি বলিব মহাশয়! বলিতে রোদন আইসে, বুক ফাটিয়া যায়। পিতা, আমার জ্যেষ্ঠের অতি বাল্যকালে বিবাহ দিয়াছিলেন। পরে উপযুক্ত বয়ঃক্রম সময়ে সে বধূটী দাদার নিতান্ত অমনোনীত হইল; সুতরাং তিনি আর একটী মনোনীতা কন্যা বিবাহ করিলেন। এবং সেইটীতেই নিতান্ত রত হইলেন। ইনিই দাদার সেই অভা-গিনী প্রথমা স্ত্রী। দুঃসহ সতিনী যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া এবং পতির চির বিরহে একান্ত অধীরা ও সংজ্ঞা শূন্যা হইয়া এই নৃশংস ব্যাপারে আসিয়াছিলেন। তাই বলিলাম পিতৃ দোষ বাল্য বিবাহের ফল—অবঘাত।

সর্ব্বসুন্দর। (সন্তানের মুখচুম্বন করিয়া)। বাছা! আর কেন মুখ পোড়াও বল, আমি কি করিব; পোড়া দেশা-চারই সর্ব্বনাশের মূলীভূত হইয়াছে।

আমি নিশ্চিত জানি বটে “বাল্য বিবাহ অত্যন্ত ভয়াবহ। বাপু! এই নিমিত্তই ভগবান্ মনু স্বয়ং লিখিয়াছেন।

"ত্রিংশদ্বর্ষো বহেৎ কন্যাং, হৃদ্যাং দ্বাদশ বার্ষিকীম।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা, ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥"

বাপু! আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক, বিলক্ষণ অবগত আছি এই বচনে হৃদ্যা শব্দের পরমার্থ এই যে বর আপনি কন্যা মনোনীতা করিয়া বিবাহ করিবে। বর ত্রিশ বৎসর বয়সে দ্বাদশবর্ষ বয়স্কা হৃদ্যা কন্যা বিবাহ করিবে, অথবা চব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে অষ্ট বর্ষ বয়স্কা হৃদ্যা কন্যা বিবাহ করিবে। এই কাল নিয়ম অতিক্রম করিয়া চলিলে ধর্ম্মভ্রংশ হয়।

আর, বাপু! তোমরা যে সব কথা বল, সে সমস্তই আমার বিলক্ষণ মনে লাগে। অমনোনীতা বনিতাতে সন্তান সন্ততির উৎপাদন কদাচ হয় না। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তারাও একথাটী স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন।

"যদি হি স্ত্রী ন রোচেত, পুমাংসং ন প্রমোদয়েৎ।
অপ্রমোদাৎ পুনঃ পুংসঃ, প্রজনং নৈব জায়তে॥ মনুঃ॥

স্ত্রী পুরুষের মধ্যে পরস্পর অপ্রণয় থাকিলে বংশবৃদ্ধি হয় না। অতএব, বাছা! আর কেন মুখ পোড়াও।

আহা! এই দুঃসময়ে রাজা রামমোহন রায়কে স্মরণ হইল। হা রাজা মহোদয়! ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য বশতই কি তুমি অকালে মানবী লীলা সম্বরণ করিয়াছ?। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্ম তুমিই পরিগ্রহ করিয়াছিলে।

হা! বাছা ভুবনেশ্বর! তুমি আমাকে কি তিরস্কার কর? তোমার মাই এই সর্ব্বনাশের মূল।

ভুবনেশ্বর। তা বৈ কি মহাশয়! পিতা মাতাই তো অনর্থের হেতু।

হায়! কি অদ্ভুত কাল পড়িয়াছে! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়,—শোক সিন্ধু উচ্ছলিত হইয়া উঠে!। অরে দুরাচার দেশাচার! তুই দীর্ঘায়ুঃ হইয়াই স্বর্ণময়ী ভারত ভূমিকে এক-কালে ছারখার করিলি!। তোর কি আর বিনাশ নাই রে!। তোর প্রতাপেই পৃথিবী এককালে পাপে পরিপূর্ণ হইল!। হারে! তুই কি ভারতবর্ষকে পরিত্যাগ করিবি না?। তোর প্রতাপে অধর্ম্মই ধর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে,—অপকর্ম্মই কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া সমাদরণীয়। তুইই শাস্ত্রকে অশাস্ত্র,—ধার্ম্মিক কে অধার্ম্মিক,—পুণ্যকে পাপ, সুমনুষ্যকে কুমনুষ্য করি-তেছিস্।

হা প্রিয় স্বয়ম্বর! দুঃসময় দেখিয়া তুমিও কি আমাদের প্রতি এককালে স্নেহ সম্বরণ করিলে?—দয়াশূন্য হইলে?। আর কি তুমি এ পাপিষ্ঠ ভারতভূমির মুখাবলোকন করিবে না?।

গীত।

হারে দুষ্ট দেশাচার!, করিলি রে ছারখার,
তবু তোর না হয় সন্তোষ।

সোণার ভারত ভূমি, হইলি শ্মশান ভূমি,
ক্রমে তোর বাড়িতেছে রোষ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে এই পাই, ছেলো মেয়ো ভেদ নাই,
তোর মতে বিস্তর প্রভেদ।
সন্তানেরা পড়ে লেখে, এ তিন ভুবন দেখে,
দুহিতারা মনে পায় খেদ॥
এ দেশের শুভকর, ছিল এক স্বয়ম্বর,
পলাইল ক্রমে তোর আগে।
যদি সে আসিতে চায়, তোর ভয়ে আসা দায়,
ফেড়ো দিস্ তাহাকে উল্লাসে॥
বাল্যকালে দিস্ বিয়া, পরস্পর ভিন্ন হিয়া,
বর কন্যা মিলন না হয়।
তাহাতেই বংশ নাশ, ধন নাশ ধর্ম্ম নাশ,
সর্ব্বনাশ শোকের উদয়॥
পুরুষেরা যত চায়, বিবাহ করিতে পায়,
নারীর কপালে গণ্ডগোল।
পতিহারা বালিকারা, প্রাণে সারা হয় তারা,
আর নাহি পায় পতি কোল॥
এ তোর কেমন কর্ম্ম, না বাছিস্ ধর্ম্মাধর্ম্ম,
মর্ম্ম ভেদ ধর্ম্ম ভেদ কারি!।
কে বুঝিবে এ চাতুরী, ধর্ম্ম পথ করি চুরী,
নিজে হোস্ অধর্ম্মের দ্বারী॥
শাস্ত্র সব মিথ্যা হয়, ধন ধর্ম্ম ক্ষতি ক্ষয়,
সুনর দুর্নর তোর কাছে।

লোকের কর্ত্তব্য যাহা, অকর্ত্তব্য তোর তাহা,
হেন গুণ শত শত আছে॥
পাতিয়া বঞ্চনা ফাঁস, করিলি রে সর্ব্বনাশ,
নহিলে কি হয় হেন দশা।
আহা তোর কি কৌতুক, তুচ্ছ হৈল সারী শুক,
পাখীর প্রধান হৈল মশা॥
ভেবে মনে পাই ব্যথা, সোণা হৈল শোনা কথা,
রাঙ্গের বাড়িল রঙ্গরস।
তাই ওরে তোরে বলি, যারে অন্য দেশে চলি,
ভাল বলি গাই তোর যশঃ॥

সূর্য্যকান্ত। (কিঞ্চিৎ ঈর্ষাযুক্ত হইয়া সর্ব্বসুন্দরকে সম্বোধন পূর্ব্বক)। মহাশয়! এটী কে? আপনকার কনিষ্ঠ সন্তান বুঝি?।

সর্ব্বসুন্দর। (প্রসন্ন বদনে)। হাঁ, মহাশয়! এখন আমার নয়, দশজনের, রাখিয়া মরিতে পারিলেই আমার।

সূর্য্যকান্ত। (রাগভাবে)। এটী কেলিজে পড়ে বটে?।

সর্ব্বসুন্দর। হাঁ, মহাশয়! সকলি দশজনের আশীর্ব্বাদ।

সূর্য্যকান্ত। (মুখভঙ্গিমা করিয়া)। হাঁ, হাঁ, বোঝাগিয়াছে, যাও; আর বলিতে হবে না।

সর্ব্বসুন্দর। (ব্রস্ত হইয়া)। কেন মহাশয়? বড় যে বিরক্ত হইলেন?।

সূর্য্যকান্ত। বিরক্ত হই নাই, দুঃখিত হইলাম।

সর্ব্বসুন্দর। কেন? কেন? দুঃখিত হইবার কারণ কি?।

সূর্য্যকান্ত। (সহস্তে)। বল কি গো! দুঃখিতও হইব না? তোমাদের গ্রামে নাকি কোম্পানি থেকে একটা কেলিজ বসিয়াছে?।

সর্ব্বসুন্দর। হাঁ, হাঁ, তার কি? বিস্তর যত্নে আমরা সরকারের দয়ার পাত্র হইয়াছি, ছেল্যে পেল্যেগুলো মানুষ হইবার আশা হইয়াছে।

সূর্য্যকান্ত। (মুখ বাঁকা করিয়া)। হাঃ! বিলক্ষণ!। এত বড় ভক্তি সক্তি লোক হইয়া আপনিও যে গভ্যের ছাদ্দে গিয়াছেন?। এর চেয়ে গ্রামে মদের দোকান, গুলীর আড্ডা, কসবীর ঘর বরং ভাল ছিল। আপনকার টোল ছিল নয়?। হেঃ!—ছেলেটাকেও এই যে বিলক্ষণ খিস্টেন করিয়া তুলিয়াছেন। যান্ যান্, এখন বৌমাকে নিয়ে ঘরে যান। এত উতলা হইবেন না, ঘর করিতে গেলেই এমন কি? এরে চেয়েও বাড়া হইয়া থাকে, সব সৈতে হয়। তা বলিয়া কি ধর্ম্ম কর্ম্ম লোপ কত্তো চান?। ও সব তো খিস্টেনের কথা, শুনিলে রাগ জন্মে। ব্যালাটা অধিক হইয়াছে, অনেক ক্ষণ হইল আসিয়াছি। আমিও বাড়ী চলিলাম।

(সকলের প্রস্থান)

সূর্য্যকান্ত। (পথে যাইতে যাইতে, স্বগত)।

পদ্য।

এ কি দেখি ঘোর কলি, ভাল মন্দ কারে বলি,

সকলি হইল একাকার।

দেশে যত ছিল টোল, তারাও খাইল গোল,
 ধন্য কল্ম কৈল ছারখার॥
যাহা যার মনে ভায়, বাধা আর নাহি তায়,
 করে তাই যাহা লয় মনে।
নাহি আর বলাবলী, উঠো গেল দলাদলী,
 চলাচলী সকলের মনে॥
হইল রাঁড়ের বিয়া, শুন্যে রাগে জ্বলে হিয়া,
 আর বা দেখিতে হয় কত।
মেয়্যে শুন্যে লিখে পড়ে, করে তারা ঘোড়া চড়ে,
 [illegible]ধ্য শুন্যে হই বুদ্ধি হত॥
[illegible] দিকেতে করি দৃষ্টি, দেখি কেলিজের সৃষ্টি,
 ধরা বুঝি একাকার হবে।
অনুমানে বুঝি ভাবে, শাস্ত্রের সম্মান যাবে,
 স্বয়ম্বর চলো যায় কবে॥
ছিল যত সুরালয়, কৈল সব সুরালয়,
 গোহত্যেতে নাহি গণ্ডগোল।
বাবুগিরী ধূমধাম, গোমাংস বদকাম,
 বাজিয়াছে বজ্জাতীর খোল॥
[illegible] ছিল সমাজে সব, তারা সব হত রব,
 কেলিজের দেখিয়া কৌশল।
বালী বাকসা হত জ্ঞান, নবদ্বীপ ম্রিয়মান,
 নাই কৃষ্ণ নগরের বল॥

যাঁরা সব বড় লোক, তাঁরা সব বড় লোক,
ধর্ম্ম লোপ হইতেছে তাই।
দেখ্যো এই টেনাপোঁদা, ঠোঁট কাটা পা গোদা,
আমাদের সমাদর নাই॥
তাই হৈল ধর্ম্ম লোপ, ছুটিল ছটার তোপ,
কিট কাঁট হৈল বঙ্গদেশ।
পিতা পুত্রে সম ভাব, লঘু গুরু নাহি দাব,
নাহি আর সঙ্কোচের লেশ॥
ভেব্যো হয় ছাতি ভেদ, না রহিল জাতি ভেদ,
হুঁকা নয়ো লুকাচুরী খেলা।
তাত হয় আঁত গত, সবে এক প্রেমে রত,
হত সব সাহেবের চেলা॥
হায় হায় কব কায়, দেখ্যে ছাতি ফেটো যায়,
যায় যায় যায় হিন্দুয়ানী।
মিছে আর টলাটলী, হইয়াছে গলাগলী,
এই বেলা খানিখিস্তি মানি॥

সর্ব্বসুন্দর। (পথে যাইতে যাইতে, স্বগত)।

পদ্য।

কি দুরন্ত কলিকাল বলি কার কাছে।
ফুটিল ঘেঁটুর ফুল গোলাবের গাছে॥

বেদ স্মৃতি পুরাণেতে শিখায়েছে মজা।
পাপিষ্ঠ কলির চেলা নিতে, রঘো, বজা॥
স্মার্ত্ত লয়ে আর্ত্তনাদ করি হায় হায়।
কে কহিল হেন বিধি লিখিতে তাহায়?॥
অবিধি রাঁড়ের বিয়ে কোথা পেলো সেটা?।
স্বয়ম্বর নিষিদ্ধ বলিল তারে কেটা?॥
মেয়্যেদের লেখা পড়া শিখাইতে নাই।
কোন্ শাস্ত্রে লেখে ইহা দেখিতে না পাই॥
তবে কেন করিল সে হেন গণ্ডগোল।
কে বলিল বাজাইতে বজ্জাতীর ঢোল?॥
তাইতে এখন এই ঠেকিতেছি দায়।
পদে পদে ধন মান আর ধর্ম্ম যায়॥
নবদ্বীপে সচী পিশী, তাহার সন্তান।
রিরি রিরি করি এক তুলিয়াছে তান॥
বেদে নাই ভেদে নাই হেদে ওরা কেটা?।
এ পর্য্যন্ত জানিতে না পারিলাম সেটা॥
ওদিকেতে বাঙ্গাল বল্লাল মহাশয়।
তানা নানা নানা নানা তুলিলেন লয়॥
সে লয় সামান্য নয় প্রলয়ের লয়।
তাহাতেই হইয়াছে এ মহা প্রলয়॥
কুলীন প্রবাহে ধরা হইল কুলীন।
ম্যাও ম্যাও বাজিতেছে নক্টামীর বীণ॥
মাঝে মাঝে তাল দেন কৌলীবর ভায়া।
সে তাল বেতাল যেন বেতালের মায়া॥

দুর হোক্ সে সব কথায় নাহি কায।
সব জ্বালা ঘুচাইবে এবার ইংরাজ॥
শিশু ফাঁদ ইঁহাদের যীশু ফাঁদ যেটী।
সকলের সব ফন্দী ঘুচাইবে সেটী॥
দিন কত কর গত হবে একাকার।
কলিকাতা চেয়ে দেখ নমুনা তাহার॥
সাহেব বাঙ্গালী আর নাহি যায় চেনা।
উইলসনী খানা আনি বল খান কেনা ?॥
গোটা কত মোটা মোটা বড় লোক আছে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সুবিচার তাহাদের কাছে॥
তাহা বই হোই হোই ঢাকের বাঁ দিক্।
বাজে নাই কাযে নাই লাজে নাই দিক॥
কোথা গেলে মহারাজ শ্রীরাম মোহন।
তোমার ভারতভূমি হৈল কাঁটা বন॥
কি কর গো রাধাকান্ত রাজা মহামতি।
অনোযোগ কর দেশে হইল দুর্গতি॥
কেটো ছিঁড়ো হিন্দু ধর্ম্ম কর পরিষ্কার।
গোলযোগে কষ্ট ভোগে বাঁচি না যে আর॥
হায় রে হিন্দুর ধর্ম্ম সনাতন তুমি।
তবে কেন এ হেন হইল বঙ্গভূমি॥
বারো জনে গোল করি তোমারে হারায়।
দেখিলে তোমার দশা প্রাণ ফেটে যায়॥
কবে তুমি পুনর্ব্বার হইবে নির্ম্মল।
কত দিনে প্রচল হইবে তব বল॥

উঠিয়াছে যে দেখি বিষম গোলযোগ।
এ রোগ সুরোগ নয় সাংঘাতিক রোগ॥
কবি কয় মিথ্যা নয় এইরূপ বটে।
যে কাল পড়েছে দেখ কি বিপত্তি ঘটে॥

(জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর)

(হরিপ্রিয়া ও হরমণির প্রবেশ) (১)

হর। (কর্ণপাত করিয়া আস্তে আস্তে)। ও মা! ঐ বুঝি পাড়াগাঁয়ী পোড়ারমুখী পদী আস্চে গো! আ মরণ্! কি পোড়া! মর্!—ওর আর খেয়ে দেয়ে কোন কম্ম নেই? কেবল হুজুক নিয়েই আছে।

হরপ্রিয়া। (সবিস্ময়ে)। কৈ? কি পদী? দেখো, ও যেন আবার ওখানে যায় না; খপ্পরা একে তো নেচে রয়েছেন। (সৌদামিনীর প্রতি মুখভঙ্গি)।

(পদ্মমুখীর প্রবেশ) (২)

পদ্ম। কোথা রে হর! কৈ? বৌ কোথা লো! তোরা সব কি কচ্চিস্! আহা! শুনেছিস্ লো! জ্যেঠাই কোথা গো!

হরিপ্রিয়া। (ব্যস্তভাবে)। থাক্ মা! থাক্; ও সকল কথা আর আমার বাড়ীতে আনিস্ না মা! একে মনসা নিয়ে ঘর, তায় আবার ধুনোর গন্ধ পেলে কি আর রক্ষা থাক্‌বে?।

হর। (ব্যগ্রভাবে চুপ্ চুপ্)। হেঁলা পদ্ম দিদি! ও ভাই!

---

(১) ভূধরের মাতা ও ভগিনী।
(২) প্রতিবেশিনী ব্রাহ্মণ কন্যা, বাল্যরণ্ডা।

কি পোড়া ভাই! শুন্যে অব্দি আমার বুকটা যেন গুর্ গুর্ কন্যে উঠ্‌তেছে, মেয়্যের কি বুকের পাটা বোন! সর্ব্বনাশী কেমন কন্যে গলায় দড়ী দিলে গা!। আমি হলে্য এমন খাণ্ডাত্‌কে অমনি ঝাঁসবঠী দিয়ে দুখানা কত্তুম, আর কি মুখ দেখতুম?।

(ভূধরের প্রবেশ)

ভূধর। (আক্রোশে)। মা! তোমাদের ও সব কি হই- তেছে গা! হর বুঝি কিছু জানে না? পদ্ম! তোর কি আর গল্প করিবার জায়গা নাই? আর বুঝি কিছু কথা পাও না?!

(জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবেশ)

জয়শঙ্কর। (সকলকে সম্বোধন করিয়া, বিরাগে)। তোমরা সব চুপ্ করলা গা!—চুপ্ কর, ও সকল কথায় তোমাদের কায কি, বল দেখি?।

(অন্তঃপুরে গলায় দড়ীর কথা চুপ চাপ, সকলের প্রস্থান)

পদ্মমুখী। (তথা হইতে প্রস্থান করিতে করিতে, মনে মনে)।

অভিপ্রায়।

পদ্য।

—

পোড়া দেশ বাঙ্গালার মুখে দেই নুড়ো।
বেছো বেছো গড়িয়াছে চতুর্ম্মুখ বুড়ো॥
আর যত দেশ আছে পৃথিবীর মাঝে।
ব্রহ্মার সুখ্যাতি করা সেই থাকে সাজে॥

যে শুনি সবার মুখে সে দেশের (১) কথা।
সে দেশ পড়িলে মনে, মনে পাই ব্যথা॥
বিশেষতঃ ছেল্যেরা যখন পড়ে বই।
কিছুই লাগে না ভাল শুধু তাহা বই॥
আহা মরি কেমন সুন্দর সব কথা।
শুনিলে অন্তরে যায় অন্তরের ব্যথা॥
মেয়্যে নাই মদ্দ নাই সবাই সমান।
সবাই সমান সুখী সম ধন মান॥
পিঞ্জরে থাকে না বদ্ধ গৃহস্থের নারী।
কি সুখে কাটায় কাল আহা মরি মরি॥
বিবাহের কেমন সুন্দর সুনিয়ম।
শুনিলে সন্তোষ জন্মে দূরে যায় ভ্রম॥
কেমন সুন্দর করে আহার বিহার।
কেমন গম্ভীর ভাব অন্তরের ভার॥
কেমন সুন্দর সব কান্তিময় দেহ।
না হয় সন্দেহ- তথা না হয় সন্দেহ॥
কেমন সুন্দর নর নারীর প্রণয়।
না হয় সংশয় তথা না হয় সংশয়॥
কেমন সুন্দর সত্য বিরাজিত তথা।
না হয় অন্যথা তথা না হয় অন্যথা॥
কেমন সুন্দর নর নারী অসংকোচ।
না হয় সংকোচ তথা না হয় সংকোচ॥

(১) ইংলণ্ড প্রভৃতি

সেদেশের লোক সব সরল সুজন।
এদেশের লোক সব নিষ্ঠুর দুর্জ্জন॥
সেদেশে অসুখ নাই সর্ব্বদাই সুখ।
এদেশেতে সুখ নাই সর্ব্বদা অসুখ॥
সেদেশেতে লেখাপড়া গুরুমন্ত্র জপ।
এদেশেতে পরহিংসা তপস্বির তপঃ॥
সেদেশেতে সসন্তোষ সর্ব্বদাই লোক।
এদেশের লোকে যেন সদা পুত্র শোক॥
পরধন পর হিংসা পর প্রতারণা।
পরদার চৌর্য্য শাঠ্য কেবল যন্ত্রণা॥
এ দেশেতে যত দেখি নাহি কোন দেশে।
এতে কি মনের সুখ হয় পোড়া দেশে॥
অসুখ এদেশে দেখি প্রধান সম্পদ্।
আত্মহত্যা এ দেশেতে যেন মুক্তি পদ॥
ভাতারের মুখ যেন আকাশের ফুল।
তার গর্ব্বে এ দেশেতে মান্য করে কুল॥
স্বামির সঙ্গেতে যেন শত্রু ব্যবহার।
কদাচার এই দেশে সত্য সদাচার॥
মহাপাপ এ দেশেতে মহাপুণ্য গণি।
জড় কিম্বা জন্তু সম এ দেশের ধনী॥
এদেশী পুরুষ যেন এ দেশের মেয়্যে।
এ দেশের মেয়্যে বরং ভাল তার চেয়্যে॥
দিবানিশি বহিতেছে অসুখের ঝড়।
দেখ্যে শুন্যে সদা ভাবি ভয়ে হই জড়॥

আর নাহি সয় দেহে নাহি রয় প্রাণ।
জন্মিয়া যে জন মরে সেই পুণ্যবান্॥
হায় বিশ্বনাথ! তুমি এমন নিষ্ঠুর।
তোমার অন্তরে নাহি দয়ার অঙ্কুর॥
তোমার আকার বিশ্ব তুমি বিশ্বময়।
তোমার এ পক্ষপাত উচিত তো নয়॥
প্রকৃতির সঙ্গে তুমি পরামর্শ করি।
অবশেষে করিয়াছ এই কারিগরি॥
তোমার প্রকৃতি যিনি ভাল জানি তাঁরে।
প্রধানা কুহকী তিনি কে চিনিতে পারে॥
করিয়াছ এই কাণ্ড তাঁর সঙ্গ সূত্রে।
সাধে কি তোমারে বলি জুয়াচোর পুত্রে॥
কবি কয় কুল কন্যে কেন নিন্দা গাও।
ক্রিয়া ছাড়িয়া বুঝি শালা খেতে চাও॥

[দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।]

তৃতীয় অঙ্ক।

(জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর)

(সৌদামিনীর প্রকোষ্ঠ)

(কাদম্বিনী, নিতম্বিনী ও চঞ্চলার প্রবেশ)

চঞ্চলা। (সৌদামিনীকে সম্বোধন করিয়া, হাস্যবদনে)। কি লো বড় বৌ! কি কচ্চিস্? কই লো; বড় যে তোর গাটা কালো দেখ্ছি;—হলুদ্ মাখিস্ নি?।

নিতম্বিনী। (কাদম্বিনীকে সম্বোধন করিয়া, জিব কাটিয়া, বিস্ময়ে)। ও দিদি! ও মা! চলী কল্লো কি মা! কালো বল্লো কি গো! (চঞ্চলাকে সম্বোধন করিয়া) ও লো! ও যে তোর ভাতারের নামে আসে লো! তোকে যে নালো বল্তে হয়!।

চঞ্চলা। (বিরাগে)। যা ভাই! তোর ঐ বড় দোষ; কথায় কথায় ছল ধরিস্;—ঈস্! কুলীনের ঘরে আবার ভাতারের নাম ধর্ত্তে নেই? মরুক্ গে; কি আমার পর-কালের ভাতার রে! মলো সাক্ষী দেবে:—সে বো ভুলো গেছি মা!।

নিতম্বিনী। (সৌদামিনীকে সম্বোধন করিয়া)। ও বড় বৌ! বড় যে ঘটা দেখ্ছি লো! বাজ্না হলো; বাজির গাছ হবে; আবার শুন্তে পাচ্ছি নাকি ইঙ্গরিজী বাজ্নাও আস্বে! ভূধর দাদার এ বোর যে বড় ঘটা শুঞ্চি লো! হর দিদী তো অধ্যিকী ভাল দেখ্ছি! তোর ব্যেতে ভাই! অন্যে কি আমরাও আস্তে পারি নেই! "বেরাল দেখে নি ভাত, কুকুর দেখে নেই পাত।"

কাদম্বিনী। (দুঃখিনী ভাবে)। দুর্ হোক্ বোন! ও কথায় আর কথা কৈতে ইচ্ছে হয় না!—"কারো সাগে বাজী, কারো দুধে চিনী" দেখ্যে বড় দুঃখু হয়! তোরা কি জান্বি বল্ ভাই? যার আঁতে ঘা, সেই জান্তে পেরেচে!। ঘটা হবে না কেন বল বোন? এ বো ভূধর দাদার হাতে কলমের বো; এতো পৈত্রিক ব্যে নয়? যে যা হোক্ কর্যো সার্ যো; চুপ্ কর্যো থাক্তে হবে।

সৌদামিনী। (চক্ষের জলে বক্ষঃ ভাসাইতে ভাসাইতে, বাম পায়ের বৃদ্ধ অঙ্গুলী দ্বারা ভূমি খুঁড়িতেং, অধোবদনে, মনে মনে)। হা! যাহা ভাবিয়াছিলাম, হত ভাগিনীর পোড়া কপালে কি তাহাই ঘটিল! এখন কি করি!—এই প্রতিবাসিনীরা কুলীন কন্যা; জন্মে কখন স্বামির মুখ দেখিতেও পায় না; উহারাও আমাকে উপহাস করিতেছে;—না করিবেই বা কেন? আমি উহাদের কাছে ভাতার ভাতার করিয়া ভাতারের বড় অহংকার করিতাম! হা! এখন যে মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারি না।

হা নিষ্ঠুর পতি! তোমার কি এই ধর্ম্ম কর্ম্ম!—বিশ্বাস ঘাতক করিলে!।

হা ভারতবর্ষের ধর্ম্ম! তোমার বিচিত্র কর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারি না। পুরুষ জাতি যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে; নারীদিগের বেলাই মহাপাপ। (ক্ষণকাল চিন্তা) হা! তাহা হইলেই বা কি হইত! যদিই সে বিধান চলিত থাকিত, তথাপি কি এ মর্ম্মান্তিক দুঃখ দূর হইত? একটা কুকুর বিড়াল পুষিয়া যদি তাঁহাকে ভাল বাসা যায়, সেটী হাত ছাড়া হইলে সে দুঃখ এত হয় যে আর প্রাণ থাকিতে অন্য কুকুর বিড়াল পুষিতে ইচ্ছা হয় না!—সে দুঃখই যখন এত মর্ম্মান্তিক দুঃখ হয়; তখন এ দুঃখের কথা কি কহিব!। (স্বামিকে লক্ষ) হা! নিষ্ঠুর! লোকে দুটো বিবাহ করে বটে, কিন্তু এত ঘটা করে না, গোপনে গোপনে সারিয়া থাকে; আর, প্রথম পক্ষের স্ত্রীর সহিত হঠাৎ ব্যবহার পরিত্যাগও করে না; দুই দিক্ রক্ষা করিবার চেষ্টা করে। হয় তো ক্রমে ক্রমে তাহা করিয়া লইতেও পারে। (ক্ষণকাল চিন্তা) হা নিষ্ঠুর! তোমার মনে কি এই ছিল? তুমি যে আমাকে এত মন্দ বাসিবে! এমন করিবে! একবার দেখাও দিবে না! আমি স্বপ্নেও জানিতাম না! হা! এখনও কি আমি তোমাকে পাসরিতে পারি? আমি বড় পোড়াকপালী! না হইলে আমার কেন এ দুর্দশা হইবে—হা! অমৃতে গরল উঠিল রে নির্দ্দয়!!!।

অভিপ্রায়।

পদ্য।

বিধি, বিশেষ যতনে। ২।
সৃজিলেন যত রত্ন এই ত্রিভুবনে॥
ভাবি, পাত্রাপাত্র মনে। ২।
দিলেন সে সব রত্ন এক এক জনে॥
শুনি, পুরাণ প্রমাণ। ২।
গজ রত্ন পুরন্দরে করিলেন দান॥
নাম, ঐরাবত তার। ২।
তরু রত্ন পারিজাত দিয়াছেন আর॥
উচ্চৈঃ,—শ্রবাঃ নাম যার। ২।
এই অশ্ব রত্ন রত্ন হইল তাঁহার॥
হংস, যোজিত বিমান। ২।
এ রত্ন ব্রহ্মারে বিধি করিলেন দান॥
মহা,—পদ্ম নামে নিধি। ২।
এই রত্ন ধনেশ্বরে দিয়াছেন বিধি॥
বিধি, দয়ার সাগর। ২।
কিঙ্কিকিণী মালা রত্ন পাইল সাগর॥
দয়া, উপজিল তাঁর। ২।
সেইরূপ পতি রত্ন দিলেন আমায়॥
শোকে, বুক্ ফেটে যায়। ২।
তবে কেন এ দুর্দ্দশা হৈল হায় হায়॥

মনে, ভাবিতাম আমি। ২।
হইলাম শচী সম, ইন্দ্র মম স্বামী॥
আলি, কি দশা আমার। ২।
হৃদয় বহিয়া পড়ে বাষ্প বিষ ধার॥
মুখ, তুলিব কেমনে। ২।
অভাগী আমার তুল্য নাহি ত্রিভুবনে॥
যদি, জানিতাম হেন। ২।
যতনে পরাণ তবে সঁপিতাম কেন॥
সঁপি, পাষণ্ডে জীবন। ২।
লাভ মাত্র হৈল শুধু অদন রোদন॥
জীব, যত কাল আর। ২।
হইয়া রহিব শুধু শোকের আধার॥
মুখে, হাহাকার ধ্বনি। ২।
শুনিয়া হাসিবে সব ভাগ্যবতী ধনী॥
সাধ, ছিল যত মনে। ২।
একত্র হইল আসি বিষাদের সনে॥
জ্বালা, সতিনীর যত। ২।
ভুগি নাই তবু কই ভেবে জ্ঞান হত॥
তাহা, ভুগিব যখন। ২।
ভাবিয়া না পাই জ্বালা হইবে কেমন॥
আছে, দুষ্ট লোক যত। ২।
পাইয়া অনাথা ছল করিবেক কত॥
কিসে, বাঁচিব সে দায়। ২।
ভাবিয়া সে সব আগে ভাগে প্রাণ যায়॥

পতি, এমন নিষ্ঠুর। ২।
একবার ভাবিল না অধর্ম্ম অঙ্কুর॥
করে, হোই হোই লোকে। ২।
কত আর সই বল সারা হই শোকে॥
কবি, কহে হায় হায়। ২।
সতীত্ব রাখিয়া চলা বড় ঘোর দায়॥

নিতম্বিনী। (কাদম্বিনীকে সম্বোধন করিয়া)। চ ভাই? আমরা সব ঘরে যাই; আজ কম্ম ঘর,—বড় বৌয়ের ভাতারের সে, ছটো আমোদ আহ্লাদ কর্‌বো; রাত্তিরে অন্য গৈতে যায়; কুটুম্ব সাক্ষাৎ কত লোকের সঙ্গে কত আমোদ হবে; তাই বুঝি বড় বৌ আজ কথা কয় না; কায়্‌ কি বোল:—"মানু বা নেই মানু, তোর বাড়ীতে যেজ যাব?" তা কি ভাল লাগে?।

(ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ) (১)

ক্ষেমা। (অশ্রুর্বাষ্প নয়নে গদ্গদ কণ্ঠে, কাদম্বিনী, নিতম্বিনী ও চঞ্চলাকে সম্বোধন করিয়া)। তোমরা এসেছ মা। বেশ্ করেছ; তাই ভাবতে ছিনু—বলি আবার ফাঁক্‌তে যাব নাকি, দিদী ঠাকুরুণ, মা ঠাকুরুণ, তোমাদের খুজ্‌তে গেলেন। ব্যালা হয়ে গেল, এখনও কিছু উজ্জুগ কুজ্জুগ হলো নি; এখনি

(১) সৌদামিনীর পিতৃকুল হইতে আগতা দাসী; ক্ষেমার আর কেউ নাই, ক্ষেমাই সৌদামিনীকে মানুষ করিয়াছে। কন্যা বাৎসল্য করে। সৌদামিনী ক্ষেমাকে মা বলেন।

আবার বার ব্যাগা পড়্বে, যাও না মা! এই ব্যালা কামান পাতনা গো, সব উজ্জুগ জুজ্জুগ করে সকাল সকাল সেরে নেও গো; তোমাদের দাদার বো, তোমরা কর্‌বে না তো কে কর্‌বে বল?।

চঞ্চলা। না মা! আমরা ঘরে যাই; যার বাড়ীতে কম্ম, সেই যার্‌ আমাদের সঙ্গে কথা কয় না; আর কি থাকতে আছে?।

নিতম্বিনী। বটে তো গা! আমরা কি অম্‌নি এয়েচি, না, কখন হলুদ মাঁখিনি?।

ক্ষেমা। না মা! অমন কথা বলো না; তোমরা সব বুজ্‌দার মেয়ে; বুজ্‌দে পার না কি মা!—ও কি আজ্‌ আছে যে তোমাদের সঙ্গে আমোদ কর্‌বে!—ও মরো রয়েছে। যাও মা! যাও; তোমরা সব আমোদ আল্লাদ কর গো; ওকে আজ আর কিছু বলো কায্‌ নি।

(সকলকে সঙ্গে লইয়া এয়োকামানে গমন)

(বিবাহের দিবস পূর্ব্বাহ্ণ)

(ভৃত্যদিগের গৃহ)

বেচারাম। (১) (নিধিরাম (২) কে সম্বোধন করিয়া) ওরে! নিদে!—তুঃশালা; তুই ব্যাথ্যাই বামুনদের বাড়ী চাক্‌রী করো মরিস্‌? (ক্ষণকাল চিন্তা) না, তো শালার

(১) ভৃত্য।
(২) ভৃত্য।

কাছে বলা হবে নি ; তুই বড় বে আন্দজ লোক, ও সকল দেখতে পারিস্ নি ।

নিধিরাম। (আহ্লাদে)। কি রে ভাই ! মোকে বল্ না ? বল্‌বি নি ? রোস্ ; ভোশালাকে মজা মাথ লেগে দি । (জড়াজড়ী আমোদ) ।

বেচারাম। (হাতাহাতী করিতে করিতে আহ্লাদে অৰ্দ্ধউক্তি) । ছা ভাই ! ছা ;—বলি বলি ; বলি রে !—শা ! ।

নিধিরাম। হোঁ ব শালা ।

(জড়াজড়ী ছাড়াছাড়ী)

বেচারাম। আজ আাস্তারে কি জানিস্ ? ।

নিধিরাম। কি রে ভাই ? ।

বেচারাম। দুঃশা !—দিদী ঠাকুরুণ রা সব জজ্ঞ দেখ্তে যাবে যে রে ! । দেখেছিস্ পাঁরগাঁর একটা কেমন জিদা ঠাকু-রুণ এয়েছে ! ।

নিধিরাম। (আহ্লাদে)। হোঁ হোঁ, যোটে তো রে !—মুই যাব মুই যাব ।

বেচারাম। মুই ভাই ! একটা বড় বুদ্দি করো একেছি ।

(বৈঠকখানা হইতে)

জয়শঙ্কর। (ভৃত্যদিগের প্রতি)। কে আছিস্ রে ! ।

নিধিরাম। এজ্ঞে যাচ্চি ।

(নিধিরামের গমন)

(অন্তঃপুর)

(কুল কামিনীগণের মনে মনে সন্তোষ)

অভিপ্রায়।

পদ্য

কি আনন্দ নিশিযোগে সুযোগ সময়।
সখিতে যাইব জল কোলাহলময়॥
কে আর লইবে তত্ত্ব কোথা রবে কেবা।
আনন্দে করিব আজি বাসনার সেবা॥
পিঞ্জরে থাকিয়া বদ্ধ যত কষ্ট পাই।
যোগে যাগে দূরে যাবে সে সব বালাই॥
সাজিব সুসাজে আজি যাব বেশ্যা বেশে।
বলাবলী গলাগলী ঢলাঢলী শেষে॥
বাসর আসরে বটে মজা আছে কিছু।
কিন্তু সে একাকী বর মেয়ে থাকে নিছু॥
ভাগ্যবলে আলো যদি দেবে একবার।
ভাগাড়ের মধ্যে শত শকুনী সঞ্চার॥
এ নয় সেরূপ শুধু রমণী বাজার।
পুরুষ পরেশ আছে হাজার হাজার॥
বিশেষে যাহার সঙ্গে আছে যার মন।
সে কি কভু ছেড়োদেয় সুযোগ এমন?॥

লইয়া ফুলের তোড়া ছোঁড়াগুলো যত।
হোই হোই করিতেছে সাজিতেছে কত॥
হেরিয়া সে সব সাজ ব্যাজ নাহি সয়।
মনে করি কোলে করি যা হয় তা হয়॥
অপরূপ কাম রূপ কি গোঁফের রেখা।
রতির সহিত যেন মদনের দেখা॥
মুখে মৃদু মৃদু হাসে ভাসে মধুময়।
আকাশের মাঝে যেন বিজলী উদয়॥
সে হাস সে হাস নয়, সে ভাষ সে ভাষ।
সুধাকরে করে যেন কত উপহাস॥
এ বাড়ী ওবাড়ী যাব পরিয়া ঢাকাই।
ঢাকাই কেবল মাত্র কিছু না ঢাকাই॥
মাঝে মাঝে রং মশাল জ্বলিবে যখন।
দেখিব দেখাব রং রসাল তখন॥
চমকে উঠিঠ থমকে থাকি নাড়িব কাপড়।
পরস্পর পরস্পরে মারিব চাপড়॥
কি আনন্দ সে সময় রসময় যদি।
কাছে থাকি আঁখি ঠারে বাড়ে প্রেমনদী॥
ধন্য রে হিন্দুর ধর্ম্ম ধন্য আচরণ।
নাহি হেরি কোন দেশে আনন্দ এমন॥
ঘোমটা দিয়া খেমটা নাচ নাচে কোন দেশে।
বলিহারি দণ্ডবত্ বাঙ্গালির দেশে॥

(সীতাপুর) (১)

---

(১) কন্তা কর্ত্তার বাসগ্রাম।

(রামকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের অন্তঃপুর) (১)

(রামীর প্রবেশ) (২)

রামী। কোথা গো মা ঠাকুরুণ! কি কচ্চ? বো বাড়ী, সব চুপ্‌চাপ্ কেন?।

ভবমোহিনী। (৩) কেও!—রামী এলি, আয় মা! আয়; তোকে যে ডাক্‌তে গেছে রে। এত গৌণ কেন?।

রামী। পোড়া কপাল! রামীকে আবার ডাক্‌বে কে মা! সে আপ্‌নিই আগে, আপ্‌নিই যায়। ছোগ্ না! তোমরা সব যে ভাল বাসো, ছেন্তের ভুতো কথা কও, তাই ভাল।

ভবমোহিনী। সে কি রে! ওমা! অমন কথা বলিস্ নে। শুনিস্ তখন, শ্যামীর বাপ তোরে ডাক্‌তে গেছে।

রামী। ছোগ্ না! হোগ্। তোমরা সুখে থাক, সে সব্ গেছে কোথা! সকলি হবে। তুমি কি তেমন গিন্নী; তোমার কাছে কি কিছু বৈতে পাবে? তবে? এত তাড়াতাড়ী কেন ডাক্‌তে পাঠিয়েছ?।

ভবমোহিনী! তোরে ডাকবোনা গা! তোর বোনের ব্যে, ও মা! তোরা অমন করো্যে বসে থাক্‌লে কি চলে? তায়

---

(১) কর্ত্তা কর্ত্তা।

(২) নাপতেনী বড় গুণী, গুণ গান অষুধ বিশুধ কত জানে তার সংখ্যা নাই।

(৩) রাম কিঙ্করের স্ত্রী।

আবার দোজ পক্ষের বর, তোর হাতেই গোড়া, তুই না এলো কি কোন কিছু হবে ?।

রামী। (হাস্য বদনে)। বটে তো ! আমার বোনের নে, আমি জান্‌বো না তো আর আস্‌বে কে ; অনিয়েশ্যি অবিশ্যি ! তা মা বল্‌চেচ মা ! তা সত্যি কথা ! দোজ পক্ষের বর অন্ধ করা, না, ঘোল খাঁড় অন্ধ করা। তা হোগ্‌না ! রামী তোমার এমন মেয়ে নয়, যে, বাছু আবার উঠে ঘাস খাবেন, তার কি যো রাখ্‌বো ? দেখো তখন, যাদু গোলাম বনে থাক্‌বেন—ভেড়ার মত সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌তে চাইবেন।

ভব। তোর কল্যাণে ভাই হলেই বাঁচি, রামি ! সেই আশীর্ব্বাদ কর্‌! তবে আর বাঁচিনে, উনি কারু কথা শুন্‌লেন না, মেয়েটাকে দোজ বরে কল্লেন,—ভেবে ভেবে রেত্তে ঘুমুতে পারি নে !

রামী। তার আবার চিন্তে কি ! সব হবে, এখন যা যা চাই, তা সব এনে রেখেচ তো ?।

ভব। তাই তোমাকে ডাক্‌তে পাট্‌য়ে ছিলুম মা ! আমরা তো ও সব জানিনে ; কি কি কত্তে হবে, সব্‌ জেনে রাখি, অবুধ বিবুধ গাছ গাছড়া কি কি আন্তে হবে বল ?।

রামী। আর এমন কিছু আন্তে হবে না ; রামী মন্তরে না কত্তে পারে এমন কম্মই নেই, তবুও অন্য অন্য সামিগ্রী গাছ গাছড়া কিছু চাই ; তা এই আনিও। রাঙ্গা কুত্‌রোর শেঁকড়, চিতের শেঁকড়, এয়ো স্ত্রীর বগলের ময়লা,

তেপলতের পাতা, এই চারটী সামিগিগরী আনায়ো রেখো, আর যা যা চাই, আমি আনবো তখন।

আর, হাই আমলা, ঝাল ঝাড়া বাটা, এ সকল তো জানই। এ সয় একটা মাকু, আর, একটা কুলুপ আনিও। আর, বল্‌তে কি মা!—ভাতার সোহাগী এয়োরাণীর একটু নেকড়া চাই, এই হলেই হলো, আমি এখন আসি! আন্‌বো তখন। আমার কি এক জ্বালা মা!—শতেক জ্বালা! আর পারি নে। হাদে কি পোড়া মা! আবার ও পাড়ার চাটুয্যেদের ছোট বৌ টৌ নাকি ভাতারের কাছে শুতে চায় না! তাই ডাক্‌তে এযেছিল। (কিছু, দূর গিয়া পুনর্ব্বার আসিয়া)! আ মরণ্! পোড়া কপালী আসল কথাটাই ভুলো গেছলোম্ গা! তা দেখ মা! আগুণ খাকীর হুলুড়ো কড়ী, আর, একটু সিঁদুর আনিও।

(রামীর প্রস্থান)

(বিবাহের রাত্রি)

(বিবাহ সভা)

(রতিকান্ত কুলার্ণবের প্রবেশ) (১)

রতিকান্ত। (উপস্থিত ঘটক ও ব্রাহ্মণদিগের উদ্দেশে) ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ; (অনেক ঘটককে সম্বোধন করিয়া) অহে কুল দেপক ভট্টায্য! সব চুপ্‌চাপ্ কেন হে! এ সামান্য লোকের কন্যের বিবাহ সবা নহে? এ সবায় ইন্দ্রী, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ,

(১) ঘটক।

কুবির প্রভৃতি দিক্‌পাল সকল আসিয়াছেন, কেবল যমরাজ আসিতে বাকী ছিলেন, তাই শম্মা উপস্থিত। এই সবায় কন্যেরত্নি কুলতিলক দাতা ভোক্তা বদান্য মান্য ধন্য গণ্য সৌজন্য (মনে মনে) "পণ্যের বিষয়টীও কন্যে ওজন করিয়া মন্টে মন্টে যত গুণ নওয়া হইয়াছে, তায় কসুর নেই" শাণ্ডিল্য শিরোমণি শ্রীলশ্রীমান্‌ শ্রীযুক্ত রাম কিঙ্কর বান্দ্যঘটীয় মহাশয় মহোদয় মহাত্মা মহাপ্রতাপ মহাপ্রতাপচন্দ্র রায় বাহাদুর কুলীন কেশর, আপনার উপযুক্ত পাত্রে রূপগুণে অদ্বিতীয়া শ্রীযুতা শ্রীমতী শ্রীলা কন্যা সম্প্রদান করিবেন। আজ আর আনন্দের পরিসীমা কি। যেন, বল্লাল ঠাকুর নিজেই আসিয়া মট্‌কার বসিয়া দেখিতেছেন। অহে কুল দেপক! কুল বাগীশ! কুলজঙ্কার ভট্টাযা! তোমরা কুল সংকীর্ত্তন আরম্ভ কর।

উপস্থিত ঘটকগণ } হাঁ মহাশয়! আস্‌তে আজ্ঞা হয়, এই যে কেবল আপনকার অপিক্ষা ছেল। (ঘটক স্বরে কুলচিপাঠ)

"অগ্নিদগ্ধাচ যে জীবে, যে চ দগ্ধো কুলাগুণে।"

রতিকান্ত। (উহাদিগের বচন পাঠ শেষ না হইতে হইতেই দন্তে) বিলক্ষণ! তোমরা সব ভুলিয়া গিয়াছ হে, ওটা এ বিবাহের কারিকে নয়, পুনর্ব্বিবাহের; এই আমার সঙ্গে এ বিবাহের কারিকে বল। (ঘটক স্বরে)।

"শসানানল দগ্ধাহি পরিত্যক্তোহি বান্ধবাঃ"।

কুলচন্দ্র (১)। বিলক্ষণ! ও কি হে ওটা নয় যে, এই আমার সঙ্গে বল। (ঘটক স্বরে)।

"বাহুদ্বৌচ মৃণাল মাস্য কমলং ধম্মিল্ল শৈবালকং কান্তারা স্তন চক্রবাক যুগলং।"

কুল ঘট্ট (২)। (দম্ভে) আঃ, ও কি? শর্ম্মা না হইলে একটা সবাও হতে হয় না। ও কি বলছ, আমার সঙ্গে বল। (ঘটক স্বরে)।

"ওঁ নমঃ শ্রীকুল দেবতাই।

"নত্বা তং কুলদেবতং গুরু পদাং সম্মান সে হংসাত্মং, মাতুং ভক্তি বিশেষতা কুল সদা মাত্তো সদা রোদিকা। শ্রীমান্ রাঢ়ঘটীয় কাদিক মহাবংশাবলী বেত্তি তে, বক্ষে তৎপরিবর্ত্ত কর্ম্মণ বিধৌ সিদ্ধো শ্রীরামানন্দকঃ॥

আদিকল্প পরীবর্ত্ত, আখ্যা দেবলোকে পুরা। চক্রো বন্ধু কল্পেণ, মকরন্দেক ভেদিতঃ॥

নৃসিংহ বন্দের ছয় সন্তান—সাধিরাম, দধিরাম, অধিরাম, বিধিরাম, বন্দিরাম।

সাধিরাম নিঃসন্তান, কাশীবাসে রামলীলা সাঙ্গ করেন। দধিরাম বর্ণব্রাহ্মণ হইল। অধিরাম বিবাহের পূর্ব্বেই মদ্যপানে প্রাণত্যাগ করে।

---

(১) ঘটক।
(২) ঘটক।

বিধিরামের কথা বলিবার নয়। বন্দিরামই বংশ তিলক, যথার্থ বংশধর জন্মিয়াছেন।

তাঁহার ৭ সন্তান। ধন পুত্র লক্ষ্মী লাভ।

(রাম কিঙ্করের প্রবেশ)

রাম কিঙ্কর। (গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি; সকলকে সম্বোধন করিয়া) মহাশয়! রাত্রি অধিক হইয়াছে, লগ্ন উপস্থিত। আজ্ঞা হয় তো কন্যা পাত্রস্থ করি।

ঘটকগণ কন্যাযাত্র ও বরযাত্র সকল। হাঁ মহাশয়। শুভস্য শীঘ্রং বরপাত্র লইয়া গমন করুন।

(অন্তঃপুরে শঙ্খধ্বনি, বর প্রবেশ)

(বাসর জাগরণের অনুষ্ঠান)

(কুলবতীদিগের মনে মনে সন্তোষ, কোন কুরূপপতি কুল-কামিনীর অভিপ্রায়)

কবিতা।

আহা মরি কি বিচিত্র দেশের আচার
এদেশে বাসনা পূর্ণ না হয় কাহার॥
ভাবে যারা সতী রব, সতী রয় তারা।
আছে অপরূপ ধর্ম্ম নিয়মের ধারা॥
যারা ভাবে গৃহে রব, পাব গৃহ সুখ।
কিন্তু ভাল বাসে পরপুরুষের মুখ॥

তাদের কারণ আছে কতই কৌশল।
বাসর জাঙ্গর আর অন্ন সহা ছল॥
খুদ মাগা, পড়সি জামাই লয়ে খেলা।
সুখের আচার, ভ্রষ্টা কুলস্ত্রীর বেলা॥
জগন্নাথে যেমন সুখের সুনিয়ম।
সেই রূপ এ সব আচার প্রিয়তম॥
ধন্য ধন্য বিধিকর্ত্তা মুনি মহামতি।
তার মন্দ সকলের করিয়াছে গতি॥
মদ খোর মদ খায় তন্ত্রের শাসনে।
পরনারী রতে পরপুরুষের সনে॥
কেহ কহে ছুঁই ছুঁই কেহ নাহি ছোঁয়।
বাঘিনী বৃষভবর একস্থানে শোয়॥
শাস্ত্রকার যত আছে তত আছে মত।
বুঝিতে না পারে কেহ সুমত কুমত॥
কেহ বলে এ কর্ম্ম করিতে আছে মানা।
কেহ কয় না করিলে হয় চক্ষুঃ কাণা॥
কেহ বলে স্বর্গ আছে ভিন্ন এক স্থানে।
কেহ কয় তাহা নয় স্বর্গ এই খানে॥
দুর হোক্ সে সব কথায় কিবা ফল।
পড়িব বরের গায়ে করি নানা ছল॥
যদি দেখি এ বরের মুখখানি ভাল।
করিব যা মনে আছে রয় রবে আলো॥
যদি হয় সে মুখ শারদ সুধাকর।
বিম্ব ফল জিনি যদি হয় সে অধর॥

অধীরা হইয়া তবে বধিবার মত।
শুনিব না হাসুক্ বলুক্ যেবা যত॥
চক্ষুঃ মুদি করিব সে মুখ সুধাপান।
অভাগা পতির রাগে যায় যাবে প্রাণ॥
না হয় না রব ঘরে যাব বেশ্যা হয়ে।
ইংরাজ রাজত্বে বাস কিবা যাবে বয়ে॥
পুলিসেতে লিখাইব বেশ্যাখাতে নাম।
তা হৈলে তো পুরিবেক সব মনস্কাম॥
মনোমত জন পাব, ধন পাব কত।
দিবানিশি আমোদ প্রমোদে রব রত॥
টাকা হৈলে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব যায় রাখা।
মিছে কেন চেলুতী হইয়া কুঁড়া মাথা॥
পিঞ্জরে থাকিয়া বদ্ধ কষ্ট পাই কত।
কি ফল করিয়া ছাই পতিব্রতা ব্রত॥
না হয় সুচেষ্টা তথা, যে প্রকার রোগ।
গৃহস্থের গৃহে থাকা একি কর্ম্মভোগ॥
কপালে কুরূপ পতি দিলেন গোঁসাই।
বরঞ্চ থাকিব একা তারে নাহি চাই॥
ভাগ্যবলে পাই যদি প্রিয় রসময়।
না পাই নির্জ্জন স্থান, না পাই সময়॥
কে শোনে কে দেখে পাছে সদা ভয় মনে।
অমৃতে গরল উঠে আঁখির মিলনে॥
গুরুজন চখে চখে সাবধান রয়।
ধর্ম্মের ধোকড়া বাঁধে পরের সময়॥

দিবানিশি দগ্ধ হই বিষের জ্বালায়।
হায় হায় ভেবে ভেবে বুঝি প্রাণ যায়॥
কবি বলে কুলবতি কি করিবে বল।
এ ঘোর সংকট কালে বুকে সুখে চল॥

(ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের বিষয়, কন্যাদের ছড়াছড়ী, কন্যার মায়ের কান্না এবং স্ত্রী আচার প্রভৃতি)

কবি কয় বড় দুঃখে রহিনু নীরব।
পুতী বেড়ো নাম ভয়ে না রচি এ সব॥
সারগ্রাহী রসিক পাঠকগণ যত।
কৃপা করি যদি এ নাটকে হন রত॥
বিশেষতঃ যাঁর ধন যাঁর অনুমতি।
ক্রমে যদি বাড়ে তাঁর সাময়িক গতি॥
পুনর্ব্বার এ নাটক করি কর ছাপা।
দেশের দুর্নীতি কিছু না রাখিব চাপা॥
কিন্তু মনে মনে সদা এই হয় ভয়।
স্বদেশের দোষে পাছে স্বামী শেতো হয়॥
দেশের আচার লয়ে করি এই খেলা।
শেষে কি হইব গোলড ইসমিতের চেলা॥
যেখানে যে ত্রুটি আছে ছুটিয়াছে তোষ।
ছুটিয়াছে রস ভাব যুটিয়াছে দোষ॥
যুটিয়াছে অশ্লীল সুশীল দুষ্টকারী।
লুটিয়াছে কান্যলতা চাতুরী মাধুরী॥
যুটিয়াছে সারল্য সুখের সরোবর।
মুটিয়াছে কুভাবের ভ্রম তরুবর॥

ছুটী আছে কবিদের সুসহায় যাহা।
উটী আছে এটী নাই নাই বটে তাহা॥
দ্বিতীয় বারের বারে বাকী নাহি রবে।
সিদ্ধির সাহায্য ধরি ঋদ্ধি লাভ হবে॥
বৃদ্ধি হৈলে যশঃ আর সম্ভ্রম প্রসার।
লৌকিক সংকোচ তবে না রহিবে আর॥

(জয় শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহির্বাটী)

(রামব্রহ্ম ব্রহ্মচারির প্রবেশ। (১)

রামব্রহ্ম। (উদাস্যে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংস্কৃত ভাষায়)। হা রামচন্দ্র ! হা পরমাত্মন্ ! কঃ কুত্র ভো গৃহাশ্রমিন্ ! অতিথিঃ ক্ষুধার্ত্তোঽহং। (হা রামচন্দ্র ! হা পরমাত্মন্ ! কে কোথা গো ! ক্ষুধার্ত্ত অতিথি আমি)। (বাঘছাল পাড়িয়া উপবেশন)।

জয় শঙ্কর। (বৈটকখানা হইতে বহির্গত হইয়া, স্বগত)। হাঁ ভক্তি হয় তো বটে ; যথার্থ কি ?। (নিরীক্ষণ)। হাঁ ভেকধারী না হইতে পারেন ; বিলক্ষণ ব্রহ্মজ্যোতিঃ দেখিতেছি। (প্রকাশ)। গোসাঁই ! নমস্কার !

রামব্রহ্ম। (বাস্তভাবে, সংস্কৃত ভাষায়)। কস্ত্বং দ্বিজাতিরসি ! (তুমি কি ব্রাহ্মণ !)। (করপুটে, প্রকাশ)। নারায়ণ ! নারায়ণ ! । (মস্তকে হস্তোত্তোলন)।

জয় শঙ্কর। (ভক্তিভাবে)। ঠাকুর ! পূর্ব্বাশ্রম কোথায় ছিল ? এক্ষণে কোথা হইতেই বা শুভাগমন হইল ?।

(১) একজন পণ্ডিত ব্রহ্মচারী

রামব্রহ্ম। ভো! সম্প্রত্যহং ব্রহ্মানন্দপুরবাসী; নির্গতো বারাণস্যাঃ; পুণ্যাশ্রম কপিলাশ্রম সন্দর্শন প্রসঙ্গেনাত্মানং পুনীমহে। উদাসীনস্য নিবাসেন পুনঃ কিন্তে! ভবতাম্?। (সম্প্রতি আমি ব্রহ্মানন্দপুরে বাস করি; বারাণসী হইতে আসিতেছি; পুণ্যাশ্রম কপিলাশ্রম সন্দর্শন প্রসঙ্গে আত্মাকে পবিত্র করিতেছি; আমি উদাসীন; উদাসীনের নিবাস জানিয়া আপনকার কি উপকার দর্শিবে?।)

জয়শঙ্কর
রাধাপতি
বাসুদেব
প্রতাপশশী।(১)
} (একত্র, স্বগত) হাঁ বেশ্ বেশ্! ব্রহ্মচারীটী পণ্ডিত বটেন। (প্রকাশ)। ভাল ভাল, গোসাঁই! এক্ষণে ক্ষুধা নিবৃত্তি ও শ্রান্তি দূর করিতে আজ্ঞা হউক; পরে আলাপাদি হইলেই ভাল; মহাশয়! আপনাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি; আপনি কি আমাদের এই বঙ্গ দেশ চলিত বাঙ্গলা ভাষায় আলাপ করিতে পারেন না? তাহা হইলে, আমরা আরও তৃপ্তি পাই।

রামব্রহ্ম। (ঈষৎহাস্যবদনে, ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে)। হাঁ, অবশ্য; গুরো! তোমার ইচ্ছা! ওঁ একমেবা দ্বিতীয়ম। (নির্ব্বেদ প্রকাশ)।

(ব্রহ্মচারির ভোজন সমাপন)

জয়শঙ্কর। গোসাঁই! আপনকাকে গৃহস্থপূর্ব্ব অপূর্ব্ব ধীসম্পত্তিশালী মহা সন্ন্যাসী দেখিতেছি। বোধ হয়; আপনি প্রাকৃত মনুষ্য না হইতে পারেন। সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী সুদূরে দর্শী সৎপাত্র হইবেন; সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আপন

---

(১) নিম্ন লিখিত জনত্রয়, জয়শঙ্করের প্রতিবাসী।

কার এপ্রকার আয়াসাতিশয়হীন অবস্থান্তর অবলম্বনের হেতু কি? অনুগ্রহ পূর্ব্বক যৎকিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার সহকারে তাহা প্রকাশ করিলে, বিষয়বিরুদ্ধ সংসারাশ্রমবিমুক্ত মাদৃশ অতি অকিঞ্চিৎ কর, সংজ্ঞাশূন্য অভাজন জনগণের জ্ঞানোদয় সম্ভাবনা; তাহাতে নরাধমেরা চরিতার্থ হই।

রামব্রহ্ম। (সসন্তোষচিত্তে, সবিস্ময়ে)। মহাশয়! সূর্য্যকান্ত মণির সংসর্গে কাচও নয়নানন্দকারী হয় বটে; একথা মিথ্যা নয়; অতএব আপনি এ নরাধমের বিষয়ে যে প্রশংসাবাদ করিতেছেন, তাহা নিতান্ত অযথাবাদ নহে; প্রমাদ বৎ বিসম্বাদও বলিতে পারি না। তা যা হউক, এক্ষণে মহাশয়দিগের স্বভাব সুলভ, সংসার সারভূত, অকৃত্রিম সাধুতা সদ্ব্যবহারে পরিতৃপ্ত ও প্রযোজিত হইয়াই আমি আপনকার দিগের নিকটে আমার অনাবশ্যক আত্ম বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, শ্রবণে কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হয়।

"সুদৃশ্য বিশ্ব বলয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী এই যে দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষ দেখিতেছেন; —

(ব্রহ্মচারির কথা শেষ না হইতে হইতেই)

রাধাপতি। (বিস্ময়ে, ব্রহ্মচারির প্রতি)। দুর্ভাগা কেমন?॥

রামব্রহ্ম। (দম্ভে, এবং খেদে)। হাঁ! জননী ভারতভূমিকে বড় দুর্ভাগা বলিতে হইবেক; না হইলে, এতকালের পর ধর্ম্মভ্রষ্ট, আচারভ্রষ্ট, দয়াহীন, মায়াহীন, বাক্যজাল মাত্র সম্পত্তি এমন পাষণ্ডপরিপূর্ণা হইবেন কেন? অমন রত্ন গর্ভে এত কুলাঙ্গার কুসন্তানই বা ধরিবেন কেন?।

বাসুদেব। (ভক্তিভাবে)। গোসাঁই! আপনি কোন্ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ?।

রামব্রহ্ম। (সাক্ষেপে, সনির্ব্বেদে এবং সদম্ভে)। মহাশয়! তাহা আর জিজ্ঞাসা করেন কেন? তবেই বা আর এ অবস্থা দেখিতেছেন কেন? মাতামুণ্ড কি বলিব? বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়; রোদন সম্বরণ করিয়া রাখিতে পারি না, রাঢ়ীয় শ্রেণী; তায় আবার মহারথী কুলীন; শাণ্ডিল্য শিরোমণি মহাত্মা ভট্টনারায়ণ বংশ প্রবাহ।

রাধাপতি। (সকলের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া জনান্তিকে)। হাঁ! মহাশয় লোক দেখিতেছি যে!। (ব্রহ্মচারিকে সম্বোধন করিয়া)। মহাশয়! আপনি যে প্রকার পরিচয় দিতেছেন, এ তো যৎসামান্য জনের পরিচয় নয়; যদিই এমত হইল, তবেই বা, আপনকার এপ্রকার অবস্থার হেতু কি? কিছুই তো অনুধাবন হয় না?। এরূপ কুলমর্য্যাদা থাকিলে সংসার আশ্রমে বিলক্ষণ সুখ সম্ভোগ সম্ভাবনা।

রামব্রহ্ম। (দম্ভে)। হাঁ! হাঁ! বিলক্ষণ সুখসম্ভোগ সম্ভাবনা! হা! [সাংসারিক সুখ কাহাকে কহে, আদৌ তাহাই আপনারা অবগত নন্; অজ্ঞান অবস্থায় আমিও এই প্রকার ভ্রমজালে জড়িত ছিলাম; বস্তুতঃ আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, বর্ত্তমানে বল্লালী কুল মর্য্যাদা লৌহশলাকা (বল্লম) স্বরূপ হইয়া লোকেরদের অন্তর্ভেদ করিতেছে।

আমার এরূপ দুর্দ্দশা কেন হইল? তাহা এখনও কি মহাশয়দিগের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই; এত কথার পরেও কি আবার মহাশয়েরা বুঝিতে পারিলেন না, আরও কি স্পষ্ট

করিয়া বলিতে হইবেক।—বিবাহ? বিবাহ? সকল লোকের ও সকল দুঃখের আকর দুর্বিষহ বহু বিবাহ?। হায়!

গীত।

কহিতে সে পাপ কথা ঝরে দুনয়ন।
ফুঁক দিয়া জ্বালিয়াছি অধর্ম্ম দহন॥
এখনো জ্বলিছে সেই অধর্ম্ম অনল।
উচিত আহুতি পেয়ে হতেছে প্রবল॥
একা আমি করিয়াছি শত পরিণয়।
পরিয়াছি কণ্ঠমালা ছেলে খেলা নয়॥
হরিদ্বার আর গঙ্গাসাগর সঙ্গম।
কোথা না করেছি পাপ পাপী নরাধম।
যেখানে সেখানে আছে শ্বশুর আলয়।
এতে কি নিস্তার পাই আলোয় আলোয়॥
হায় জগদীশ! তুমি কি করিবে গতি?।
চিন্তিয়া হইনু সারা পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি॥
কুলীন জনক বড় কুবুদ্ধিজনক।
না হইলে কি রাঙ হয় সন্তান কনক?॥
শত নারী অধিকারী একপতি ধনে।
কারু কি কুলীন কন্যা সুখ হয় মনে?॥
সহজে সে ধন বিনা বিফল সংসার।
সাধে কি রমণী হাটে উঠে হাহাকার?॥

ছ মাসে ন মাসে যদি যাই কোন স্থানে।
কতই গুমর করি কুল অভিমানে॥
আগ্রহ জানায় তারা মনে পায় ব্যথা।
নীরব হইয়া থাকি মুখে নাই কথা॥
সভী যারা দিয়া তারা সুতো রেচা কড়ী,
কান্দিয়া চরণ তলে যায় গড়াগড়ী॥
যারা করে ঢোরা বরে ঢোরা পরিণয়।
না করে সম্মান তারা সোজা লোক নয়॥
এদিকেতে বয়সে সবার বড় নই।
দাড়াইলে একত্র সন্তান সম হই॥
সম্পর্কে সকলে প্রায় হন গুরুজন।
মাসী, পিসী, মামী, ভগ্নী, এরূপ স্বজন॥
দুরে যাক সপিণ্ডীর পিণ্ড সমন্বয়।
ভাইঝীর সঙ্গে হয় কুলজ পরিণয়॥
যা হোক্ তা হোক্ কিন্তু পাপে না ডরাই।
বিবাহ বাণিজ্য করে্য উদর ভরাই॥
কত নারী কত রূপে রাখে কুলমান।
কত করে্য গর্ভে ধরে কতই সন্তান॥
সহস্র পুত্রের পিতা হইলে কুলীন।
তথাপি রৌরবকুণ্ডে হইবে বিলীন॥
কেবা কার পিতা আর কেবা কার সুত।
কুলীনেতে চেনা দায় এ বড় অদ্ভুত॥
কুলীনের বাবা হন সম্পর্কের বাবা।
ছেলে্য যদি বাবা চেনে মুখে খাবে থাবা।

জয়শঙ্কর। (ভীতভাবে) দূর হোক্ ছাই, না হয়, ও সব আলাপেই আর কায নাই। আমাদের দেশ জান তো? কথায় কথায় এখনিএখন দলাদলী উপস্থিত হইয়া পড়িবে, দেশের লোক আমাদিগকে খ্রিষ্টীয়ান্ বলিয়া উঠিবে; হঠাৎ হুঁকা বন্ধ করিয়া ফেলিবে, বাড়ীতে তো খাবেই না। এক কালে কুটুম্বিতা পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিয়া বসিবে, এমন কি? একেবারে মুখ দেখাদেখীও থাকিবে না; সব জানই তো; এ পাপিষ্ঠ কাণ্ডে ঝী ঝিউড়ী পর্য্যন্তও পরিত্যাগ হয়! এমন পোড়া দলাদলী,—তাই লইয়া আবার কে চলাচলী করে, বল?। ও সব, যেমন আছে থাকুক, যেমন চলিতেছে চলুক, অথবা, যা হয়, হউক গিয়া যাক্, মরুক্, ও সব কথায় আমাদের কায নাই, বলাকা বড় লোক ছিলেন ঐ কথাই আছে। "[illegible]।" এই নিমিত্তেই [illegible] অমুককে সকলেই খ্রিষ্টীয়ান [illegible] জানরাই যে কত দিন তার নিন্দা করিয়াছি। ফলেতঃ ক্রমে ক্রমে লোকের চক্ষুঃ ফুটিতেছে; এ সব ভ্রম আর বড় অধিক দিন রহিবে না, কেবল বুড়া কর্ত্তা মরিবার অপেক্ষা মাত্র।

প্রতাপ। কাজ হওয়াই [illegible] তুমি; এখানে আর কে আছে? [illegible], এত ভয় করিতেছ; ব্রহ্মচারি মহাশয়ের সঙ্গে দুটা [illegible] বলিতেছি, দুই তো নয়?। না হয় এক ঘরিয়াই হইলাম, আরোই না হইল কি?।

জয়শঙ্কর। [illegible] কথা নয় হে ভাই! দেশ

শুক্ক লোক এক দিক্, আর আমরা তিন জনে এক দিক্, কি প্রকারে বাস করিব ? রাজাও তেমন রক্ষা করেন না ? ।

রামব্রহ্ম। ও সব কথা থাক্, এক্ষণে যাহা বলিতেছি তাহাতে মনোযোগ করুন্ মহাশয় ! মহাত্মা বল্লাল সেন এ কর্ম্ম মন্দ কর্ম্ম করেন নাই, বরং ভালই করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি যত ভাল হইবে বলিয়া করিয়াছিলেন ; এক্ষণে কার্য্যগতিকে ততোধিক মন্দ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই যা বলুন্ । বল্লাল মহোদয়ের অভিপ্রায় বড় ভাল ছিল, এখন আমরা আপনারদিগের দোষেই আপনারা দুঃখ পাইতেছি বলিয়া সে মহাত্মার দোষ কীর্ত্তন করিতে নাই ।

রাধাপতি। বল্লালের কি অভিপ্রায় ছিল মহাশয় ! ।

রামব্রহ্ম। তাঁহার অভিপ্রায় ছিল রাজ্যে মহাপাপকর কন্যা বিক্রয় না হয় ; প্রজা সকল সাধু সদাচার করে ; এমন কি ? রাজ্যে বিন্দুমাত্র মহাপাপ সঞ্চারেও না হইতে পারে ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল ! ।

প্রতাপ। এখন সে মহাপাপের স্রোতঃ বহিয়া যাই-তেছে ? ।

রামব্রহ্ম। হাঁ তাই বলিতেছি, মনোযোগ করুন্ ।

রাধাপতি। (মনোযোগ পূর্ব্বক) । ভাল, আজ্ঞা করুন মহাশয় ! ।

রামব্রহ্ম। বল্লাল দেখিলেন "রাজ্যে ভদ্র সম্প্রদায় মধ্যেও মহাপাপকর কন্যা বিক্রয় চলিতে লাগিল ; একে তো শুক্র বিক্রয় পাপে নিস্তার নাই, রাজা নারকী হন, রাজ্য

অপবিত্র ও ব্যভিচার হয়, তাহাতে আবার অত্যনিষ্টকর মনুষ্য বিক্রয়। সুতরাং ধর্ম্মনাশে রাজ্যনাশ আশঙ্কায় তিনি মহা সশঙ্কিত হইলেন এবং কিসে রাজ্যমধ্যে এই কুপ্রথা এক কালে রহিত হইয়া যায়, তাহার সদুপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন।

প্রকাশ। কেন? আবার তার একটা এত চিন্তা কি? তিনি তো চক্রবর্ত্তী রাজা ছিলেন, আইন করিলেই তো নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন।

রামকৃষ্ণ। (হাস্য করিয়া)। হাঁ! ঐ কথাই তো বটে!— ঐ ভ্রমই তো সর্ব্বনাশের মূল,— ঐ ভরসাতেই তো এক্ষণ্কার লোকেরা পৌত্তলিক ধর্ম্মে একেবারে জলাঞ্জলি দিতে বসিয়াছেন।

প্রকাশ। [illegible] পৌত্তলিক ধর্ম্ম লোপ হইতে [illegible]

রামকৃষ্ণ। রাজনিয়ম বলুন, অথবা পৌত্তলিক ধর্ম্ম নিয়মই বলুন, এই দুয়েরই এক মাত্র মুখ্যোদ্দেশ্য শান্তি সংস্থাপন এবং চিত্তশুদ্ধি; এক্ষণকার লোকেরা ইহাই নিশ্চয় সুস্থির করিয়া, ক্রমে ক্রমে সর্ব্বপ্রকার সম্প্রদায়ই স্ব স্ব পৌত্তলিক ধর্ম্ম একেবারে পরিত্যাগ করিতেছেন; বলেন, পরমেশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্যই শান্তি; সমুচিত রাজনিয়ম প্রচার দ্বারা রাজাই তাহার স্থাপনা করিবেন এবং বিদ্যা সর্ব্বোপরি-কর্ত্তৃত্ব সুতরাং লোকের চিত্তশুদ্ধি করিবে, তবেই আর পৌত্তলিক ধর্ম্মের আবশ্যকতা কি রহিল? ভাল ভাল রাজ

নিয়ম প্রচার হউক ও বিদ্যা বিস্তার হইতে থাকুক, মনুষ্য বিদ্যোপার্জ্জন করুন ও রাজনিয়ম শিরোধার্য্য করিয়া চলিতে থাকুন ; দেশে শান্তি স্থাপন হইবেক এবং চিত্তশুদ্ধি ও জন্মিতে পারিবে, তাহা হইলেই তো ধর্ম্ম উপার্জ্জন হইবেক এবং সদ্গতি লাভ অবশ্যই হইতে পারিবেক, সংশয় কি, ধর্ম্ম আর কিছুই নয়, পরমেশ্বরের অভিপ্রেত সংক্রিয়ার নামই ধর্ম্ম, আর, সনাতন সুখের নামই সদ্গতি অথবা মুক্তি। একমাত্র পরমেশ্বরই জীবের উপাস্য, তাঁহার স্মরণ করাই ।।।

প্রতাপ। (সন্তোষে)। বেশ্ বেশ্! বেশ্ কথা তো! এতো বড় ভাল কথা মহাশয়!

রামব্রহ্ম। হাঁ! এক প্রকার বেশ্ কথা বটে, এটী যে বড় মন্দ কথা নয় ইহা আমিও স্বীকার করি! কিন্তু মহাশয়! এস্থলে একটী নীচ কথা মনে হইল ; ছোট লোকেরা বলিয়া থাকে "সে গুড়ে বালি,—দাদার ভরসায় বামে শূন্য" এ দুইটী কথাও তো বড় ভাল কথা ; বিষ্ণুশর্ম্মার সংগ্রহ হইতেও তো নীতি কথা বলিতে হয়!

জয়শঙ্কর। (হাসিতে হাসিতে)। সে কেমন মহাশয়! হাঁ, ছোট লোকেরা এ দুটী কথা বড় ভাল কথা বলে বটে। এ দুটীর তাৎপর্য্য কি?।

রামব্রহ্ম। এখানে এ দুটী কথার তাৎপর্য্যই এই যে কেবল রাজনিয়ম হইতে কখনই ধর্ম্ম রক্ষা হয় না, আর, বিদ্যা পর্য্যন্তেরও সর্ব্বত্র সম্ভাব হইতে পারেনা, বরং প্রায় স্থলেই অভাব লক্ষিত হয়, ইহা পরমেশ্বরের এক প্রকার অভিপ্রায়

নিজেই রক্ষিত হইবেক। অতএব মহাশয়েরা একবার বিবেচনা করুন দেখি, সর্ব্বদা সার্ব্বত্র সর্ব্বথা ধর্ম্ম রক্ষা কিসে হইতে পারে। এমন স্থল অনেক আছে যেখানে রাজনিয়ম প্রবিষ্ট হইতেও পারেনা কর্ত্তৃত্ব করা দূরপরাহতই রহিয়াছে। এবং বিদ্যার বিলক্ষণ অসদ্ভাব ও আছে; মনের অগোচর যে পাপ নাই মহাশয় ভাবিয়া দেখুন না কেন?। অন্যে পরে কা কথা আমাতেই বিশ্ব দর্শন হয়।

গীত।

চিন্তা কর মহাশয়, এ বড় সহজ নয়,
সকলি তো মনে হয়, বাল্যকালে ছিলাম কেমন গো,
বাল্যকালে ছিলাম কেমন।
দুরন্ত যৌবন আসি, কুমন্ত্রণা পাশি দি,
নাশিয়াছে জ্ঞান রাশি, যৌবনেও ছিল না চেতন গো,
যৌবনেও ছিল না চেতন।
বার্দ্ধক্য পরম গুরু, জ্ঞান দাতা কল্পতরু,
করিল উর্ব্বরা মরু, মনে দিয়া উপদেশ সার গো,
মনে দিয়া উপদেশ সার।
পাইয়া প্রবোধ জল, দূরে গেল সব ছল,
অখিল বিজ্ঞান ফল, যাহা ভিন্ন সকলি অসার গো,
যাহা ভিন্ন সকলি অসার॥
এখন যে দিকে চাই, বিজ্ঞান আলোক পাই,
কিছু অন্ধকার নাই, ভূলোক আলোকময় হেরি গো,
ভূলোক আলোকময় হেরি।

লোভ মোহ কাম ক্রোধ, করে নাক উপরোধ,
পলাইল অন্ধশোধ, যারা ছিল জ্ঞান রত্ন বেরি গো,
যারা ছিল জ্ঞান রত্ন ঘেরি ॥
ফুটিল প্রবোধ পদ্ম, সুগন্ধি সংসার সদ্ম,
ঘুচিল সকল দ্বন্দ্ব, জ্ঞান পথে হইনু পথিক গো,
জ্ঞান পথে হইনু পথিক।
জলাঞ্জলি দিয়া কামে, যাইতে আনন্দ ধামে,
হইলাম পরিণামে, নিত্যজ্ঞান পথের পথিক গো,
নিত্যজ্ঞান পথের পথিক ॥
ভেবে দেখ মহাশয়, সংসার বিরূপময়,
এরূপ সকলে নয়, নরলোকে কতরূপ নর গো,
নরলোকে কতরূপ নর।
বহু মনে অনুমানি, অজ্ঞানী হইতে জ্ঞানী,
অল্পাংশ বলিয়া জানি, অবিদ্যা সংকুল চরাচর গো,
অবিদ্যা সংকুল চরাচর ॥

(জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্তর্ধান।)

(সৌদামিনীর শয়নাগার।)

(ক্ষেমঙ্করীর প্রবেশ)

ক্ষেমা। (আপনার নয়নাশ্রু মুছিতে মুছিতে এবং সৌদামিনীর চক্ষের জল মুছাইতে মুছাইতে)। ওঠ মা! ওঠ; ওঠওঠ;

আহা! সারা হলো যে মা! আর কেঁদোনি। হায়! সোণা রে! যাদু আমার! তোকে নো আমি এখন কি করি; কোথায় যাই; এমন করে কি মানুষে বাঁচে! হা! পোড়া কপাল! তোর কি কখনই সুখ দেখ্‌তে পেলোম না রে!।
(দর দরিত ধারায় রোদন)।

সৌদামিনী। (আরও অভিমানিনী হইয়া দরদরিত ধারায় রোদন করিতে করিতে, মনে মনে) হা ধর্ম্ম! তোমার কি এই কর্ম্ম! আমি দিবানিশি যেমন ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি; তুমি, এই কি তেমনি তাহার ধর্ম্মরক্ষা করিতেছ! হা! তোমার দোষ কি; সকলি অদৃষ্টের দোষ! তোমাকে কি বলিব; অদৃষ্টকেই ভৎর্সনা করিতেছি।

হে অদৃষ্ট! তুমি অদৃষ্ট; যদি তাহা না হইতে; তবে কি স্বহস্তে তুলিয়া এত বিষপান করিতাম! এমন নির্দ্দয় নিষ্ঠুরের হস্তে জন্মের মত আত্ম সমর্পণ করিতাম,—না, এত কষ্ট পাইতাম!।

(আপন স্বামি ভূধরকে মনে করিয়া)

হা! জন্ম বিফল হইল রে নৃশংস নিষ্ঠুর! তুই অতি পাষণ্ড মূর্খ! না হইলে প্রাণ ধরিয়া কখন আমার এত দুর্দ্দশা করিতে পারিস্! তুই গুরুজন! ইহকাল তো নষ্ট করিলি! আবার পরকালও নষ্ট হইবে বলিয়া তোকে আর অধিক বলিতে শঙ্কা হইতেছে; মনের দুঃখ মনেই রহিল।

ক্ষেমা। (ভূমি শয্যা হইতে সৌদামিনীকে কোলে আকর্ষণ করিতে করিতে)। ছিঃ মা! ছিঃ! অমন কত্তে আছে? কি কর্ম্মে বল; যেমন তপিস্যা করে এসেছ; তা কি আর

কাউকে ভুগ্‌তে হবে? ব্রহ্মশাপ না হলে সতিনীর জ্বালায় ভুগ্‌তে হয় না; ক্ষান্ত হও মা! যা হবার তা হয়েই গেছে; তা তোমার সাধ্য কি; আমিই বা কি কর্‌বো বল! এখন তুমি একপ্রকার নিশ্চিন্দী হলে; বাছা! পরমেশ্বর তোমাকে একপ্রকার নিশ্চিন্দী করেছেন। কি সর্ব্বে? ভদ্র লোকের ঘরে জন্মেছ, পুণ্যি ধর্ম্ম কর, এখন দুটো খাও দাও, আর ঈশ্বর দেবতার নাম নেও, পরকালের ভাল হবে! যদ্দিন বেঁচে আছি, তদ্দিন তুমি, মলেই সব ফুরুলো। দেখতে আস্‌বো না।

সৌদামিনী। (ক্ষেমঙ্করীর গলা ধরিয়া রোদন করিতে করিতে)। তা নয় মা! বুঝি পোড়াকপালে আবার ব্রহ্মশাপ হলো!। না মা! আমি আর আহ্নিক শিখবো না। আমার আহ্নিকে কাজ নেই মা! গুরু মন্ত্র কাণে যা উঠেছে, তাই ভাল। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন)।

ক্ষেমা। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া)। কেন? কেন মা! সেকি? আহ্নিকে সন্দেহ কেন হলো! ঠাকুর মশায় মন্দ লোক নাকি? ওমা! যাব কোথা মা! কি কাল পড়েছে মা! গুরু কেও যে আর বিশ্বাস রইলো নেই! তিনি কি বলেছেন? বল তো?।

(সৌদামিনী অধোবদন)

ক্ষেমা। কেন? কেন? কেন মা! আমার কাছে লজ্জা কি? বল না? সব ভেঙ্গে বল তো? আমি তাঁর গোসাঁইপনা আজ শেখাব এখন, তিনি বড় গোসাঁয়ের ব্যাটা গোসাঁই

হয়েছেন,—বাবরী কেটেছেন,—দাঁতে মিশী পরেছেন,—লা-পোরা পায়ে দিয়া বেড়াচ্ছেন, পৈতের গোচ্ছা করেছেন। আ মর্ মিন্সে! পিপ্‌ড়ের পালক বেঁদেছে?।

সৌদামিনী। (অধোবদনে)। ও মা! আর বল্লে, কি মা! ওঁর দোষ কি? পোড়া কপালেই তো সব্ করে নেচেছে। উনি আজ চারিদিন হলো আমাকে মন্তর দিয়েছেন। নিত্যি নিত্যি ডাকতে না ডাকতেই আহ্নিক শেখাতে আ-সেন, সে দিন তো কাণে এক রকম একটী মন্তর দিয়েছিলেন, এখন আবার রোজ রোজই যে কত রকম মন্তর দেন, তা আর বল্‌বার নয়! আমি সব বুজেছি মা! আমার অমন কর্ম্ম কর্ম্মো কায্ নি। আমি অমন গরু মেরে জুতো দান করে পরকাল খেতে পারবো নেই। ওই ঠাকরুণ্‌কে বলো, আমাকে আর শেখাতে হবে না, আমি সব মন্তর শিখেছি। তাঁরা, আমার হাতে মালা পৌঁচে খোলা তো দিয়াছেনই, আবার কেন পরকালটী নষ্ট কর্ত্তে বল্লেন। (রোদন)।

ক্ষেমা। (সবিস্ময়ে)। হোঁ! গোসাঁই? কি সর্ব্বনাশ মা! সৌদামিনি! বলিস্ কি?। রসো রসো, আমি তাঁর এখনি বিহিত কর্ত্তেছি! কি কলিকাল মা!—হা সর্ব্বনাশ!

অভিপ্রায়।

পদ্য।

হায় ধর্ম্ম এ কি কর্ম্ম মর্ম্ম হয় ভেদ।
পৃথিবী পূরিল পাপে কত করি খেদ॥

যে দিকেতে যাই চাই সে দিকে দহন।
বাত্যা সম বহিতেছে দুষ্কৃতি পবন॥
সমূলে নির্ম্মূল হৈল ধর্ম্ম রূপ তরু।
না হেরি সুকৃতি তৃণ ধরা ধাম মরু॥
চৌর্য্য কিম্বা তৌর্য্য শব্দ কোথা আর স্থিত॥
মিশিয়া গিয়াছে শৌর্য্য কৌর্য্যের সহিত॥
মোসাহেবে পরিপূর্ণ সবের মানস।
শুদ্ধ শৌর্য্য ধরিবারে কে করে সাহস॥
সুন্দরীরা পৌর্য্য পণ করি পরিষ্কার।
লইয়া নাগর্য্যাচার করয়ে বিহার॥
যদি কেহ থাকে সতী পতি ধন লয়ে।
কি দুরন্ত কলিকাল আসে শনি হয়ে॥
সুখের সহিত তার ঘটায় শাত্রব।
কান্দিয়া কাটায় কাল নাহি পায় ধব॥
সতিনী যন্ত্রণা আর যে সব উৎপাত।
একে একে কলিরাজ করে সূত্রপাত॥
পুণ্য ধন গণ্য করে নাহি কেহ আর।
ধরণী হইল এক পাপের আগার॥
নারী আর নর যদি হৈল কাছাকাছী।
অমনি আসিল ধর্ম্ম নাহি বাছাবাছী॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাহি নাহি পাত্র বোধ।
হাজার হাজার আছে এরূপ দুর্ব্বোধ॥
এরূপ অনেক আছে আধুনিক জ্ঞানী।
গেঞ্জেকুঞ্জে বলে আমি বড় ব্রহ্মজ্ঞানী॥

অসংকোচ ইন্দ্রিয় সুখের অনুরাগে।
খাদ্যাখাদ্য বিচার ছাড়িয়া দেয় আগে॥
মুখের সাপট আর চাপট কেমন।
লম্পটের শিরোমণি না হেরি তেমন॥
বিশ্বেতে তাদের নাই আত্ম সম জ্ঞান।
বাহিরে বড়াই কত কত রূপ ভান॥
পরদুঃখে দুঃখ বোধ না করে বারেক।
মমতার বশীভূত না হয় তিলেক॥
ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ড কিন্তু দেখে একাকার।
পরদারে মনে করে আপনার দার॥
পরধন পাইলে স্বধন বলি লয়।
কালগুণে একালেতে তাহাদেরি জয়॥
হায় হায় একি সর্ব্ব দেখি হুলস্থূল।
জগেতে ক্ষুদ্রার ভয় স্থলেতে শার্দ্দূল॥
পাছে কেউ দেখে শোনে তাই সে সতর্ক।
ধর্ম্মের বিতর্ক মনে নাহিক সম্পর্ক॥
স্থান আর সময় মানুষ যদি পায়।
পাপিষ্ঠেরা তবে কি ধর্ম্মের মুখ চায়॥
রমণী আপনি যদি না করে যতন।
কার সাধ্য রক্ষা করে সতীত্ব রতন॥
এত দিনে ধর্ম্ম তুমি ধর্ম্ম নাম হরি।
করিয়াছ পলায়ন লীলা সাঙ্গ করি॥
ভারতে করিতে রাজ্য বাঞ্ছা নাই আর।
ছাড়িয়া গিয়াছ তাই রাজ্য অধিকার॥

এখন রাজত্ব করে অধর্ম্ম রাজন।
তাই এত মনঃপীড়া পায় প্রজাজন॥
তোমার অমাত্য ছিনি সত্য নাম যাঁর।
তাই বুঝি তাঁর দেখা নাহি পাই আর॥
অধর্ম্মের মন্ত্রিবর অসত্য রাক্ষস;
প্রজালোকে করিয়াছে কুমন্ত্রণা বশ॥
ভৃত্যের উপর স্বামী স্নেহবান নন।
ভৃত্য করে স্বামির অহিত অন্বেষণ॥
বনিতার প্রিয় নয় বনিতার পতি।
পতির প্রেয়সী নয় অবলা দুর্ম্মতি॥
ভাই নয় ভাই, ভাই প্রেয়সীর ভাই।
পিতা মাতা গুরুজনে ভক্তি লেশ নাই॥
সাংঘাতিক রোগে রুগ্ন সাংসারিক সুখ।
সত্য সদাচারে দেখি সবাই বিমুখ॥
লোকে আর কণামাত্র নাহিক সংকোচ।
নাহিক সংকোচ লোকে নাহিক সংকোচ॥

—— (সাক্রোশে প্রস্থান)

সৌদামিনী। (রোদন করিতে করিতে মনে মনে)।

হা! আমার মত হতভাগ্য রমণী ত্রিজগতে নাই! স্বামী দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিলেন। সপত্নী যন্ত্রণাই আমার জীবনের প্রধান উপভোগ হইল। হউক, তাহাতেও দুঃখ করি না। যেমন আরাধনা করিয়া আসিয়াছি তাহাই ভুগিতে হইবেক। শ্বশুর শাশুড়ী ননদ প্রভৃতি পতিকুল স্বজনেরা অকৃতাপরাধে এককালে বিষনয়নে দেখিয়াছেন। পিতৃকুল

নির্মূল? কোথাই মাতা ও পিতৃকুল স্বজন, একমাত্র বিশ্রাম স্থল! এক— তাহা হইতেই বা কি হইতে পারে?।

হায়! এ সকল সহ্য করিয়াও কি স্ত্রীর পরম ধন সতীত্ব ধন রক্ষা করিতে পারিলাম না! জগদীশ্বরের মনে কি আছে জানি না। সতিনীকে ভগিনীর ন্যায় জ্ঞান করিতেছি। শ্বশুর শাশুড়ী ননদ প্রভৃতি পতিকুল স্বজনেরা যাহা আজ্ঞা করিতে-ছেন তাহাই করিতেছি; হে জগদীশ্বর! এ পাপীয়সীর আবার কি পাপ দেখিলে! যে, এখনও এত বিড়ম্বনা করিতেছ।

নির্দ্দয় শ্বশুরকুল-স্বজনগণের মত, আমি এজন্মের মত সাংসারিক সুখে এককালে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল দাসী-বৃত্তি করিয়া কালক্ষেপ করি। ঠাকুর! তাহাই করিতেছি আবার এ অপরাধিনীর কি অপরাধ হইল।

শাশুড়ী অনুমতি করিলেন মন্তর নে, গোসাঁইয়ের নিকট পুজা শেখ, ভদ্র লোকের ঘরের মেয়ে এক একবার আহ্নি-ক করিবি; এই অনুমতি আমি সৌভাগ্য চিহ্ন স্বীকার করিয়া লইলাম। যদিও বাল্যকালে বাৎসল্য উপভোগ করিতে পাই নাই, যৌবনেও যৌবনদশার চরিতার্থতা লাভ হইল না, প্রত্যুত বার্দ্ধক্য ব্যবহার করিতে হইল, তথাপি আমি অগত্যা দৃঢ়তর ভক্তি পূর্ব্বক তাহাই করিতেছিলাম। হায়! কি পোড়াকপাল! তাহাতেও আবার এই গরল উঠিল!

গোসাঁইয়ের নটবর বেশ দেখিয়া, আমি প্রথমেই বলি-য়াছিলাম, ঠাকুরাণি! আপনি আমার মাতা, আপনিই আমার কাণে মন্ত্র প্রদান পূর্ব্বক কৃপা করিয়া আহ্নিকটী শিখাইয়া

দেউন। দুর্ভাগ্যক্রমে তখন তাহা করিলেন না, এখন এই দুর্বিপাক উপস্থিত, এদিকে গুরুভক্তি বড়, এ সকল শুনিলে যে তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন এমতও বোধ হইতেছে না, প্রত্যুত আমাকে তিরস্কার করিবেন। হায়! কি পোড়াকপাল! এ, আবার কি বিপদে উপস্থিত হইল, গঞ্জনা ভয়ে প্রাণ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে।

হে ঠাকুর! আর কেন? হইয়াছে; লও লও; এখন এ অভাগিনীকে ত্বরায় মুক্ত কর।

অভিপ্রায়।

গীত

হায় রে নিষ্ঠুর পতি, তোমা হৈতে এ দুর্গতি,
ধর্ম্মপথে রাখি মতি, আঁখিতে না হেরিলে বারেক হে
আঁখিতে না হেরিলে বারেক।
কিবা দোষ কি কারণ, পাষাণে বাঁধিলে মন,
করিলে নির্ধারিত পণ, পাসরিলে সকলি সাবেক হে।
পাসরিলে সকলি সাবেক॥
আমি দীনা কুলবালা, সই বল কত জ্বালা,
হই সদা ঝালাপালা, নই কি তোমার ধর্ম্মদাসী হে।
নই কি তোমার ধর্ম্মদাসী।
তবে বল কোন প্রাণে, শুনিয়া না শুন কানে,
দিবে গলে কেবা জানে, সতিনী যন্ত্রণারূপ ফাঁসী হে।
সতিনী যন্ত্রণারূপ ফাঁসী॥

দুঃখ কব কার কাছে, এখন পরাণ আছে,
দিবানিশি ভাবি পাছে, হারাই সতীত্ব স্বচ্ছ মণি হে।
হারাই সতীত্ব স্বচ্ছ মণি।
তুচ্ছ করি সর্ব্ব দুঃখ, দুঃখেরে মানিয়া সুখ,
নিবারি সুখের ভুখ, জান তো সকলি গুণমণি হে।
জান তো সকলি গুণমণি॥
সতিনীর ঝালাপালা, মানি মণিময় মালা,
সে বরঞ্চ ভাল জ্বালা, এ যে দেখি বড় সর্ব্বনাশ হে।
এ যে দেখি বড় সর্ব্বনাশ।
সতীর সর্ব্বস্ব যাহা, চোরে চুরী করে তাহা,
না হেরি ইহার বাহ্য, শূন্য ঘরে ভূতে করে বাস হে।
শূন্য ঘরে ভূতে করে বাস॥
নারেক সদয় হও, আসি দুটো কথা কও,
এ ঘরে তিলেক রও, তবে যায় ভূতের উৎপাত হে।
তবে যায় ভূতের উৎপাত।
গুরুজন সমুদয়, তাঁদের এ ধন নয়,
কি জন্যে হইবে ভয়, কেন এত কর পক্ষপাত হে।
কেন এত কর পক্ষপাত॥
দুরাশয় গৃহজন, করিতেছে নিপীড়ন,
ওহে অবলার ধন, প্রাণধন! কর পরিত্রাণ হে।
প্রাণধন! কর পরিত্রাণ।
সকল উৎপাত হর, সতীর কল্যাণ কর,
ওহে কান্ত দয়াকর; দোহাই দোহাই রাখ মান হে।
দোহাই দোহাই রাখ মান॥

শুনিয়াছি শাস্ত্রে কয়, গুরু নিন্দা ভাল নয়,
অন্তে অধোগতি হয়; অতএব মনে পাই ভয় হে।
অতএব মনে পাই ভয়।
কিন্তু ঋষিগণ কন, গুরু যদি দোষী হন,
বলিবেক সে বচন, তাই বলি প্রাণে নাহি সয় হে।
তাই বলি প্রাণে নাহি সয়॥
কৃষ্ণলীলা ভাল বটে, গোস্বামির শাস্ত্রে বটে,
কিন্তু কিছু পাপ ঘটে, যদ্যপি না হই সাবধান হে।
যদ্যপি না হই সাবধান।
যদি হয় কাঁচা মেয়ে, পাশরে গোঁসাঈ পেয়ে,
ধর্ম্মাধর্ম্ম সব খেয়ে, তাহারা না পায় পরিত্রাণ হে।
তাহারা না পায় পরিত্রাণ॥
গোসাঞি কষাই প্রায়, কুলবধূ ধর্য়ে খায়,
ধর্ম্মপানে নাহি চায়, এতো দেখি বড় ঘোর দায় হে।
এতো দেখি বড় ঘোর দায়।
দুঃখ কই কার ঠাঁই; দেশে আর হিন্দু নাই,
কিরূপে নিস্তার পাই, দেহ ছাড়ি দেহী না পলায় হে।
দেহ ছাড়ি দেহী না পলায়॥
কে দেয় ইহার সাজা, নিজে গোখাদক রাজা,
মনস্তাপে হই ভাজা, প্রজাকুল আকুলহৃদয় হে;
প্রজাকুল আকুলহৃদয়।
এ সময় দয়াময়!, যদি তব দয়া হয়,
তবে সব দিক রয়, দুর হয় এ বিষম ভয় হে।
দুর হয় এ বিষম ভয়॥

(হরিপ্রিয়ার শয়নাগার)

(হরমণির প্রবেশ)

হরমণি। (হরিপ্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া, সাহংকারে)। মা! শুনেছিস্ গা! ঢং শুনেছিস্? সং দেখ্যে দেখ্যে আর বাঁচিনে যে! জ্বজে জ্বলে মলেম! শুরু, মনে ধর্ল্যো নি; আবার একটা কান্ করেয়েছেন! (ক্ষেমাকে লক্ষ্য করিয়া)। মর্ ডেক্‌রা মাগী; বাপ্ কেলো মেয়ো পেয়েছে!—আর সওয়া যায় না! "মা মরে ঝীয়ের জন্যে, ঝী মরে নাঙের জন্যে!!!।

হরিপ্রিয়া। (সবিরাগে)। মরুক্ মেনে! ক্ষেমী ভাই! এতক্ষণ আমাকে জ্বলাচ্ছেল; আমি অম্‌নি গায়ের রাগ গায়ে মেরো মেরো, চুপ্ করেয়ে রৈলুম, আর কিছু বল্লুম না।

হরমণি। ব্যস্তভাবে)। কিছু না বলাও কি ভাল হয়েয়ে-ছে? গোসাঁঈ শুন্লে এখন জ্বল্যে উট্‌বেন; মনে কত দুঃখু কর্ব্বেন; আহা! তিনি কি এমন নোক গা! দেখ্‌লে চক্ষুঃ জুড়োয়; এই যে আমি তাঁকে নিয়ে কত রাত্রি পর্য্যন্ত কত মন্তর শিখি; কত উপকথা কই, তাঁর মুখের পানে চেয়্যে কত শাস্তরের কথা শুনি; এত কি ঢল্যে থাকি? কর্ব্বো কি বল? "খাট ভাঙ্গিলেই ভুঁই শয্যা" ডাকের কথাই পড়্যে রয়েছে; তা হলেই কি এত ঢলাতে হয় গা! না, এত নোক হাসাতে হয়! আমরাও তো সব হলোম কুলীনের মাগ; স্বামী কেমন সামিগ্রী, কাল কি ধল ভাল করে চখেও দেখি নে! আমরা কি আর পৌদ্দেকাপড় দি না গা! না কাল্ কাটাই না!—এত ক্ষেচক্যে ক্ষেচাক্যে উঠি! "নৈয়ের কুকুর পাতে ভোজে!!!।

হরিপ্রিয়া। চুপ্ কর মা! ও, যা করে করুক্, মরুক্! আমাদের আর ও কথাতেই কায নি! কত্তা শুনে আবার বেজার হবেন। ওর এই কালও নেই, পরকালও নেই; ও, হিংসেতেই ফেটে্য মলো। দূর্ হোক্, নিত্যি নিত্যি আর ও সকল ভাল লাগে না।—“ অসৈরণ দেখ্তে নারি, শিকেয়্ পোঁদ্দ্যে ঝুল্যে মরি!!!।

(ক্ষেত্র মোহিনীকে সম্বোধন করিয়া) (১)

লক্ষি! সোনা মা আমার; একটু জল আন তো! তুমি আর ও পোড়ারমুখীর ছাই মাড়িও না!—ওর অসাধ্যী কম্ম নেই, সর্ব্বনাশী।—“ না যাব বঙ্গ, না দেখ্বো রঙ্গ ” বিষ দিয়ে মের্যে ফেল্বে! ও সর্ব্বনাশীর কি ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ আছে? কেবল কতকগুনো কল্লা শিখেছে।—“ অর্ গুণ নেই, বর্ গুণ আছে!!!।

(রসিকক্লষ্ণ গোস্বামির প্রবেশ) (২)

রসিক। (কুঁড়োজালি হস্তে নটবর ভাবে)। রাধে! রাধে! তোমার ইচ্ছা! (হরিপ্রিয়াকে সম্বোধন করিয়া)। কোথা গো গিন্নি মা! কোথা গেলে? (হরমণিকে সম্বোধন করিয়া) দিদি কোথা গো! কি করিতেছ? প্রেমময়ি! তব কিঙ্করোঽহং। (দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ)।

হরিপ্রিয়া। (ব্যস্তভাবে)। এসো এসো, গোসাঁই! এসো, বসো বসো। (আসন প্রদান পূর্ব্বক গলবস্ত্রে প্রণিপাত)।

---

(১) ভূধর বাবুর নববিবাহিতা পত্নী।
(২) গুরু গোঁসাই।

হরমণি। (হাস্য বদনে)। এই যে গোসাঁঈ দাদা। (গঙ্গদভাবে গলে অঞ্চল দিয়া ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণিপাত)।

রসিক। (সন্তোষে সস্পৃহমনে)। প্রেমময়ি! চিরসন্তোষ কর; মানময়ি! চিরসম্মানে রাখ। (হাস্য বদনে উপবেশন)

হরমণি। (হাস্য বদনে)। মানময়ীর যে বড় মান শুস্তে পাচ্চি;—গুরুভক্তি কেমন দেখ্‌ছ?।

রসিক। (ঈষৎ হাস্যবদনে)। রাধে! রাধে! ছেলে মানুষ, এখনও বড় বুদ্ধি শুদ্ধি হয় নাই; হইবে, ক্রমেই হইবে। "সবুরে মেওয়া ফলে!!!— "তপ্ত ভাত ফুঁক দিয়া খেতে হয়!!!!।"

হরিপ্রিয়া। (বিরক্তভাবে)। হর! কই? গোসাঁঈকে যেন ফল দিলি গা! কথা পেল্যে তোদের কি আর কিছুই মনে থাকে না!। বলে 'সবাই থাকে রঙ্গে, বুড়ী মরে সঙ্গে সঙ্গে!!!।'

হরমণি। (সবিস্ময়ে)। ও মা! বটে তো, ভুল্যে মরেছি গো! কই? আমার পৈতে দাও। (ফল গহ্বানয়ন্ত, হাতে হাতে কল বস্ত্র সূত্র ও কড়ি প্রদান)।

রসিক। (রোমাঞ্চগাত্রে হাস্যবদনে হরর চক্ষে চক্ষুঃ মিশাইয়া অনাস্তিকে)। আ!!!— চোরের রাত্রিবাস!!! (ফলগ্রহণ পূর্ব্বক প্রকাশে)। প্রেমময়ি! প্রসন্না হও; (হরকে সম্বোধন করিয়া) রঙ্গিণি! যেমন হাতে হাতে ফল দিলে, তেমনি হাতে হাতেই ফল পাইবে।

হরিপ্রিয়া। (বিরাগে)। হর! ও কি কচ্ছিস্ গা? তোরে

কি একবারে বলে হয় না গা! ছোট বৌমাকে নিয়া ফল দেওয়ানা।

হরমণি। আয় লো ছোট বৌ! ফল দেসে?।

(ফল প্রদান)

রসিক। (হস্তে হস্তে ফল গ্রহণ করিয়া)। এসো, কৃষ্ণে মতি হউক। (আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান)।

রামব্রহ্ম। (জয়শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া)। হাঁ, কি কহি-তেছিলাম মহাশয়? (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া)। হাঁ!— আর আপনারা ইহাও চিন্তা করিয়া দেখুন, সংসারে সকল লো-কেই কিছু এককালে এমন বিদ্বান্ হয় না যে বিশ্বরূপ পুস্তক দৃষ্টি করিয়া ঐশ্বরিক নিয়ম সকলই অবগত হইতে পারে ও তদনুগামী হইয়া চলিতে পারে। ইহাও জগৎকর্ত্তার এক প্রকার অভিপ্রায় বটে, সংশয় কি? তবেই স্থির করুন, পৌত্তলিক ধর্ম্মের সার্থকতা আছে কি না?

প্রতাপ। ভাল মহাশয়! পৌত্তলিক ধর্ম্ম নিয়মের বিল-ক্ষণ তাৎপর্য্য আছে বটে বুঝিলাম; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই পৌত্তলিক ধর্ম্মনিয়ম, সম্প্রদায় ভেদে ও দেশ ভেদে পৃথক্ পৃথক্ হইবার তাৎপর্য্য কি?।

রামব্রহ্ম। হাঁ, জিজ্ঞাস্য বটে; কিন্তু উত্তরকল্পে স্থির-চিত্তে চিন্তা ও বিবেচনা করুন, যদি এক বিষয় উদ্দেশে পাঁচজনে স্বতন্ত্র২ পাঁচটী রচনা করা যায়, তবে কি সেই পাঁচ টী রচনাই সমান হয়? সকলেরই উদ্দেশ্য স্থির থাকে বটে, কলিতার্থ, প্রক্রিয়া অবশ্যই প্রভিন্ন হইয়া পড়ে। শাস্ত্রেও নি-র্দ্দেশ আছে “ভিন্নরুচি র্হি লোকঃ”, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন

ভিন্ন প্রকৃতি। আর, দেশ বিশেষে আয়ুস্থাপক বায়ুরও গতি বিশেষ আছে, ইহাও উহার এক প্রধান কারণ হইতে পারে।

বাসু। ভাল ব্রহ্মচারি মহাশয়! পৌত্তলিক ধর্ম্মনিয়ম মান্য করিয়া চলা কি ভাল? তাহাতে কি জগদীশ্বরের আরাধনা করা হয়? এবং সুকৃতি জন্মে?।

জয়শঙ্কর। (হাস্যবদনে)। ও কথা আর জিজ্ঞাসা করিতে হইবেক কেন হে? ব্রহ্মচারি মহাশয় ইতঃপূর্ব্বে তো ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছেন। অহহ! কি আশ্চর্য্য! মহাপুরুষ ব্রহ্মচারি মহাশয়ের প্রসাদে দিব্য জ্ঞান পাইলাম।

কবিতা।

পরাৎপর পরব্রহ্ম বিশ্ব বিরচক।
দ্বিতীয় রহিত সনাতন প্ররোচক॥
গড্ বল, জ্যোভ্ বল, বল জ্যুপিটর্।
খোদা বল, আল্লা বল, বল বা ঈশ্বর॥
সকলি তাঁহার সংজ্ঞা তিনি বিশ্বময়।
কি ফল করিয়া বল, বিফল সংশয়॥
কেহ তাঁরে জিয়োভা জিয়োভা বলি স্মরে।
কেহ বা জিয়োভা নামে সদা দ্বেষ করে॥
অদ্ভুত তাঁহার মায়া ছায়াবাজী সম।
কায়াবাজী করে জীব বহে শুধু ভ্রম॥
খ্রীষ্ট আর কৃষ্ণ নামে ভেদ জ্ঞান যার।
তারেই পাষণ্ড বলি পাষণ্ড কে আর॥

পুরুষপ্রধান তিনি প্রকৃতিপ্রধান।
রচিতে প্রকাণ্ড বিশ্ব বহুরূপ ভান॥
রাধা নামে বাঁধা যিনি বংশিধারি প্রেমে।
সীতা নামে প্রকাশিতা পৃথিবীর ক্ষেমে॥
বৃন্দাবনে বনে বনে বাজাইয়া বাঁশী।
মজান গোপের কুল কংস বংশ নাশি॥
জনকের গৃহে শুধি জনকের ধার।
রামরূপে রাবণের করেন উদ্ধার॥
বার বার কত করে কত লীলা তাঁর।
কে যাইতে পারে পার, অপার সংসার॥
স্থল জল ব্যোম বহ্নি বায়ুরূপী তিনি।
না চিনে তাঁহারে কিন্তু সবে বলে চিনি॥
কেহ বলে বাড়ী তাঁর বৃন্দাবন ধামে।
কেহ বলে মক্কাবাসী মহম্মদ নামে॥
কেহ বলে তাঁর বাস জুড়িয়া নগর।
কেহ বলে অলিম শিরস্ ধরাধর॥
কেহ বলে দেখিয়াছি পুরীমধ্যে আমি।
জগন্নাথ নামে তিনি উড়িষ্যার স্বামী॥
কেহ কয় সেতো নয় তাঁহার নিলয়।
কালীঘাটে তাঁর সঙ্গে সদা দেখা হয়॥
কেহ কন তিন হন পঞ্জাবের পতি।
ধরিয়া নানক নাম করেন সঙ্গতি॥

তা নয় তা নয় বলি আর জন কয়।
ভৈরব তাঁহার নাম ভোটাস্তে নিলয়॥
লামাগুরু নামে তিনি মর্ত্ত্যমূর্ত্তি ধরি।
তয়ান্ তারকব্রহ্ম মর্ত্তে অবতরি॥
কেহ বলে চন্দ্রনাথে বিরাজেন তিনি।
সে দেশে আমার বাস আমি ভাল চিনি॥
কেহ বলে তাতো নয় কাশী তাঁর বাস।
কেহ বলে গয়া কিম্বা প্রয়াগে নিবাস॥
কেহ বলে আকাশে বিকাশমান তিনি।
ঝড় জল আলো অন্ধ রৌদ্র সৌদামিনী॥
এইরূপে লোক সব করয়ে বিবাদ।
ফলতঃ নির্ব্বাদ তিনি বিবাদ কি বাদ॥
যাহা বলি এ সকলি তাঁহার বিকার।
মনে লয় বিশ্বময় তিনি বিশ্বাধার॥
পশু পক্ষী কীট আর পতঙ্গ ভুজঙ্গ।
সকলি তাঁহার অঙ্গ সব তাঁর রঙ্গ॥
মর্ত্তে এ সকল মর্ম্ম করিতে প্রচার।
হইয়াছিলেন নিজে দশ অবতার॥
মীনরূপে তিনপুরী তরান্ তারক।
ত্রিদশপ্রধান তিনি ত্রিতাপ হারক॥
এইরূপে করিলেন বেদের উদ্ধার।
হইল ধরণী ধামে ধর্ম্মের সঞ্চার॥
দীননাথ দ্বিতীয় রূপেতে অবতরি।
ভাসেন কারণ জলে পৃষ্ঠে ধরা ধরি॥

কর্ম্মভূমি রক্ষা হেতু কূর্ম্মরূপ তাঁর।
অংকুশে ধরেন এই ধরণীর ভার॥
বিশাল বরাহরূপ বরাভয় রূপ।
উদ্ধার করেন বিশ্বরূপ ধর্ম্মকূপ॥
নৃসিংহ আকার তিনি করিয়া স্বীকার।
হিরণ্য কশিপু বধি হরেন ভূভার॥
বলিকে ছলেন তিনি হইয়া বামন।
রামরূপে করিলেন রাবণ নিধন॥
পরশু লইয়া করে সুশাণিত ধার।
কোন রূপে করিলেন ক্ষত্রিয় সংহার॥
গোকুলে গোপের গৃহে আর রূপ ধরি।
করেন মানবী লীলা অহা মরি মরি॥
বুদ্ধরূপে বুঝিব করেন ভেদাভেদ।
কে জানে তাহার তত্ত্ব জানে শুধু বেদ॥
সম্ভল গ্রামেতে বিষ্ণুযশার আলয়।
কল্কিরূপে বার বার করেন প্রলয়॥
কে চিনে তাহায় বল কে চিনে তাঁহায়।
ভোজবাজী সম বাজী এ যে চিনা দায়॥
বার বার কত বার এইরূপ খেলা।
এ খেলা খেলিতে তাঁর নাহি অবহেলা॥
এ সব দেখিয়া জীব ভাব বুঝ ভবে।
সারাংশ গ্রহণ কর, জ্ঞানী হবে তবে॥
খাদ্যাখাদ্য বিচার আছয়ে যত আর।
বলিতে বিস্তার হয় প্রস্তাব বিস্তার॥

অতএব লোক সব সম্প্রদায় হয়ে।
সুখে কালকাট সম্প্রদায় ধর্ম্ম লয়ে॥
সম্প্রদায় ধর্ম্ম হয় সুখের আকর।
অনায়াসে হবে পার সংসার সাগর॥
অন্যথা সংকোচ কিম্বা সন্দেহ সংশয়।
কর মন বিসর্জ্জন হইবেক জয়॥
এটা ওটা সেটা বৃথা ভাব ক্রমে ক্রমে।
বৃথা শ্রম বয়ঃক্রম কাট বৃথা ভ্রমে॥
ধরিয়া করালমূর্ত্তি এই বিশ্বপতি।
সুকৃতি বুঝিয়া অন্তে করিবেন গতি॥
শেষের সে দিন বড় ভয়ঙ্কর দিন।
একবার ভাব মন হইয়া প্রবীণ॥
ভাই বন্ধু সুত দারা তারা নয় কেহ।
যতই যতন কর না রবে এ দেহ॥
আত্মীয় স্বজন কেহ সঙ্গে নাহি যায়।
সুকৃতি সহায় তথা সুকৃতি সহায়॥

(নেপথ্যে মহান্ কল কল)

অভিপ্রায়।

গত।

ও মা! ও মা! সে কি? সে কি? সর্ব্বনেশ্যে মেয়ে একি।
কাণে শুনি নাই, এমন বালাই,
সোণার সংসার হৈল মেকি॥

মর্ মর্ পোড়ামুখী, এত কি হইলি দুখী।
সতিন কি আর, হয় নাই কার,
জান না তুমি কি কিছু খুকী?॥

কি হলো রে সর্ব্বনাশ, ও মা! তুই কোথা যাস্?।
ধর না ধর না, বারণ কর মা,
এখন আছে গো বুঝি শ্বাস?॥

তত্ত্ব না করেন রাজা, কে ইহার দেয় সাজা।
বাবারে কি কব, কতই বা সব,
দুঃখানলে হইয়েছি ভাজা॥
(জয়শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের খড়্কি পুষ্করিণী)

(হরিপ্রিয়া, হরমণি, ক্ষেমঙ্করী ও ভবদেবের (১) প্রবেশ)

হরিপ্রিয়া। (ক্রোধ বিস্ময়ে)।
ও মা! ও মা! সে কি? সে কি? সর্ব্বনেশো মেয়ো একি
কাণে শুনি নাই, এমন বালাই,
সোণার সংসার হৈল মেকি॥

হরমণি। (আক্রোশে দন্তকড়মড়ি করিতে করিতে)।
মর্ মর্ পোড়ামুখী, এত কি হইলি দুখী।
সতিন কি আর, হয় নাই কার,
জান না তুমি কি কিছু খুকী?॥

(১) ভূধর বাবুর কবিতা।

ক্ষেমা। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে)।

কি হৈল রে সর্ব্বনাশ, ও মা! তুই কোথা যাস্?।
ধর না ধর না, বারণ কর না,
এখন আছে গো বুঝি শ্বাস?॥

ভবদেব। (বিষাদে)।

তত্ত্ব না করেন রাজা, কে ইহার দেয় সাজা।
বাবারে কি কব, কতই বা সব,
দুঃখানলে হইতেছি ভাজা॥

(জয়শঙ্করের বহির্ব্বাটী)

ব্রহ্মচারী। (কর্ণদ্বয় উন্নত করিয়া, জয়শঙ্করকে সম্বোধন পূর্ব্বক বিস্ময়ে)। কিএ? কিএ মহাশয়!—অন্তঃপুর মধ্যে এ গোল কেন?।

(সকলে চকিত ও ঊর্দ্ধকর্ণ)

জয়শঙ্কর। (চকিত ভাবে)। কিএ? (সকলকে সম্বোধন করিয়া সত্বর)। মহাশয়েরা বসুন, আমি আসিতেছি। (অন্তঃপুরাভিমুখে তাড়াতাড়ি প্রস্থান)।

(খাটক্কিক সরোবর)

সৌদামিনী। (গলাধঃ সলিলে মজ্জায়মানা, কলসী হস্তে দরদরিত ধারায় রোদন করিতে করিতে স্বগত)। হা! পতি মুখ চাহিলেন না! দুঃখ দূর করা দূরে থাকুক, ক্রমেই দুঃখ বাড়াইতে

লাগিলেন, এবার যখন চাকুরী স্থলে গমন করিলেন, কথার কথাটাও বলিয়া গেলেন না! হা! পোড়াকপালীর কপাল! অতঃপর প্রাণনাথের বচন দরিদ্রতাও আরম্ভ হইল রে। হায় হায়! আরও কি এ পাপিষ্ঠ জীবনের ভার বহন করিতে আছে'।

পতিব্রতা ধর্ম্ম, নারীজাতির পরম ধর্ম্ম। অধিক কি? অবলাবলীর তাহাই বল, তাহাই বুদ্ধি, তাহাই ভরসা, তাহাই রূপ, তাহাই গুণ, তাহাই যৌবন এবং তাহাই ইহ পরত্র পরিত্রাণের একমাত্র হেতু। শাস্ত্রে বলে, পতি, কাণ, খঞ্জ, কুব্জ, বধির, মূক, পঙ্গু, যাহাই হউন না কেন? একাগ্র মনে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে পারিলেই নারী, নরলোক জয় করিতে পারে, সংশয় নাই। হা! এ দুর্ভাগিনী, কন্দর্পের মত পতিরত্ন পাইয়াও যত্ন করিতে পারিল না! হায় হায়! বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইয়া যায়!!!।

হা! কান্ত, হতভাগিনীর প্রতি যেরূপ একান্ত বিমুখ দেখিতেছি, আর, পৃথিবীর যেপ্রকার ভয়ঙ্কর বিরুদ্ধ ভাব দেখি, ইহাতে সতীত্ব রত্ন রক্ষা করিতে পারিব, ইহাও বিশ্বাস হইতেছে না, অতএব এই দণ্ডেই মরণ, আমার পক্ষে মঙ্গলকর!!!।

হা! শুনিয়াছি অবঘাত মৃত্যু হইলে মহাপাপ হয়, কিন্তু ইহাও আমার বিলক্ষণ বিশ্বাস হইতেছে ধর্ম্ম রক্ষা নিমিত্ত অধর্ম্ম করিলে সে অধর্ম্মও ধর্ম্মাধিক হইবেক, সংশয় মাত্র নাই। না হয়, আমার এ অধর্ম্ম, পরমেশ্বর অবশ্য ক্ষমা

করিবেন। আমি মেয়ে মানুষ, তথাপি আমার এটী বিলক্ষণ বোধ হইতেছে, যে, সতীত্ব রক্ষা করা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, সন্দেহ নাই। অতএব আমি তাঁহার অভিপ্রায় রক্ষা নিমিত্তই অবধাত করিতেছি। (ক্ষণেক চিন্তা)। আত্মরক্ষা করাও তাঁহার অভিপ্রেত বটে; কিন্তু বিবেচনা করিতেছি, যদিই সতীত্ব রক্ষা করিতে না পারি, তবে আর আত্মরক্ষা করা কই হয়, শেষে কি দুকুল হারাইয়া অকুল মহাপাপ সাগরে ভাসিব!!!! না, না, সে কথা কিছু নয়, অথবা ঠিক্ বুঝিতেই পারিতেছি না, যাহউক, ঠাকুর! তুমি এ হতভাগিনীর এ মহাপাপ ক্ষমা করিও!—ক্ষমা করিও!। ঠাকুর! ক্ষমা করিও!—ক্ষমা করিও!। দোহাই! দোহাই!—দোহাই! পতিত পাবন, সনাতন!!!!।

([illegible] ও রোদন)

[illegible] গভীর জলশায়ি কুম্ভীরাদি জন্তুগণ! আমি পাপিনী, তোরা পাপ ভয়ে আমাকে স্পর্শ করিতে অনিচ্ছা করিস্ না। আমি জন্মান্তরীন পাপে পাপিনী বটি, কিন্তু ইহ জন্মে পাপ কাহাকে বলে, জানি না। যদি তাহাই হইবে, তবে কেন প্রাণত্যাগ করিব বল? পাপ স্বীকার করিলে এখনি সুখ হয়।—পাপিষ্ঠ লোকেরা আমার যৌবন পান করিবার নিমিত্ত অঞ্জলি বাঁন্দিয়া চতুর্দ্দিকে ফিরিতেছে!!!!। হা! কি হইল কি হইল! কেন সংসারে আসিয়াছিলাম! জন্ম বিফল করিলি রে নির্দ্দয় পাপিষ্ঠ নরাধম!!!! (পতিকে উদ্দেশ রোদন)।

(সুশীল দেবর ভবদেবকে উদ্দেশ করিয়া)

হা! বাছা ভবদেব! এ সময়ে তুমি কোথায় রহিলে! তোমার বড় বৌ জন্মের মত বিদায় হয়, একবার দেখা দিলে না! হা! বাছা! তুমি জ্ঞানবান হইয়াছ! শুনিয়াছি, সকলে বলে, লেখাপড়ায় মূর্ত্তিমান হইয়াছ। সেই জন্যেই আমাকে বড় ভাল বাসিতে! মা মা বলিয়া ডাকিতে! হা! এখন তোকে মনে হইলে বুক ফাটিয়া যায় যে রে! তুমি আমাকে মা বলিতে বলিয়া, ঠাকুরঝীর কাছে কত গালি খাইয়াছ! হা! বাছা! এ হতভাগিনীর জন্যে কত দুঃখ পাইয়াছ রে! এ-সময়ে একবার তোমার চাঁদমুখ দেখিতে পাইলাম না!!!।

হা! বাছা! তুমি আমার জন্যে ভাবিও না! এখন, তুমি মা বোনের প্রিয় হইতে পারিবে! কণ্টক ঘুচিল, তাঁহাদের অনুগত হইয়া চলিও!!! (ক্ষণেক চিন্তা)। বরং তোমার সকল আপদ্ দূর হইল!!!।

হে জগদীশ্বর! আমার মা, বাপ, ভাই, ভগিনী প্রভৃতি পিতৃকুলে স্বজন জনমাত্র নাই, (ক্ষণেক চিন্তা)। যে এক ভাই আছেন, তিনি কখন কাকের মুখেও তত্ত্ব করেন না। অতএব এখন আমি এই মনে করিতেছি, অনেক দিনের পর যেন বাপের বাড়ী চলিলাম, দেখো ঠাকুর! তুমি জগতের পিতা, যেন আমাকে অনাদর করিও না, দোহাই! দোহাই!—দোহাই বিশ্বপিতা! যেন পথেও কোন বিঘ্ন না ঘটে!!!। (রোদন)।

(ক্ষেমাকে উদ্দেশ করিয়া)

মা ক্ষেমা গো! আমি তোমাকে ফাঁকী দিয়া চলিলাম! আমার বিছানার নীচে গহনাগুলি রহিল, লইয়া কাশীবাস করিস্!!! (ক্ষণেক চিন্তা)। আমার ভবদেবকে কিছু দিস্ গো!!! (রোদন)।

হা! এইবার পৃথিবীর সকল সুখে জলাঞ্জলি দিলাম!!!

(গলে কলসী প্রদান)

(তীর হইতে)

হরিপ্রিয়া। (উচ্চৈঃস্বরে)। ওরে!—এ কি সর্ব্বনেশো মেয়ে রে! দেশ বাঁধাতে বস্চেছে!!! আ মর্! ও কি লো! ওঠ্ ওঠ্! আঁ!—সতীর সাত বুদ্ধি, ছিনালের ছত্রিশ বুদ্ধি!!!।

হর। (আক্রোশে)। মরণ্! এ কি করে রে! আ মর্! খাণ্ডাত! আবার একটা সোগ্ তুলেছ? ঝাঁটার বাড়ী মেরে যমের বাড়ী পাটাব না?! বিষ ঝাড়্বো এখন, জান না?। মা! বাবাকে ডাক্তো গা!!! "আপনার বেলা আঁটী আঁটী, পরের বেলা দাঁত কপাটী!!!।

ভবদেব। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে)। ওমা। তুই কোথা যাস্ গো!!!। (জলে ঝম্প দিতে উদ্যত)।

হর। (ভ্রাতাকে ধরিয়া ব্যস্তভাবে)। রোস্না রে! আগে বাবা আসুন্! তুই কোথা যাবি!—য়্যাঁ!—কি মা রে! মর্না মাগী!!!।

ক্ষেমা। (উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে)। ওমা! তুই কোথা যাস্ গো! কি করিলি গো!!!!।

(জলে ঝম্প প্রদান)

জয়শঙ্কর। (সকলকে যৎপরোনাস্তি ভর্ৎসনা করিতে করিতে জলে ঝম্পপ্রদান পূর্ব্বক বিবিধরূপে শান্ত্বনা করিতে করিতে ক্ষেমা ও ভবদেবের সাহায্যে বধূকে গৃহে আনয়ন, সাবধানে রক্ষা এবং বহি-র্ব্বাটীতে আগমন)।

ভবদেব। (বাষ্পাকুল লোচনে বহির্ব্বাটীতে আগমন)।

(তৃতীয় অঙ্ক ও প্রথমভাগ সম্পূর্ণ।)